৫৬ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

# আলিপুর বার্তা



চালু হল
আলিপুর বার্তার
নতুন নিউজ পোর্টাল
দেখুন ওয়েবসাইটে



কলকাতা ঃ ৫৬ বর্ষ, ৬ সংখ্যা, ১৭ অগ্রহায়ণ – ২৩ অগ্রহায়ণ , ১৪২৮ ঃ ৪ ডিসেম্বর – ১০ ডিসেম্বর, ২০২১

Kolkata : 56 year : Vol No.: 56, Issue No. 6, 4 December - 10 December, 2021 ৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা


## দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

**শনিবার :** এসএসসি কাঁটা মিটতে না মিটতেই এবার টেট।

পরীক্ষায় পাশ করেও সাত বছর ধরে সার্টিফিকেট না পাওয়া যুবক যুবতীরা হাইকোর্টের দরজায় উপস্থিত। প্রশিক্ষণপ্রাপ্তরাও বঞ্চিত কেন? যারা সার্টিফিকেট পেল না তাদের টাকা কী ফেরত দেওয়া যায়? হলফনামা দিতে হবে রাজ্যকে।

**রবিবার:** করোনার নতুন রূপ ওমিক্রন ক্রমেই ভয় ধরাচ্ছে পৃথিবীতে।

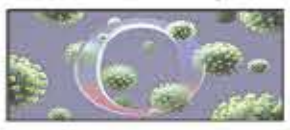

ফের কুঁকড়ে যাওয়ার আশঙ্কায় মানবজীবন। ইতিমধ্যেই একঘরে দক্ষিণ আফ্রিকা। বহুদিন পর আন্তর্জাতিক উড়ান চালুর সম্ভবনাও হোঁচট খাচ্ছে। বৈঠক করেছেন প্রধানমন্ত্রী। প্রস্তুতি ঠিক রাখতে সতর্ক করা হয়েছে রাজ্যগুলিকে।

**সোমবার:** গ্রেড ওয়ান হেরিটেজ হল কলকাতার নিউ মার্কেট বা হগ

মার্কেট। এমনই এই বাজারের কাঠামোর সংস্কার প্রয়োজন। কিন্তু তা নিয়েই মহাবিরোধ শুরু হয়েছে পুরসভার হেরিটেজ কমিটি ও সংস্কারের কাজে নিযুক্ত যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষজ্ঞ দলের মধ্যে। ঘোষণার পাঁচ মাস কেটে গেলেও এখনও কাজ শুরু হয়নি।

**মঙ্গলবার:** বাংলার শিক্ষা এখন আদালতের মুখাপেক্ষী। এবার সারা

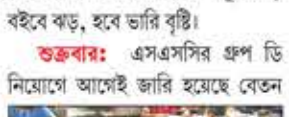

ভারত জুড়ে বহির্বিভাগে পিজিটি চিকিৎসকদের কর্মবিরতির জেরে ভোগান্তি চরমে উঠল এসএসকেএম হাসপাতালে। শহরের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ সরকারি হাসপাতালেও বহির্বিভাগ রোগীদের অপেক্ষা করতে হয় দীর্ঘক্ষণ ধরে।

**বুধবার:** সাংসদ মালা রায়ের প্রশ্নের জবাবে সংসদে স্পষ্ট হয়ে গেল

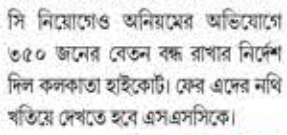


এনআরসি নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের পদক্ষেপ। স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী জানিয়ে দিলেন এনআরসি নিয়ে এখনই কিছু করবে না কেন্দ্র। তিনি স্বীকার করেছেন আইন পাশ হলেও এখনও তার ধারা তৈরি করতে পারে নি সরকার।

**বৃহস্পতিবার :** ফের আরও এক ঘূর্ণিঝড়ের পদধ্বনি দেশের উপকূলে।



ওড়িশা অন্ধ্র উপকূলে আছড়ে পড়ার পূর্বাভাস থাকলেও প্রবল ঝড় বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত হতে পারে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলা। আগামী শনি ও রবিবার সমুদ্রপাড়ে বইবে ঝড়, হবে ভারি বৃষ্টি।

**শুক্রবার:** এসএসসির গ্রুপ ডি নিয়োগে আগেই জারি হয়েছে বেতন



বন্ধের নির্দেশ। যা এখন হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চের বিচারাধীন। এবার গ্রুপ সি নিয়োগেও অনিয়মের অভিযোগে ৩৫০ জনের বেতন বন্ধ রাখার নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট। ফের এদের নথি খতিয়ে দেখতে হবে এসএসসিকে।

সবজান্তা খবরওয়ালা

# দারিদ্র রেখাই কি সীমান্ত হবে উত্তর–পশ্চিমে?

**ওঁকার মিত্র :** দক্ষিণাঞ্চলের একমাত্র দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা বাদ দিয়ে যত উত্তরে যাওয়া যাবে ততই দেখা মিলবে দরিদ্র বাংলাকে। এমনই ছবি উঠে এসেছে নীতি আয়োগের মাপকাঠিতে। অপুষ্টি, শিশু-কিশোর মৃত্যু, মাতৃত্বকালীন পরিষেবা, শিক্ষা, স্কুলছুট, জ্বালানি ব্যবহার, পানীয় জল পরিষেবা, গৃহ, বিদ্যুৎ, ব্যাঙ্ক বা ডাকঘরে অ্যাকাউন্ট থাকা ও অস্থাবর সম্পত্তির বিচারে দেশের নীতি আয়োগ যে বহুমাত্রিক দারিদ্র সূচক তৈরি করেছে তাতে পশ্চিমবঙ্গের স্থান দ্বাদশ। এ রাজ্যের ২১.৪ শতাংশ মানুষকে দরিদ্র বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। সূচক বলছে এখনও এ রাজ্যের ৬১ শতাংশ মানুষ রান্নার জন্য কাঠ ও কয়লা ব্যবহার করে। এখনও ৪৭ শতাংশ পরিবারের পাকা বাড়ি নেই, ৩২ শতাংশ পরিবারের নিজস্ব শৌচাগার নেই। আর এই রাজ্যের পুরুলিয়া, উত্তর দিনাজপুর, মালদহ, দক্ষিণ ২৪ পরগনা ও বীরভূমে দরিদ্র মানুষের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। বড়লোকের বাস কলকাতা, উত্তর ২৪ পরগনা ও নদিয়ায়। অন্যান্যরা মাঝামাঝি।

২০১১ সালে এ রাজ্যে সরকার বদলের পর দেখা গিয়েছে প্রকল্পের ঘনঘটা। সমাজের সর্বস্তরে প্রকল্পের সুফল পৌঁছে দিতে নাকী সরকার বদ্ধপরিকর। এমনকি বাড়ির আটপৌরে মহিলাদের হাতেও অর্থ পৌঁছে দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন ওঠে পরিষেবা নিয়ে দুয়ারে উপস্থিত সরকারের আমলে এমন বৈষম্য কেন? তবে কি রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকা উন্নয়ন বা ১০০ শতাংশ কাজ করে ফেলার দর্প চূর্ণ হয়ে গেল নীতি আয়োগের সমীক্ষায়? দক্ষিণ থেকে যত রাজ্যের উত্তরে এগোনো যাবে ততই বড় হয়ে উঠছে এই প্রশ্ন চিহ্নগুলি।

এরপর পাঁচের পাতায়

# বিস্ফোরণে তপ্ত বাংলা

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** গত ১ ডিসেম্বর দক্ষিণ শহরতলির নোদাখালি থানা এলাকার নস্করপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত সোনাড়িয়ার মোড়ের কাছে মোহনপুর গ্রামে সকাল ৮–১৫ মিনিট নাগাদ একটি বাড়িতে প্রবল বিস্ফোরণ ঘটে। পরপর তিনটি বিকট শব্দে কেঁপে ওঠে এলাকা। তারপরই লক্ষ্য করা যায় দোতলা বাড়িটি দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে ওঠে। ছাদে বাজি তৈরি হচ্ছিল। বাড়ির মালিক অসীম মণ্ডল বিস্ফোরণের আগুনে ঝলসে মারা যান। তার কর্মচারী অতিথি হালদারের ছিন্ন ভিন্ন দেহ প্রায় দুশো মিটার দূরে ছিটকে পড়ে। অসীম মণ্ডলের মামীমা কাকলী মিস্ত্রির দেহ টুকরো টুকরো হয়ে যায়। ছাদের একটা অংশ ভেঙে পড়ে। প্রায় দু কিলোমিটার জায়গা জুড়ে বিভিন্ন বাড়িতে ফাটল দেখা যায়। সূত্রের খবর নস্করপুর অঞ্চলের মোহনপুর–আর্যপাড়া এলাকায় বিভিন্ন বাড়িতে বেআইনিভাবে দীর্ঘদিন ধরেই বাজি তৈরি হয়। এর আগেও এখানে বিভিন্ন দুর্ঘটনায় অনেক প্রাণহানি হয়েছে। এলাকায় গিয়ে চোখে পড়ে বিশাল পুলিশ বাহিনী ও র‍্যাফ বাড়িটাকে ঘিরে রেখেছে। এলাকার মানুষদের অভিযোগ স্থানীয় কিছু শাসক দলের নেতার মদতে এই বেআইনি বাজি তৈরি হয়। অবিলম্বে এখানে বাজি তৈরির ব্যবসা বন্ধ করতে হবে। আর্য পাড়া গ্রামের বাসিন্দা অমিত মণ্ডল জানান, আর্যপাড়ায় ঘরে ঘরে বেআইনি বাজিও বিস্ফোরক মজুত আছে। যে কোনো সময় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। যখনই কোনো দুর্ঘটনা ঘটে তখন হইচই হয়, তার পরই সব ধামা চাপা পড়ে যায়। বুধবার রাতে পুলিশ একাধিক জায়গায় হানা দিয়ে প্রচুর বেআইনি বাজি উদ্ধার করে ডিসপোজাল করে দেয়।

এরপর পাঁচের পাতায়

# পুর নির্বাচনে স্বার্থসিদ্ধিই মুখ্য, পরিষেবা তুচ্ছ

**বরুণ মণ্ডল:** পুর এলাকার নির্বাচিত প্রতিনিধিদের পুরপ্রতিনিধি বা কাউন্সিলর বলে। ১৯৯৪ সালে প্রণীত পশ্চিমবঙ্গ পুর নির্বাচন (সংশোধন) আইন অনুসারে পুরপ্রতিনিধি পদে নির্বাচিত হতে গেলে কোনও ব্যক্তিকে সংশ্লিষ্ট পুর এলাকার ভোটদাতা হতে হবে এবং ২১ বছর বয়স হতে হবে। কিন্তু ওই পশ্চিমবঙ্গ পুর নির্বাচন (সংশোধন) আইনের কোথাও প্রার্থীকে সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের বা সংশ্লিষ্ট বরো'র স্থায়ী বাসিন্দা হতে হবে, ওই আইনে একথা কোথাও লেখা না থাকার সুযোগ নিয়ে এ রাজ্যের প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলগুলি নিজ স্বার্থসিদ্ধিলাভে নির্দিষ্ট ওয়ার্ডের বাসিন্দাকে পুর নির্বাচনে প্রার্থী না করে ঠাকুরপুকুর এলাকার বাসিন্দাকে বড়িশা এলাকার , পর্ণশ্রী এলাকার স্থায়ী বাসিন্দাকে বীরেন রায় রোড (পশ্চিম) বকুলতলা এলাকার প্রার্থী করে দিলেন। অথচ দেখা গেলো নির্দিষ্ট ওই প্রার্থী নির্দিষ্ট ওই ওয়ার্ডের স্থায়ী বাসিন্দা না হওয়ায় ওই ওয়ার্ডের সুনির্দিষ্ট কী কী নিকাশি সমস্যা আছে? সড়কের–আলোর–পানীয় জলের কী সমস্যা আছে?

এরপর পাঁচের পাতায়

## গণতন্ত্রের আস্ফালন

**নিজস্ব প্রতিনিধি:** গণতন্ত্রের প্রহসনে জেরবার হয়ে উঠেছে আপামর রাজ্যবাসী। পুর ভোটের তারিখ নির্ধারণ হওয়ার পর থেকেই এই প্রহসন দাঁত মুখ খিঁচিয়ে ভয় দেখাচ্ছে আপামর পশ্চিমবঙ্গবাসীকে। রাজনৈতিক দলগুলি গণতন্ত্র নিয়ে চেঁচামেচি করতে থাকলেও তারা যে কোনও মতেই এই গণতন্ত্রকে সম্মান করে না তা বারবার প্রমাণ করে দিচ্ছে তাদের কাজকর্মের মাধ্যমে। নির্বাচন কমিশন থেকে বারবার কোভিড বিধি মেনে নির্বাচন করবার সাহায্য চাইলেও কর্ণপাত করেনা রাজনৈতিক দলগুলি। বিভিন্ন অতি উৎসাহী রাজনৈতিক কর্মীরা রাজনৈতিক নেতাদের কোন কথাই শোনে না। এতে রাজনৈতিক নেতাদের ঘাড়ে সব দায় বর্তায় বলে দাবি করছেন বিশেষজ্ঞরা।

এরপর পাঁচের পাতায়

# বন্ধ স্বপ্নের মা ক্যান্টিন

**উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়নগর :** মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের গরিব মানুষদের জন্য তৈরি স্বপ্নের প্রকল্পের মধ্যে অন্যতম একটি প্রকল্প হলো মা ক্যান্টিন। বেশ কয়েকমাস আগে ঘটা করে রাজ্যের সব পুরসভা এলাকায় চালু করা হয়েছিল এই প্রকল্পটি। করোনা পরিস্থিতিতে ভোট প্রক্রিয়া বন্ধ থাকায় রাজ্যের মেয়াদ শেষ হওয়া পুরসভাগুলোতে প্রশাসক নিয়োগ করে রাজ্যে পুর ও নগরোন্নয়ন দপ্তর। সেই মতো রাজ্যের জাতীয় কংগ্রেস পরিচালিত একমাত্র পুরসভা ১৫০ বছরের প্রাচীন জয়নগর মজিলপুর পুরসভাতেও প্রশাসক করা হয় তৎকালীন পুর–চেয়ারম্যান জাতীয় কংগ্রেসের সুজিত সরখেলকে। গত ২০২১ সালের ১৭ আগস্ট থেকে সুজিত সরখেলকে সরিয়ে তৃণমূলের সুকুমার হালদারকে পুর–প্রশাসক নিয়োগ করা হয়। আর ওই দিন থেকে এই পুরসভায় আনুষ্ঠানিক ভাবে গরিবদের জন্য মা ক্যান্টিন চালু হয়। মাত্র ৫ টাকার বিনিময়ে দুপুরের খাবার হিসাবে ডিম ভাতের ব্যবস্থা চালু করা হয়। প্রথম দিকে এই ক্যান্টিন চালু থাকলেও গত পুজোর আগে থেকে এই মা ক্যান্টিনটি বন্ধ করে দেওয়া হয়। একটি নোটিশের মাধ্যমে পুরসভার পক্ষ থেকে জানানো হয় কালীপুজোর পর থেকে আবার এই ক্যান্টিন টি চালু হবে। কিন্তু এখনো পর্যন্ত সেই মা ক্যান্টিন চালু না হওয়ায় সমস্যায় পড়েছেন এলাকার গরিব মানুষজন।। এলাকার কয়েকজন ভ্যান চালক বলেন,এটি চালু হওয়ায় আমাদের খুব ভালো হয়েছিল।

এরপর পাঁচের পাতায়

# বাংলায় আবার দুর্যোগের আশঙ্কা

**কুনাল মালিক :** বাংলা কিছুতেই স্বস্তি পাচ্ছে না। বছর শেষের শীতের শুরুতে আবারও দুর্যোগের আশঙ্কা। থাইল্যান্ড থেকে আন্দামান সাগর হয়ে দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গোপসাগরে জন্ম নিয়েছে গভীর নিম্নচাপ। যা শুক্রবারে আরও গভীর হয়ে ঘূর্ণিঝড় রূপান্তরিত হবে। ঘূর্ণিঝড়ের নাম 'জাওয়াদ'। নামটি দিয়েছে সৌদি আরব। পূর্বাঞ্চলীয় আবহাওয়া দফতরের অধিকর্তা সঞ্জীব বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন শনিবার সকাল থেকে দক্ষিণবঙ্গের উপকূলবর্তী দক্ষিণ ও উত্তর ২৪ পরগনা, দুই মেদিনীপুর, হাওড়া, হুগলি সহ কলকাতায় জাওয়াদ ঘূর্ণিঝড়ের ফলে বৃষ্টি শুরু হবে। রবিবার বৃষ্টি বাড়ার আশঙ্কা। রবিবার নাগাদ ঘূর্ণিঝড়টি অন্ধ্র–ওড়িশার উপকূলের কাছে ল্যান্ড ফল করতে পারে। আবহবিদরা আশঙ্কা করছেন যদি ঘূর্ণিঝড়ের অভিমুখ পূর্ব দিকে টার্ন নেয় তাহলে বাংলায় দুর্যোগ বাড়তে পারে। বইতে পারে ৮০ কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়া সঙ্গে বৃষ্টি। দক্ষিণ বঙ্গের সমস্ত জেলাতেই বৃষ্টির পূর্বভাষ দিয়েছে আবহাওয়া দফতর। দিল্লিতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী জাওয়াদ 'ঘূর্ণিঝড়' নিয়ে বিশেষ বৈঠক করেছেন। মুম্বাই থেকে ফিরে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জীও নবান্নে জরুরী বৈঠক করেছেন। উপকূলবর্তী জেলার জেলাশাসকদের সতর্ক করা হয়েছে। প্রতিটি জেলায় এনডিআরএফ মোতায়েন করা হয়েছে। সমুদ্রে মাছ ধরতে নিষেধ করা হয়েছে। বিভিন্ন এলাকায় মাইকিং হচ্ছে। কৃষি দফতর থেকে কিছু নির্দেশিকা দেওয়া হয়েছে, শনিবারের মধ্যেই ধান কাটতে বলা হয়েছে। আলু ও তৈলবীজ রোপণের ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা জারী করা হয়েছে।

এরপর পাঁচের পাতায়

# মাঠ বাঁচাতে পথসভা

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** জীবন গড়ে তোলবার জন্য প্রথম প্রয়োজন শিক্ষা তারপর খেলার মাঠ। এই খেলার মাঠকে আসুরিক শক্তি ক্রমশ এগিয়ে আসছে গ্রাস করবার জন্য। বেহালার বড়িশা আসর বিদ্যাপীঠের মাঠ চোখে পড়েছে কিছু অসাধু ব্যক্তির। তাই নানা ছলে বলে কৌশলে মাঠ হাতানোর পরিকল্পনা করছে তারা। এলাকার কিছু সামাজিক মানুষের নিরলস প্রচেষ্টায় বিদ্যালয়টি স্থাপন করা হয়। এখন বিদ্যালয়ের তিনটি শাখা নিজস্ব বাড়ি নিয়ে অবস্থিত। তিনটি বিদ্যালয়েরই একটি খেলার মাঠ। যেখানে প্রাণভরে নিশ্বাস নিতে পারে ছাত্রছাত্রীরা, খেলতে পারে মুক্ত মনে। 'মাঠ বাঁচাও' কমিটি তাদের নিজেদের প্রচেষ্টায় মাঠটিকে বাঁচানোর জন্য রাস্তায় নেমেছে। ৩ ডিসেম্বর ২০২১ তারা এক পথসভার আয়োজন করে এবং সেখান থেকে এলাকার আরও মানুষকে পাশে থাকবার জন্য আহ্বান জানান। কমিটির এক সদস্য বলেন কয়েক বছর আগে এমন চেষ্টা করেছিল কিন্তু সেই সময় পুর প্রতিনিধি তথা মেয়র শোভন চট্টোপাধ্যায়ের হস্তক্ষেপে তেমন কিছু করতে পারেনি অসাধু ব্যক্তিরা। এরপর রাজনৈতিক অনেক ডামাডোলের সাক্ষী হয়েছে রাজ্যবাসী। এখন আবার তাই অসাধু লোকেরা মাঠের দিকে হাত বাড়িয়েছে। তিনি বলেন, আমরা তাই রাস্তাতে নেমে পড়েছি মাঠ

# নেতাজী ও বঙ্গবন্ধুর চেতনা যাত্রা

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** অখণ্ড ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের মহানায়ক নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আদর্শের চর্চায় এই অঞ্চলের সর্বাঙ্গীন মুক্তি রচিত হবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন বাংলাদেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান।

বৃহস্পতিবার দুপুরে নেতাজী–বঙ্গবন্ধু জনচেতনা যাত্রা'র উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে দেওয়া বক্তব্যে এসব কথা বলেন তিনি। মন্ত্রী বলেন, দেশের স্বাধীনতার জন্য নেতাজী ও বঙ্গবন্ধুর সংগ্রামের পথ অভিন্ন। বঙ্গবন্ধু নেতাজীর দ্বারা প্রবলভাবে অনুপ্রাণিত ছিলেন, যা তাঁর বিভিন্ন লেখাতে আমরা দেখতে পাচ্ছি।' স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আরও বলেন, বঙ্গবন্ধুর আদর্শকে ধারণ করে তাঁর অনুসৃত পথে সমৃদ্ধ ও প্রগতির বাংলাদেশ বিনির্মাণে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা যে অব্যাহত প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন; সেখানেও নেতাজীর আদর্শ আমাদের পাথেয়। বিশেষ করে, নেতাজীর অসাম্প্রদায়িক সমাজ প্রতিষ্ঠার আদর্শ সমকালেও আমাদের নিরন্তর পথ দেখিয়ে চলেছে। তিনি সকল ধর্ম-বর্ণের মানুষদের নিয়ে আজাদ হিন্দ ফৌজের যে ভারত অভিযান পরিচালিত করেছিলেন তা সকল যুগের এক বিরল দৃষ্টান্ত। 'নেতাজী–বঙ্গবন্ধু জনচেতনা যাত্রা বাস্তবায়ন কমিটি, বাংলাদেশ আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন আয়োজক কমিটির আহ্বায়ক অধ্যাপক ডা. উত্তম কুমার বড়ুয়া। নেতাজী–বঙ্গবন্ধু জনচেতনা যাত্রা বাস্তবায়ন কমিটি, বাংলাদেশের সদস্য সচিব ও ভারত সরকারের নেতাজীর ১২৫ জন্মবর্ষ উদযাপনে হাই লেভেল কমিটির সদস্য আশরাফুল ইসলামের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্য দেন–গাজীপুর–৩ আসনের সংসদ সদস্য ইকবাল হোসেন সবুজ, চ্যানেল আই এর পরিচালক এবং প্রকৃতি ও জীবন ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান মুকিত মজুমদার, সম্প্রীতি বাংলাদেশের সদস্য সচিব অধ্যাপক ডা. মামুন আল মাহতাব স্বপ্নীল, গণমাধ্যম ব্যক্তিত্ব রাশেক রহমান। আয়োজনে ভার্চুয়াল মাধ্যমে যুক্ত হয়ে বাংলাদেশে নেতাজী চর্চার ভূয়শী প্রশংসা করেন ভারতের দিল্লি এবং কলকাতার নেতাজী গবেষক ও অনুরাগীরা। কলকাতা থেকে যুক্ত হন নেতাজী বিশেষজ্ঞ ড. জয়ন্ত চৌধুরী, বোধিস্বত্ত্ব তরফদার, প্রিয়ম গুহ, মৃন্ময় ব্যানার্জী, দিল্লি থেকে শুভম শর্মাসহ অন্যরা। অনুষ্ঠানের সুরের ধারার শিল্পীদের জাগরণী সঙ্গীতে শুরু হওয়া অনুষ্ঠানের সংস্কৃতিক পর্বে সঙ্গীত পরিবেশন করেন বিশিষ্ট সঙ্গীত শিল্পী রেজওয়ানা চৌধুরী বন্যা।

এরপর পাঁচের পাতায়

# গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের জন্যই কী বন্ধ বনগাঁ পুর নির্বাচন

**কল্যাণ রায়চৌধুরী :** করোনা মহামারির কারণে রাজ্যে ২০২০ সালের পুরসভা নির্বাচনকে স্থগিত রাখা হয়। কাজ চালানো হয়ে থাকে পুরপ্রধানের পরিবর্তে প্রশাসক বসিয়ে। উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার ২৭টি পুরসভাও এই একই নিয়মের অন্তর্ভুক্ত। প্রাথমিক পর্যায়ে প্রায় বছর খানেক উত্তর চব্বিশ পরগণার সবকটি পুরসভাতে পুরপ্রধানদেরকেই পুর প্রশাসনের দায়িত্বে রাখা হয়। এরপর বিগত প্রায় মাস দুয়েক হল অধিকাংশ পুরসভাতেই পুরপ্রশাসকের দায়িত্বে থাকা পুরপ্রধানদের সরিয়ে শাসক দল অন্য বা নুতন কোনও মুখকে প্রশাসকের দায়িত্ব ভার অর্পণ করে। এরকমই একটি পুরসভা হল উত্তর চব্বিশ পরগনার বনগাঁ পুরসভা। মেয়াদ ফুরিয়ে যাবার পরে বিগত টার্মের পুরপ্রধান শংকর আঢ্যকে পুরপ্রশাসকের দায়িত্বভার অর্পণ করা হয়েছিল। কিন্তু প্রায় মাস দুয়েক আগে তাকে সরিয়ে বনগাঁর অন্য এক পরিচিত মুখ তথা তৃণমূলের অন্যতম ডাকসাইটে নেতৃত্ব গোপাল শেঠকে পুর প্রশাসনের দায়িত্বভার অর্পণ করে শাসক দল। স্থানীয় তৃণমূলের অন্দরের গুঞ্জন আগামী পুর নির্বাচনে গোপালবাবুকেই পুরপ্রধানের মুখ হিসেবে তুলে আনতে চাইছে শাসকদল। দলীয় সূত্রে খবর আসন্ন পুর নির্বাচনে অনেক পুরনো মুখ বাদ পড়বে। বিশেষ করে যাদের নামে বিভিন্ন দুর্নীতি, তোলাবাজি, দাদাগিরি–সহ দলীয় ভাবমূর্তি নষ্টের মতো অভিযোগ রয়েছে। তাদের পরিবর্তে সামনে আনা হবে এক ঝাঁক নতুন মুখকে।

এরপর পাঁচের পাতায়

# ওমিক্রন আতঙ্কে ফের চাপে অর্থবাজার

**পার্থসারথি গুহ**

করোনা আবহে খাদের ধারে পৌঁছে গিয়েছিল ভারতের শেয়ার বাজার। সেই জায়গা থেকে সাড়ে ১৮ হাজারের কাছে উত্তরণ নিঃসন্দেহে নিফটি সূচকের জন্য খুব ভাল খবর। তবে ইতিবাচকতার আনন্দে উৎসাহিত হয়ে আতিশয্য ভাসতে না করছেন শেয়ার বিশেষজ্ঞরা। তাঁদের সাফ কথা, করোনা পরবর্তী বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে ভারতের শেয়ার বাজারও ঘুরে দাঁড়াবার চেষ্টা চালাচ্ছে। তার মানে এই নয়, এখনই বিশাল কিছু ভেবে নিতে হবে। এবং তার বশীভূত হয়ে লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে কেনা শুরু করতে হবে। তারসঙ্গে সম্প্রতি যোগ করতে হবে কোভিডের নয়া রূপ ওমিক্রন আতঙ্কের কথাও।

সপ্তাহের শুরুটা সম্পূর্ণ অন্য কথা বলছিল। বড় গ্যাপ আপ নিফটিকে ১৭,৩০০ পার করে দিয়েছিল। কিন্তু, সপ্তাহ গড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে বিদেশের বাজার থেকে আসা ক্রমাগত খারাপ খবর টেনে নামাল ভারতীয় অর্থবাজারকে। সকালের গ্যাপ আপ যেখানে প্রায় ১৫০ পয়েন্ট বাড়িয়ে ছিল, সেখানে দিনের শেষে সেই উত্থান থেকে ২৫০ পয়েন্ট নিচে এল নিফটি। আগের দিনের ক্লোজিং থেকে নিফটি নিচে এল ১৩০ পয়েন্ট মতো। সেনসেক্সও পড়ল খানিকটা। ফলে এই উথাল-পাতালের মাঝে পড়ে ফের নড়ে গেল লগ্নিকারীদের আত্মবিশ্বাস।

যা চিন্তায় রাখবে আগামী কিছুদিনের জন্য তো বটেই। শেয়ার বিশেষজ্ঞরা যে হিসেবটা কষছেন সেই অনুযায়ী ১৬,১০০-১৭,৭০০ হল আপাতভাবে নিফটির গতিপথ। এই ১৬০০ পয়েন্টের খেলাটাই চলছে এখন। এর মধ্যে নিফটি ১৭,৪০০ থেকে ১৭,৬০০ র মধ্যে ভালো একটা সাপোর্ট খুঁজে নিতে পারে বলে বিশেষজ্ঞদের অনুমান। এই জায়গাটা ভেঙে গেলেই মুশকিল।এমন ঠোক্কর খেয়ে খানিকটা হলেও মুড অফ লগ্নিকারীদের। এই জায়গা থেকে নিজেদের মতো করে ডিম্যাট সাজিয়ে নিতে হবে। গুছিয়ে নিতে হবে অপরিহার্য সব শেয়ার।

আগামী সপ্তাহগুলিতে শেয়ার বাজার কেমন থাকবে তা দেখার সঙ্গে সঙ্গে ব্যাটে বল ঠিকমতো হবে কিনা সেটাও দেখে নিতে হবে। এখানে ব্যাটে বল হওয়া বলতে বোঝাচ্ছে লগ্নিকারী যে শেয়ার কিনছেন তা ধরার সময়টা ঠিকঠাক হওয়া। এই মুহূর্তে বাজার একটা খারাপ সময়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে বলে অনেকে হয়তো ভাবছেন সব শেয়ারের হালই এখানে ডুবন্ত জাহাজের মতো হয়ে গিয়েছে। এই ভাবনা কিন্তু সব অর্থে সঠিক নয়। কারণ, পাতির জমানাতেও বেশ কিছু শেয়ারের দামে চাঞ্চল্য লক্ষ্য করা যাচ্ছে। আসলে খারাপ বাজারের মধ্যেও তাদের সময়টা ভালো কাটছে। হয়তো বাজারে তাদের এমন কিছু ইতিবাচক খবর আছে তা ওইসব শেয়ারকে নিচে আসতে দিচ্ছে না।

কারণ, বাজার এমন নয় যে টানা বেড়ে যাবে আর আপনার আমার হাতের শেয়ার চূড়ান্ত উচ্চতায় পৌঁছে যাবে। বরং প্রতিটি ধাপের সঙ্গে মানানসই ভাবে অগ্রসর হয়ে বাজার বাড়বে। একই সঙ্গে শেয়ারের দামেও বৃদ্ধি আসবে। ফলে যদি ট্রেডিং মানসিকতা বা ভালো লাভের তিতিক্ষা থাকে তবে কিছু নিয়মকানুন মেনে চললে ফল আসতে বাধ্য। এর মধ্যে প্রথমত শেয়ার বাছাইয়ের ক্ষেত্রে সব সময় বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ অনুযায়ী ভালো জিনিসে লগ্নি করতে হবে। অনেক সময় ভালো বাজারের সুযোগে অনেক অনামী শেয়ারও বেড়ে যায়। তা বলে সে সব প্রলোভনে পা দিয়ে নিজের ক্ষতি বাড়ানো একেবারে উচিত নয়। সংযম বজায় রেখে সুনির্দিষ্ট ভালো কোম্পানির শেয়ার 'সিপ' সিস্টেমে খরিদ করতে হবে। ধরুন কোনও মাসের মাঝামাঝি সময়ে অন্ততপক্ষে ২০০০ টাকার (আপনার সাধ্য অনুযায়ী সিপ করবেন) বিনিময়ে ভালো শেয়ার কিনুন। তা জারি রাখুন পরের মাসগুলিতেও। এভাবে কমপক্ষে চার থেকে পাঁচ বছর যদি এই পদ্ধতি চালিয়ে যাওয়া যায় তবে দেখা যায় অনেক কম পয়সায় ভালো শেয়ার আপনার ঝুলিতে বা ডিপিতে অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। এভাবে লগ্নি চালিয়ে গেলে তবেই সম্পদশালী বা পুঁজির বৃদ্ধি সম্ভবপর হবে। এখানে সাবধানবাণী হিসাবে একটা জিনিস অতি অবশ্যই মাথায় রাখতে হবে। তা হল, কোনও ভাবেই ফাটকা বা মোমেন্টামের পেছনে দৌড়ানো চলবে না।

# সাপ্তাহিক রাশিফল

**নমিতা জ্যোতিঃশাস্ত্রী**

**৪ ডিসেম্বর – ১০ নভেম্বর, ২০২১**

**মেষ :** ভাগ্যের উন্নতির ক্ষেত্রে সময়টি শুভ। আর্থিক বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে। শিক্ষায় আশানুরূপ ফল লাভ করবেন। সন্তান-সন্ততি বিষয়ে শুভ ফলের যোগ রয়েছে। নতুন কর্মলাভের যোগ লক্ষিত হয়।

**বৃষ :** বর্তমান সময়টিতে আপনি বন্ধুদের দ্বারা যথেষ্ট উপকৃত হবেন। দায়িত্বমূলক কাজে সাফল্য। ভ্রমণ যোগ ও আধ্যাত্মিক উন্নতির যোগ রয়েছে। শিক্ষায় মনের মত ফল পাবেন না। মানসিক অশান্তি যোগ রয়েছে। আর্থিক বিষয়ে কিঞ্চিৎ বাধার সৃষ্টি হবে।

**মিথুন :** ব্যবসা-বাণিজ্যে উন্নতির যোগ রয়েছে, নতুন নতুন কাজের যোগাযোগ আসবে। বন্ধু বান্ধব থেকে সাবধান থাকবেন। লেখাপড়ায় ফল ভাল পাবেন। সপ্তাহের মাঝামাঝি সময় থেকে স্নেহ-প্রীতির যোগলক্ষিত হয়।

**কর্কট :** নিজের চেষ্টায় আর্থিক উন্নতির যোগ রয়েছে। কর্মক্ষেত্রে শুভ ফল লাভের যোগ রয়েছে। লেখাপড়ায় সাফল্য ও অগ্রগতির যোগ রয়েছে। উপযাচক হয়ে কারও দায়িত্ব নিতে যাবেন না। ব্যবসা-বাণিজ্যে সফলতার যোগ রয়েছে।

**সিংহ :** শরীর নিয়ে বিব্রত বোধ করবেন। মনের সুন্দর চিন্তাধারাগুলি বাস্তবে পরিণত করতে সমর্থ হবেন। মায়ের স্বাস্থ্যহানির যোগ রয়েছে। লেখাপড়ায় ফল ভালই হবে। দৈব-দুর্ঘটনার যোগ রয়েছে। সাবধানে চলাফেরা করা দরকার।

**কন্যা :** মনের দোদুল্যমান অবস্থার জন্য সাফল্যের পথে অন্তরায় সৃষ্টি করবে। আর্থিক বিষয়ে শুভ ফলের যোগ রয়েছে। লেখাপড়ায় ভাল ফল পাবেন। সন্তান সন্ততি বিষয়ে শুভফল লাভের যোগ রয়েছে। পতি পত্নীর মধ্যে মতবিরোধ ঘটবে।

**তুলা :** কর্মক্ষেত্রে সুনাম যশ বৃদ্ধি পাবে। মানসিক চঞ্চলতার জন্য শিক্ষায় মনের মত ফল পাবেন না। আর্থিক উন্নতির যোগ রয়েছে। পাকাশয়ের পীড়ায় কষ্ট পাবেন। আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গে মতবিরোধ দেখা দেবে। ভ্রমণযোগ রয়েছে। সাবধানে চলবেন।

**বৃশ্চিক :** ব্যবসা-বাণিজ্যে শুভফল পাবেন। গৃহ-ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে। পিতার পক্ষে সময়টি শুভফলদায়ক। দায়িত্বমূলক কাজগুলি সাফল্যের যোগ রয়েছে। লেখাপড়ায় বাধার মাধ্যমে অগ্রসর হতে হবে। আর্থিক বিষয়ে শুভ হবে।

**ধনু :** শরীর স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তিত থাকবেন। আর্থিক বিষয়ে বাধার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হতে হবে। গৃহ-ভূমি সম্পর্কে ভালফল পাবেন না। ব্যবসা-বাণিজ্যে শুভফলের যোগ রয়েছে। গোপন শত্রুতার দ্বারা ক্ষতি। বন্ধুদের এড়িয়ে চলার চেষ্টা করুন।

**মকর :** সপ্তাহের মাঝামাঝি সময় থেকে ব্যবসায় উন্নতির যোগ লক্ষিত হয়। শিক্ষায় সাফল্যের যোগ রয়েছে। সন্তান-সন্ততি বিষয়ে শুভ ফল পাবেন। অন্যের দায়িত্ব উপযাচক হয়ে নিতে যাবেন না। ভাই বোনেরা আপনার সঙ্গে শত্রুতা করার চেষ্টা করবে।

**কুম্ভ :** নিজের চেষ্টায় শিক্ষায় উন্নতি লাভ করতে সমর্থ হবেন। ব্যবসা-বাণিজ্যে পূর্বের তুলনায় ফল ভাল হবে। কথা ও কাজে সামঞ্জস্য বজায় রেখে চলা দরকার। কর্মক্ষেত্রে গোলযোগপূর্ণ পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে, ভ্রমণে বাধা। কারোর দ্বারা প্রভাবিত হবেন না।

**মীন :** খাওয়া-দাওয়া খুব সতর্কে করতে হবে। লেখাপড়ায় ভাল ফল পাবেন, বাধা-বিঘ্নের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হতে হবে। বেকারত্বের অবসান হবে, নূতন নূতন কাজের যোগাযোগ আসবে। ক্রোধকে সংযম করার চেষ্টা করুন। বাতের আধিক্য।

# সচেতন করতে রাস্তায় পুলিশ প্রশাসন

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** হেলমেট হীন,কানে মোবাইল গুঁজে অসতর্ক ভাবে বেপরোয়া যান চলাচলের জন্য একাধিক পথ দুর্ঘটনা, একাধিক মৃত্যুর ঘটনা ঘটে চলেছে। যা কোনও প্রাকৃতিক দুর্যোগকে ও হার মানিয়ে দেবে। কে শোনে কার কথা! উন্মাদ,মদ্যপ অবস্থায়,হেলমেট হীন ভাবে বাইক,গাড়ি চালিয়ে যেন অভ্যস্ত।

সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফ নামক যতই সতর্কবানী কিংবা প্রচার হোক না কেন কোনও কথা কিংবা নিয়ম কানুন তোয়াক্কা না করেই অনেকেই আজ খুবই অল্প বয়সে পরিবারের সকলকে ছেড়ে কেউ শ্মশানে আবার কেউ বা আবার কবরে স্থান দখল করে স্মৃতি হয়ে গিয়েছে নিঃশব্দে।

হয়তো হেলমেট পরে স্বাভাবিক গতিতেই গাড়িটি চালালে সেদিনই দুর্ঘটনার কবলে পড়তে হতো না অনাথ,অমূল্য,অমরদের কে। সে বিষয়ে দুর্ঘটনা এড়িয়ে হেলমেট পরে গাড়ি চালানোর আবেদন নিয়ে ক্যানিং মহকুমা পুলিশ প্রশাসন এবং ক্যানিং ট্রাফিক পুলিশের উদ্যোগে ক্যানিং বাসস্ট্যান্ডে শুক্রবার এক পদযাত্রার মাধ্যমে জনসাধারণকে মুখ্যমন্ত্রীর সাধের সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফ কর্মসূচির বিষয়ে সচেতনতা করা হয় বিশেষ অনুষ্ঠানের মধ্যদিয়ে।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ক্যানিং পশ্চিমের বিধায়ক পরেশরাম দাস, ক্যানিং মহকুমা শাসক আজহার জিয়া,ক্যানিং ১ বিডিও শুভঙ্কর দাস, ডিএসপি ট্রাফিক সৌম্যশান্ত পাহাড়ি,ক্যানিং মহকুমা পুলিশ আধিকারিক গোবিন্দ শিকদার,ক্যানিং থানার আইসি আতিবুর রহমান,ক্যানিং ট্রাফিক ওসি দেবপ্রসাদ সরদার,ক্যানিং মহকুমা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিক আইনুল হক সহ অন্যান্যরা।

এত কিছুর পরও কিন্তু বিধি বাম, ট্রাফিক নিয়ম কে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে বাইকের সামনে পুলিশ, প্রেস,অ্যাডভোকেট,এক্সআর্মি,ডাক্তার ,এমারজেন্সী,অন্য কোনও স্টিকার লিখে দিব্যি হেলমেটহীন,সিট বেল্টহীন গাড়ি চালকের সংখ্যা বেড়েই চলেছে দিনের পর দিন। এছাড়াও রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর সেফ ড্রাইভ, সেভ লাইফ বানচাল করতে

কিছু রাজনৈতিক দলের নেতাদের জুড়ি মেলা ভার। বিশেষ করে ইদানিং বেশ কিছু রাজনৈতিক নেতা নেত্রী একটি বাইকে দুজন কিংবা তিনজন করে হেলমেট হীনভাবে দাপটের সাথে মিটিং মিছিল কিংবা এলাকায় যাতায়াত করে থাকেন। নিয়ম ভেঙে গাড়ি চালানোর জন্য যদিও বা ট্রাফিক পুলিশ ধরেন তাঁকে নেতা নেত্রীরা ধমক দিয়ে ভাইয়ের বাইক ছেড়ে দিতে নির্দেশ দেন। এই ক্ষেত্রে পুলিশ যদি সঠিক নিয়ম মেনে গাড়ি না ছাড়েন তাহলে আবার উর্দ্ধতন পুলিশ অফিসার নেতাদের কথায় গাড়ি ছেড়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। তাছাড়াও যাঁরা রাস্তার উপর রোদ ঝড় জল উপেক্ষা করে ট্রাফিক সামলান সেই সমস্ত ট্রাফিক পুলিশ কর্মীরা নেতাদের কথা না শোনায় যাতে শাস্তি হয় সে বিষয়ে তোড়জোড় শুরু করেন উর্দ্ধতন অফিসাররা। এছাড়াও অনেক সময় পকেট ভারী করার জন্য ১০০/২০০ টাকা নিয়ে নিয়ম বহিঃভূত গাড়ি কিংবা চালককে ছেড়ে দেওয়া হয়। সেদিকে গুরুত্ব দিয়ে যদি বিবেচনা করা যায় তাহলে সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফ কর্মসূচির প্রভাব বা বিস্তার লাভের পাশাপাশি সমাজে আখেরে লাভ হতে বাধ্য এমনটাই মত বিশিষ্টজনেদের।

উল্লেখ্য কোনও কিছু না দেখেই যদি সাধারণ ভাবে একটু নিয়ম মেনে সতর্ক হলেই তবেই কমবে এমন দুর্ঘটনা। এছাড়া বিশেষ করে ট্রাফিক পুলিশ যদি একটু সতর্ক ভাবে পুলিশ,প্রেস,অ্যাডভোকেট,এক্স আর্মি,এমারজেন্সী,অন ডিউটি স্টিকার সাঁটানো গাড়ি গুলি সঠিক ভাবে কাগজ, ড্রাইভিং লাইসেন্স,চালকের পরিচয়,কিংবা যে স্টিকার সাঁটানো রয়েছে সেটি সঠিক কি না সে সম্পর্কে একটু সজাগ হলে কিছুটা হলেও হেলমেট হীন গাড়ি ও চালকের সংখ্যা কমতে বাধ্য হবে। কারণ গাড়িতে এমনই স্টিকার সাঁটিয়ে ইদানিং দুষ্কৃতী থেকে সমাজ বিরোধীরা বুক ফুলিয়ে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে।

ফলে সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফ সম্পর্কে সচেতনতার পাশাপাশি প্রশাসন ও জনসাধারণ স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে আইনকে প্রাধান্য দিয়ে এগিয়ে না এলে আগামী দিনে আরো প্রচুর অমূল্য,অমর,অনাথরা সমাজের বুক থেকে হারিয়ে যাবে!

এদিন কর্মসূচিতে তে ক্যানিং পশ্চিম বিধানসভা কেন্দ্রে বিধায়ক পরেশরাম দাস জনসাধারণকে সচেতন করার পাশাপাশি পুলিশকে কঠোর হওয়ার আবেদন জানান। সেই সাথে তিনি বলে কোনও প্রকার নিয়ম বহিঃর্ভূত গাড়ি কিংবা গাড়ি চালক এমনকি হেলমেট হীন বাইক চালক কে ধরে কেস দিন। কোনও দাদা কিংবা নেতার কথা শুনবেন না'।

অন্যদিকে, ক্যানিং মহকুমা শাসক আজহার জিয়া বলেন, পুলিশ প্রশাসন সাধারণ মানুষ কে যেমন সচেতন করছেন,তেমন সাধারণ মানুষদের কেও উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। এবং সেটাই হবে একমাত্র সচেতনতার মূল্যবোধ।'

প্রশাসন সূত্রের খবর, এমন সচেতনতা আগামী ২০২২ সালের ৩১ জানুয়ারী পর্যন্ত চলবে। এদিন অনুষ্ঠানে বেশকিছু হেলমেট হীন বাইক চালক কে সতর্ক করে তাদের মাথায় হেলমেট তুলে দেয় প্রশাসনিক আধিকারিকরা।

# বকখালির সমুদ্র সৈকতে হয়ে গেল বালু শিল্প প্রদর্শনী

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** পুরীর পর এবারে বকখালির সমুদ্র সৈকতে একের পর এক বালি দিয়ে তৈরি করা হলো চোখধাঁধানো ভাস্কর্য। বালু শিল্পী বলতে আমাদের চোখের সামনে একটি নাম ভেসে আসে বার বার সেই নামটি হল ওড়িশার বালু শিল্পী সুদর্শন পট্টনায়েক। রাজ্য ভিন রাজ্য ও বাংলাদেশের বালু শিল্পীদের নিয়ে বকখালি সমুদ্র সৈকতে হয়ে গেল শিল্পকলার প্রদর্শনী। রাজ্যে প্রথমবার বালু শিল্পীদের নিয়ে আয়োজিত হয়েছিল এক বিশেষ কর্মশালা। বকখালি সমুদ্র সৈকতে বালুর শিল্পীদের শিল্পের প্রদর্শনী তে যোগদান করেছিলেন রাজ্য ভিন রাজ্য ও বাংলাদেশের বাউল শিল্পীরা। বালু শিল্পীদের আলাদাভাবে পরিচিতি দিতেই বিশেষ উদ্যোগ নেয় আন্তর্জাতিক শিল্পীগোষ্ঠী পঞ্চরথি। রবিবার সকালে বকখালির সমুদ্র সৈকতে ৩১ জন বালু শিল্পীদের নিয়ে এক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। বকখালি সমুদ্র সৈকতের নানারকম শিল্পকলা ও নিখুঁত কারুকার্যের মধ্যে ফুটিয়ে তুলেছে চোখ ধাঁধানো সব বালুর ভাস্কর্য। বালু শিল্পকলা

ওড়িশা ও ভারতবর্ষের দক্ষিণের রাজ্যগুলিতে খ্যাতি পেলেও পশ্চিমবঙ্গ তেমনভাবে খ্যাতি লাভ করতে পারেনি। পশ্চিমবঙ্গের মানুষকে বালুর শিল্পকলা সম্পর্কে পরিচিতি লাভ করাতে এই কর্মশালা করা হয়েছিল বলে মনে করছে আয়োজককারী সংস্থা। বকখালি সমুদ্র সৈকতের এই চোখ ধাধানো বালু ভাস্কর্য দেখতে ভিড় করেছিল পর্যটকেরাও। পঞ্চরথি ইন্টারন্যাশনাল আর্টিস্ট গ্রুপের সম্পাদক তন্ময় হালদার বলেন, বিভিন্ন শিল্পীদের ৫ ঘন্টার পরিশ্রমে কাঁকড়া থেকে শুরু করে অক্টোপাস, আবার কখনো রাধাকৃষ্ণের যুগল বন্দী সবটাই এই বালুর ভাস্কর্যের মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলেছিল পঞ্চরথি গ্রুপের সদস্যরা। সকাল থেকেই পর্যটক থেকে শুরু করে স্থানীয় বাসিন্দারা এই ইন্টারন্যাশনাল ওয়ার্কশপ দেখতে ভিড় জমিয়েছিল। এই ওয়ার্কশপ বকখালিতে প্রথমবার হওয়ায় সকলেরই মন কেড়েছে। সবমিলিয়ে বলা চলে সৈকত জুড়ে এই বালুর ভাস্কর্য পর্যটন কেন্দ্রের মাথায় নতুন পালক এনে দিল।

# নিখোঁজ মহিলা আইনজীবী

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** কলকাতায় কাজ সেরে উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেস করে বাড়ি ফিরছিলেন একজন মহিলা আইনজীবী। ট্রেনের মধ্য থেকেই রহস্যজনকভাবে নিখোঁজ হয়ে যান তিনি। ওই মহিলা আইনজীবীর পরিবার এরপর রেল পুলিশ এবং পুলিশকে গোটা বিষয়টি জানায়। জলপাইগুড়ি বার অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ এই বিষয় নিয়ে যোগাযোগ করা হয় রেল পুলিশের সাথে। নিখোঁজ হওয়া আইনজীবীর নাম রিনা বাড়রী, বাড়ি জলপাইগুড়ি তরুণ ক্লাব সংলগ্ন এলাকায়। এ ব্যাপারে তার পরিবারের সদস্যরা জানিয়েছেন, রবিবার রাতে শিয়ালদা থেকে উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেসে উঠেছিলেন জলপাইগুড়ি আসার জন্য। তার পরিবারের সদস্যদের সাথে তার শেষবার কথা হয়েছে রাত দশটা নাগাদ । এরপর থেকে অনেকবার তার সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করার পরেও যোগাযোগ করতে পারেননি তার পরিবারের সদস্যরা। এরপর সোমবার সকালে নির্দিষ্ট সময় উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেস জলপাইগুড়ি স্টেশনে পৌঁছাল তিনি ট্রেনে ছিলেন না। স্লিপার ক্লাসে তার টিকিট ছিল, বগি চার আসন ৩৩। এরপর পুলিশ প্রশাসনের দ্বারস্থ হন রীনা দেবীর পরিবার।

# রসের সন্ধানে শিউলি

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** প্রকৃত পক্ষে শীতের শুরু ডিসেম্বর-ফেব্রুয়ারি। শীত পড়লেই নানান ধরণের খাবার খাওয়া ও ভ্রমণের বাসনা জেগে ওঠে প্রতি বাঙালির ঘরে ঘরে। তাই শীত শুরু হতেই রাজ্যসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বিখ্যাত জয়নগরের মোয়ার বিজ্ঞাপন নজরে পড়বে।

জয়নগরের বিখ্যাত সেই মোয়া তৈরি হয় জয়নগর লাগোয়া বহড়ুতে। একদিকে নলেন গুড়ের স্বাদ আর অন্যদিকে সম্মান, দুয়ের উপর ভর করে রাজ্যসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে গড়ে উঠেছে জয়নগরের মোয়ার ঐতিহ্য।

নলেন গুড় আসলে খেজুর গুড় শীতের শুরুতেই গ্রামের শিউলিরা বিভিন্ন খেজুর গাছ পরিষ্কার করে। প্রথম খেজুর রস সংগ্রহ করে তারপর আগুনে ফুটিয়ে নলেন গুড় তৈরি করে। এই নলেন গুড় আর সুগন্ধ কনকচূড় ধানের খইসহ অন্যান্য উপাদান দিয়ে তৈরি হয় জয়নগরের মোয়া। শীতের সময় পিঠে, পুলি, পায়েস, পাটালী, সন্দেশ, রসগোল্লাসহ নানান ক্ষেত্রে নলেন গুড়ের অপরিসীম চাহিদা। তাই এই হাড়হীম করা শীতে ভোর হতেই দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার শিউলিরা বেরিয়ে পড়েন খেজুর গাছের সন্ধানে। জয়নগরের বহড়ু এলাকার প্রবীণ শিউলী অনিমেষ সরদার জানান বর্তমানে দেশ সহ দেশের বাইরেও নলেন গুড় এবং জয়নগরের মোয়ার ঐতিহ্যের কদর রয়েছে ব্যাপক হারে। সেই তুলনায় খেজুর গাছের সংখ্যা খুবই কম। তিনি আরো বলেন, এই ঐতিহ্য বাংলাকে রাখতে হলে অবশ্যই খেজুর গাছ লাগিয়ে উদ্যোগ নেওয়া প্রয়োজন, নাহলে অচিরে নলেন গুড়ের প্রকৃত স্বাদ হারিয়ে যাবে।

# স্টিয়ারিং হাতে হিরোইন শুক্লা

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** কোভিড কেড়েছে স্বামীর কাজ। লকডাউনে বেহাল সংসার তার উপর অগ্নিমূল্য বাজার। তাই স্বামীর সাথে কাঁধেকাঁধ মিলিয়ে লড়াইয়ে গৃহবধূ শুক্লা হালদার। নিত্যদিন ডায়মন্ড হারবার শহরের জাতীয় সড়কে ছুটে চলেছে শুক্লার টোটো।

দক্ষিণ ২৪ পরগনার ডায়মন্ড হারবার থানার গৌরিপুরের শুক্লা হালদার ২ ছেলে মেয়ে ও স্বামী সুবোধ হালদারকে নিয়ে ছোট্ট কুঁড়ে ঘরে বাস। করোনা, লকডাউন ও বাজারের দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির ফলে স্বামীর দিন মজুরির আয়ে সংসার চালাতে অনেকটাই সমস্যায় পড়তে হচ্ছিলো শুক্লা হালদারের। তাই অগত্যা স্বামীর সাথে সংসারের হাল ধরতে নিত্যদিন টোটো চালাচ্ছেন গৃহবধূ।

ডায়মন্ড হারবার শহরে ১ হাজারেরও বেশি টোটো চলাচল করে আর এর মাঝে শুক্লা একাই মহিলা টোটো চালক। সংসারের পাশাপাশি টোটো চালিয়ে উপার্জন করে স্বনির্ভর হতে চায় শুক্লা হালদার। তবে নিজের টোটো চালানো নিয়ে শুক্লা হালদার বলেন, স্বামী সুবোধ হালদার হাত ধরে টোটো চালানো শিখিয়েছেন শুক্লাকে। এমনকি তাকে বাড়ির বাইরে গিয়ে টোটো

চালানোর উপরও পূর্ণ সমর্থন করে স্বামী, তবে প্রথমে এতটাও সহজ ছিল না। নানান রঙে নানান কথা বলতো লোকে। তবে স্বামীর শক্ত হাত ছিল আমার কাঁধে তাই সমস্ত বাধা পেরোতে পেরেছি। শুক্লার স্বামী সুবোধ হালদার জানায়, দুই ছেলেমেয়ের নিয়ে অভাবের সংসার তাদের। ছোট্ট মাটির বাড়িতে বাস নিজে একজন দিন মজুর। সারাদিন দিনমজুরি করে যা আয় হয় তা দিয়ে সংসার চালাতে হিমশিম খেতে হয় তাকে। তাই নিজেই স্ত্রী শুক্লা হালদারকে টোটো চালানো শিখিয়ে রাস্তায় টোটো চালানোর কথা বলেন। আর স্বামীর সম্মতিতে তাই শুক্লা নিজেই সকাল হলেই টোটো নিয়ে বেরিয়ে পড়েন রাস্তায়। অবশ্য শুক্লার এই টোটো চালিয়ে উপার্জন করাকে অনেকেই যেমন তাকে কুর্নিশ জানায় তেমনই অনেকের বিদ্রুপের সম্মুখীন হতে হয় তাকে। কারণ, সে মেয়ে। তবে এসব কিছু তাকে এতটুকু টলাতে পারেনা তার জেদের কাছে। তাই ডায়মন্ড হারবার শহরে নিত্যদিন আপন বেগে ছুটে চলেছে শুক্লার টোটো। আর শত প্রতিবন্ধকতাকে পেরিয়েও শুক্লা এখন অনেক মেয়েরই অনুপ্রেরণা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

# ঘুম তাড়াতে চা

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** পথ দুর্ঘটনা কমাতে মাঝরাতে ট্রাক আটকে চালকদের চা ও জল পান করাচ্ছে পুলিশ। এই দৃশ্য দেখা গেল রবিবার মাঝ রাতে জলপাইগুড়ি ধুপগুড়ি জাতীয় সড়কের ইন্দিরা মোড়ে। ময়নাগুড়ি ট্রাফিক পুলিশের হাইওয়ে আধিকারিক কর্মী চালকদের এই পরিষেবা দেয়। জলপাইগুড়ি ময়নাগুড়ি হাইওয়ে ট্রাফিক পুলিশের এক আধিকারিক জানান শীতকালে রাতে গাড়ি চালালে চালাতে ঘুমের ভাব আসে। সেই সময় অনেক পথ দুর্ঘটনা হয়। তাই ট্রাক চালকদের সতেজ রাখতে চা ও জল পানের ব্যবস্থা করানো হয়েছে। এরকম কর্মীসূচি আমরা মাঝেমধ্যেই করে থাকি। আগামীতেও এধরনের কর্মসূচি চলবে।

আলিপুর বার্তার সার্কুলেশনের জন্য যোগাযোগ করুন এই নম্বরে ৯৮৭৪০১৭৭১৬

# নির্বাচিত হল নতুন প্রধান

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** বিজেপি পরিচালিত পঞ্চায়েতের দখল নিল তৃনমূল।বৃহস্পতিবার প্রধান নির্বাচন ছিল এই পঞ্চায়েতের। অনেক টালবাহানা কাটিয়ে এদিন প্রধান নির্বাচিত হলেন রীতা নস্কর। প্রথম দিকে এই প্রধান হিসাবে মাধবী মন্ডল এগিয়ে থাকলেও পরে তাঁর নামের বদলে তারানগর নিবাসী রীতা নস্করকেই এই পদে আনল তৃনমূল।ঘটনাটি ঘটেছে জয়নগর বিধানসভার জয়নগর ২ নম্বর ব্লকের বেলে দুর্গানগর গ্রাম পঞ্চায়েতে। গত ১৭ ই নভেম্বর বিজেপির প্রধানের বিরুদ্ধে অনাস্থা এনেছিল বিরোধী তৃনমূল। বিজেপির প্রধান মানু মণ্ডলের বিরুদ্ধে উন্নয়নের কাজে বাধা দেওয়া, এলাকায় উন্নয়ন না হওয়ার অভিযোগ এনে অনাস্থা আনা হয়েছিল। ঐ দিন বিশাল পুলিশি পাহারার মধ্যে দিয়ে জয়নগর দু'নম্বর বিডিওর উপস্থিতিতে এই অনাস্থা প্রস্তাব গৃহীত হয়। উল্লেখ্য ২০১৮ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনে ১৮ জন সদস্য বিশিষ্ট এই পঞ্চায়েতে বিজেপি ৬টি, সিপিএম ৩ টি, তৃণমূল ৬ টি এবং নির্দল তিনটি আসন পায়। বিজেপির ৬ জন, সিপিএমের ৩ জন ও ১ জন নির্দল মিলে বোর্ড গঠন করে। প্রধান নির্বাচিত হন বিজেপির মানু মন্ডল ও উপপ্রধান নির্বাচিত হন সিপিএমের নাসির উদ্দিন মন্ডল। জয়নগর বিধানসভার ভোটে তৃণমূল ২ য় বার বিপুল ভোটে ক্ষমতায় আসার পরে উন্নয়নের ধারাকে বজায় রাখতে ক্ষমতা বদল হতে শুরু করে। আর সেই মতো এই পঞ্চায়েতে ও ক্ষমতায় থাকা সিপিএমের উপ প্রধান সহ তাঁর দলের ৩ জন ও ১ জন নির্দল সদস্য তৃনমূলে যোগ দেন।ঐ দিন ভোটাভুটিতে তৃনমূল ১৩ – ০ ভোটে জয়ী হয়।ও দিনের ভোটাভুটিতে বিজেপির প্রধান মানু মন্ডল সহ ৫ জন সদস্য অনুপস্থিত ছিলেন।এ ব্যাপারে জয়নগর ২ নং বিডিও মনোজ মল্লিক বলেন, গত ১৭ ই নভেম্বর প্রধানের বিরুদ্ধে আনা অনাস্থার ভোটাভুটি হয়েছিল। সরকারি নিয়ম মেনে এদিন নতুন প্রধান হিসাবে তৃনমূলের রীতা নস্কর প্রধান নির্বাচিত হলেন । এ ব্যাপারে সদ্য প্রধান হওয়া রীতা নস্কর বলেন,এই এলাকা এত দিন বিজেপির হাতে থেকে উন্নয়নে পিছিয়ে প।ড়েছিল।এবার তৃনমূলের হাত ধরে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়ের স্বপ্ন বাস্তবায়িত হবে এখানে। এবার এখানে উন্নয়নের কাজ খুব দ্রুত গতিতে হবে। বৃহস্পতিবার পঞ্চায়েত অফিসে ক।। পুলিশ পাহারায় প্রধান নির্বাচন করা হয়।

# আলু চাষিরা বিপন্ন

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** সরকার থেকে নির্দেশিকা নভেম্বরের ৩০ তারিখের মধ্যে সমস্ত আলু বের করে নিতে হবে। কিন্তু এবছর প্রবল বৃষ্টির কারণে চাষ ১৫–২০ দিন পিছিয়ে যায়। যার জন্য চাষিরা বীজের জন্য চালু ৩০ তারিখের মধ্যে স্টোর থেকে বার করতে পারে নি। এতে সমগ্র চাষির আর্থিক লোকসান রেখ পর্যায়ে চলে যাবে। যা চাষিরা কোনও ভাবে সহ্য করতে পারবে না। এই সমস্যা দক্ষিণবঙ্গের বর্ধমান, হুগলি, পশ্চিম মেদিনীপুর সহ তামাম চাষিদের। চাষিদের অনুরোধ সরকার যেন কোনও প্রকারে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত স্টোরে আলু রাখার নির্দেশিকা জারি করেন। চাষিদের অসহায়তার কথা ভেবে স্টোর মালিকগণ ১৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত কুইন্টাল প্রতি ২২ টাকা অতিরিক্ত ধার্য করে আলু রাখতে সম্মত হয়, কিন্তু আলু ব্যবসায়ী সমিতির বক্তব্য এটা কোনও যুক্তিগত পদক্ষেপ নয়।

# রাতে বাঘের আতঙ্ক

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** আবারও বাঘের ভয়ে রাত কাটাল সুন্দরবনের মানুষ। সুন্দরবনের প্রত্যন্ত কুলতলি ব্লকের লোকালয়ে বারংবার বাঘের আতঙ্ক গ্রাস করেছে গ্রামবাসীদের। সুন্দরবনের আজমলমারি ১ নম্বর জঙ্গল থেকে একটি বাঘ নদী সাঁতরে ঢুকে পড়ায় এই আতঙ্ক ছড়িয়েছে কুলতলির গুড়গুড়িয়া– ভুবনেশ্বরী গ্রাম পঞ্চায়েতের মনসাতলা গ্রামে। সোমবার সন্ধ্যার দিক থেকেই বাঘের পায়ের ছাপ নজরে আসে গ্রামবাসীদের। ছাপটি দেখে অনুমান ওটি একটি স্ত্রী বাঘ। যেহেতু নদী লাগোয়া মনসাতলা গ্রাম হওয়ার কারণে অধিকাংশ মানুষই এখানে কৃষিজীবী ও মৎস্যজীবী। ফলে বাঘের পায়ের ছাপ দেখা মাত্রই গোটা গ্রাম জুড়েই কার্যত বাঘের আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। ঘটনাস্থলে সেই বাঘের খবর পেয়ে তড়িঘড়ি চলে আসে রায়দিঘি রেঞ্জের বন কর্মীরা। গ্রামবাসীদেরকে নিয়ে তাঁরা রাতভর গ্রাম লাগোয়া নদীর বাঁধ বরাবর এলাকায় লাঠিসোটা নিয়ে রাত প্রহরা দেয়। সেই সাথে বাজি পটকা ও ফাটানো হয় যাতে বাঘটি রাতের অন্ধকারে গ্রামে হামলা চালাতে না পারে। এদিকে মঙ্গলবার বেলা হলেও বাঘের সঠিক অবস্থান জানা যায়নি যেহেতু নদীতে জোয়ার ছিল। ফলে নদীতে ভাটার নামার সাথে সাথেই সেখানে বাঘের অবস্থান সম্পর্কে জানার জনাই তল্লাশি চালানো হবে বলে জানা গিয়েছে বন দপ্তর সূত্রে। এদিকে এলাকায় বাঘ ঢোকায় রীতিমতো আতঙ্কিত এলাকার গ্রামবাসীরা। তাঁরা চাইছেন অবিলম্বে বাঘটিকে ধরে আবার ফেরত নিয়ে যাক বনদপ্তর। বারংবার বাঘ কেন লোকালয়ে চলে আসছে তা নিয়েই ভীত সুন্দরবনের মানুষ।

# গৃহবধূকে খুনের চেষ্টা

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** এবার শ্বশুরবাড়িতে বধূকে প্রাণে মেরে ফেলার চেষ্টাকে ঘিরে এলাকায় উত্তেজনা ছড়ালো। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেল, মথুরাপুরের লালপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের শিবগঞ্জ গ্রামের বাসিন্দা পেশায় দিনমজুর রোউপ আলী পাইকের দ্বিতীয় কন্যা রফিজার সঙ্গে গত বছর বিয়ে হয় বারুইপুর পুলিশ জেলার বকুলতলা থানার অন্তর্গত মনিরতট গ্রামের বাসিন্দা জাকির মোল্লার সন্তান হাফিজুর মোল্লার সঙ্গে। বিয়ের প্রথম দিন থেকেই পণের দাবিতে শ্বশুরবাড়ির লোকেরা বউয়ের উপর অত্যাচার চালাতো বলে অভিযোগ। গত ২২ শে নভেম্বর বিকাল পাঁচটা নাগাদ শ্বশুর,শাশুড়ি,স্বামী ও জা মিলে সালোয়ার কামিজের দোপাট্টা গলায় বেঁধে ওই গৃহবধূকে মেরে ফেলার চেষ্টা করে বলে অভিযোগ। এবং তারা মারা গেছে ভেবে বাপের বাড়িতে খবর ও দেয়। বাপের বাড়ির এবং প্রতিবেশী লোকদের চাপে স্থানীয় জয়নগরের একটি বেসরকারি নার্সিং হোমে ভর্তি করানো হয়। অচৈতন্য শরীরে প্রাণ আছে বলে ডাক্তার বাবুরা দ্রুত ডায়মন্ড হারবার জেলা হাসপাতালে ভর্তি করার কথা বলেন। শ্বশুর বাড়ির লোকেরা তা না করে ডায়মন্ড হারবারের একটি বেসরকারি নার্সিংহোমে তাকে ভর্তি করায়। তারপর থেকে তাঁরা যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে পালায়। অসহায় পিতা এবং তাঁর পরিবার রফিজাকে পাশে থেকে সুস্থ করে তোলে। গত সাত দিনে নার্সিংহোমের বিল বাবদ ৬০ হাজার টাকা মেটালে তবেই নার্সিংহোম বাবার সঙ্গে রফিজাকে ছাড়তে পারবে বলে জানায়। অসহায় বাবা ওই টাকা যোগাড় করতে না পেরে রফিজার মাধ্যমে কৃষ্ণচন্দ্রপুর হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক চন্দন মাইতির সঙ্গে যোগাযোগ করে। চন্দন মাইতি ডায়মন্ড হারবার মহকুমা শাসক সুকান্ত সাহার সঙ্গে যোগাযোগ করে নার্সিংহোমের সঙ্গে কথা বলেন। নার্সিংহোমের মালিক অর্ধেক টাকায় ছেড়ে দিতে সম্মত হন। উল্লেখ্য, এই রফিজা পাইক কৃষ্ণচন্দ্রপুর হাই স্কুলের গড়ে ওঠা স্বয়ংসিদ্ধা গ্রুপের একজন সামনের সারিতে নেতৃত্ব দানকারী সদস্য ছিল। সে নিজের বিয়ে নিজেই রুখে দিয়েছিল। তখন সে দশম শ্রেণীতে পড়তো। উচ্চ মাধ্যমিকে ভালো ফল করলো। কলেজে ভর্তি হল। করোনা জনিত লক ডাউন শুরু হল। আর্থিক অনটন শুরু হল। আজকের এই সময় দাঁড়িয়ে একটি সন্তান কে নিয়ে নিরুপায় রফিজা আইনের দ্বারস্থ হতে চায়। পুলিশ ওই গৃহবধূর পিতার অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করেছে। তবে ওই গৃহবধূর শ্বশুর বাড়ির লোকজন পলাতক।

# সরকারি নির্দেশ অমান্য করে ছোট শিশুদের নিয়ে ক্লাস চলছে বারুইপুরে

**নিজস্ব প্রতিনিধি:** বারুইপুরে বেসরকারি স্কুলে রমরমিয়ে চলছে ছোট পড়ুয়াদের ক্লাস, খবর পেয়েই তড়িঘড়ি স্কুলে গিয়ে বন্ধ করার নির্দেশ দিলেন বিদায়ী পুরপিতা । ছোট পড়ুয়াদের ক্লাস বন্ধ রাখার নির্দেশ দিয়েছে রাজ্য সরকার। কিন্তু সেই নির্দেশ কার্যত উপেক্ষা করেই বারুইপুরের ১৬ নম্বর ওয়ার্ডের বিশালক্ষীতলায় জগদীশ চন্দ্র বোস ইনস্টিটিউট নামের বেসরকারি স্কুলে রমরমিয়ে সকাল থেকেই দুই অর্ধেই চলছে ছোট পড়ুয়াদের ক্লাস। এই নিয়েই ক্ষুব্ধ এলাকার সাধারণ মানুষজন ও অভিভাবকরা। স্কুলের মালিক ইনচার্জ সুজিত মজুমদার অভিভাবকদের ঘাড়েই দোষ চাপিয়ে বলেন, অভিভাবকরা বলেছিলেন শিশুদের ক্লাস চালু



করতে তাই খোলা হয়েছিল। শুধু এই স্কুল নয় একই চিত্র দেখা গিয়েছে বিশালক্ষীতলার ৭ নম্বর ওয়ার্ডের সারদা মিশন বিদ্যাপীঠেও। প্রশাসনের চোখে ঠুলি পরিয়ে সেখানেও চলছে ছোট পড়ুয়াদের ক্লাস। শুক্রবার সংবাদমাধ্যমের কাছ থেকে এই স্কুল খোলার খবর পেয়েই তড়িঘড়ি জগদীশ ইন্সটিটিউট স্কুলে যান ১৬ নম্বর ওয়ার্ডের বিদায়ী পুরপিতা আশিস দেব রায়। তিনি স্কুলের মালিককে অবিলম্বে স্কুল বন্ধ রাখার নির্দেশ দেন। খবর শুনে তাজ্জব বনে যান বারুইপুর মহকুমাশাসক সুমন পোদ্দার। তিনি বলেন, স্কুল পরিদর্শককে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখার জন্য। ওই স্কুলের তরফে ভুল স্বীকার করা হয়েছে। আমরাও পরবর্তীকালে বিষয়টির উপর নজর রাখছি। স্কুল পরিদর্শক পীযূষ পড়ুয়া বলেন, স্কুলের মালিককে কড়া ভাবে বলা হয়েছে বন্ধ রাখার জন্য। সরকারি নির্দেশ না আসা পর্যন্ত এরপরও খোলা হলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। জানা যায় জগদীশ চন্দ্র বোস ইন্সটিটিউট স্কুলে সকাল ৯টা থেকে ১১টা পর্যন্ত ক্লাস ওয়ান থেকে চতুর্থ শ্রেণীর ক্লাস চলছে। আবার ১১–৩০ থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত লোয়ার ও আপার নার্সারির ক্লাস বসছে। শিশুদের অনেকেরই মুখে মাস্ক খোলা, এমনকী, দিদিমনিরাও মাস্ক ছাড়াই ক্লাস নিচ্ছেন। নোটিশ বোর্ডেও বিভিন্ন শ্রেণীর পরীক্ষার নোটিশও টাঙিয়ে দেওয়া হয়েছে। যদিও বিদায়ী পুরপিতা স্কুলে যেতেই তা মুছে দেওয়া হয়। যদিও স্কুল মালিক সুজিত মজুমদার বলেন, লোয়ার ও আপার নার্সারির কোচিং ক্লাস চালানো হচ্ছে স্কুলে। বাকি সব চলছে অনলাইনে।

# মৃতপ্রায় শিশুর প্রাণ বাঁচালেন চিকিৎসক

**সুভাষ চন্দ্র দাশ :** জলে ডুবে যাওয়া মৃতপ্রায় একরত্তি শিশুর প্রাণ বাঁচালেন চিকিৎসকরা। এমন ঘটনায় শিশুর পরিবার পরিজন সহ এলাকার স্থানীয়রাই চিকিৎসকের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। যদিও চিকিৎসকরা জানিয়েছেন তাঁরা তাঁদের কর্তব্য যথাযথ ভাবে পালন করার চেষ্টা করেছেন মাত্র।

ঘটনাস্থল ক্যানিং থানার রায়বাঘিনীর কোড়াকাঠি গ্রাম। বাড়িতে কাজ করছিলেন সুশান্ত বর। তাঁর পাশে খেলা করছিল তাঁর বছর আড়াই বয়সের শিশু সন্তান। আচমকা সকলের অলক্ষ্যে খেলতে খেলতে পুকুরে পড়ে গিয়ে জলে ডুবে যায়। এরপর কাছে শিশু সন্তান কে না পেয়ে বিস্তর খোঁজাখুঁজি



শুরু করে পরিবারের লোকজন। কোথাও না পেয়ে হতাশ হয়ে কান্নায় ভেঙে পড়ে বর পরিবারের সদস্যরা। প্রতিবেশীরা ভিড় জমায়। পুকুরের জলে ডুবে যেতে পারে সন্দেহে, পাশের পুকুরের জলে নেমে সন্তানকে খুঁজতে থাকেন সুশান্ত। কিছুক্ষণ খোঁজার পর পেয়েও যায়। নিথর সন্তানের দেহে তখনও প্রাণের সঞ্চার রয়েছে। তবে প্রতিবেশীরা সকলেই ধরে নিয়েছিলেন আর বেঁচে নেই শিশুটি। এরপর শিশুকে বাঁচানোর জন্য ওঝা–গুণীন ডাকা হয়। শিশু কে মাথায় নিয়ে চলে বিস্তর ঝাড়ফুঁক।

এমন সব কর্মকান্ড নজর এড়ায়নি এলাকার সচেতন ব্যাক্তি দীপক মন্ডল ওরফে লিন্টুর। তিনি মুহূর্তে ওই শিশুর পরিবার কে বুঝিয়ে জলে ডোবা মৃতপ্রায় শিশু কে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেই মুহূর্তে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালের জরুরি বিভাগে কর্মরত ছিলেন চিকিৎসক বিকাশ সিং। তিনি তড়িঘড়ি ওই শিশুর চিকিৎসা শুরু করেন। পরিস্থিতি খারাপ বুঝতে পেরে তড়িঘড়ি ডাক পাড়েন শিশু বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক আলমগীর হোসেনকে। তিনি দ্রুততার সাথে এসে চিকিৎসা শুরু করেন শিশুটির। শিশুর পেট থেকে জল বের করার জন্য দুই চিকিৎসক ও দুই নার্স সুস্মিতা দাস ও নিবেদিতা মাল প্রাণপণ চেষ্টা করতে থাকেন। দীর্ঘক্ষণের প্রচেষ্টায় শিশুর পেট থেকে সিংহভাগ জল বের হয়ে করতে সক্ষম হন তাঁরা। পরে অতি ধীরগতিতে শ্বাস–প্রশ্বাস নিতে থাকে জলে ডোবা শিশু। এরপর দ্রুততার সাথে তাকে অক্সিজেন দিয়ে কয়েক ঘন্টায় প্রায় স্বাভাবিক করে তোলেন। অন্যদিকে কান্না থামিয়ে তখন হাসি ফুটতে দেখা যায় শিশুর পরিবার পরিজন সহ প্রতিবেশীদের। প্রাণে বাঁচে জলে ডোবা একরত্তি শিশু।

শিশুর বাবা জানিয়েছেন মৃতপায় শিশুর প্রাণ ফিরে পেয়ে ডাক্তারকে যে কী বলে ধন্যবাদ দেবো তা আমার ভাষা জানা নেই। তিনি ভগবান তুল্য।' প্রতিবেশি দীপক মন্ডল জানিয়েছেন, ঘটনার পর বুঝে গিয়েছিলাম শিশুটি মারা গিয়েছে। তবুও ঝুঁকি নিয়ে শেষ চেষ্টা করে চিকিৎসকের দ্বারস্থ হয়েছিলাম। চিকিৎসকদের উদ্যোগে প্রাণ ফিরে পেয়েছে শিশুটি। হাসি ফুটেছে তার বাবা–মা ও প্রতিবেশীদের। সেই মুহূর্তে হাসপাতালে ভগবানতুল্য শিশু বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক আলমগীর হোসেন না থাকলে বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটে যেতো।'

# অটোর মুখোমুখি সংঘর্ষ, ত্রাতার ভূমিকায় দুই যুবক

**নিজস্ব প্রতিনিধি:** দুটি অটোর মুখোমুখি সংঘর্ষে গুরুতর জখম হলেন এক মহিলা অটোযাত্রী। ঘটনাটি ঘটেছে সোমবার রাতে ক্যানিংয়ের মাতলা ব্রিজ সংলগ্ন রোডে। গুরুতর জখম ওই মহিলা বর্তমানে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বাসিন্দা বছর ৬৫ বয়সের অলেদা বিবি। সোমবার তিনি তাঁর মেয়ে মাফুজা মোল্লার



সাথে চক্ষু অপারেশনের জন্য গিয়েছিলেন বারুইপুরের দিশা হাসপাতালে। অপারেশন করে মাকে সাথে নিয়ে মাফুজা মোল্লা তাঁর জামাইয়ের বাড়ি বাসন্তীর আঠারো বাঁকিতে ফিরছিলেন অটো করে। ক্যানিংয়ের মাতলা ব্রিজ সংলগ্ন একলাকায় আচমকা দুটি অটোর মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। অটো থেকে ছিটকে রাস্তায় পড়ে যায় অটোযাত্রী অলেদা বিবি ও তাঁর মেয়ে মাফুজা। গুরুতর রক্তাক্ত অবস্থায় ছটফট করতে থাকেন ওই বৃদ্ধা। সুযোগ বুঝে দুটি অটো ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়। মা'কে বাঁচানোর আর্তি জানিয়ে চিৎকার করলেও কেউ এগিয়ে আসেন। অগত্যা মর্মাহত হয়ে রাস্তার উপর পড়ে কান্নাকাটি শুরু করেন। সেই মুহূর্তে ত্রাতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয় দুই যুবক সমীর মন্ডল ও হাসান আলি গাজী। তারা ওই বৃদ্ধা ও তাঁর মেয়ে কে রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানেই ওই বৃদ্ধা আশঙ্কাজনক অবস্থায় চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

মাফুজা মোল্লা জানিয়েছেন দুটি অটো সংঘর্ষ হলে আমার মা ও আমি অটো থেকে ছিটকে পড়ে যাই। অমানবিক অটোচালক আমাদের ফেলে রেখে পালিয়ে যায়। স্থানীয় ওই দুই দুবক আমার ও আমার মাকে উদ্ধার না করলে বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটে যেতো।'

অন্যদিকে ত্রাতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে স্বহৃদয় দুই যুবক জানিয়েছেন অন্ধকারে দুজন মহিলা রাস্তার উপর পড়ে রক্তাক্ত অবস্থায় ছটফট করছিলেন। তাদের উদ্ধারের জন্য কেউ এগিয়ে আসেনি। আমরা দুজন ঘটনায় মর্মাহত হয়ে তাদেরকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করি।'

# বিজেপি ছাড়ার পর সুন্দরবনে শ্রাবন্তী

**নিজস্ব প্রতিনিধি:** বিধানসভা ভোটে পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে বিজেপি প্রার্থী হয়ে লড়ে পরাজিত হয়েছেন অভিনেত্রী শ্রাবন্তী চট্টোপাধ্যায়। কয়েক মাস নিষ্ক্রিয় থাকার পরই কিছুদিন আগেই বিজেপি ছাড়ার কথা ট্যুইট করেন। অবশেষে সোমবারই সুন্দরবন এলাকার বাসন্তী ব্লকের মসজিদবাটি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় তৃণমূলের সভায় হাজির হয়ে আবার তৃণমূল শিবিরেই আগের মতো দেখা গেলো শ্রাবন্তী চট্টোপাধ্যায়কে। এদিন মূলত গোসাবা উপ–নির্বাচনে জয়লাভ করা তৃণমূল বিধায়ক সুব্রত মন্ডল এর সংবর্ধনার ব্যবস্থা করা হয়েছিল মসজিদবাটি পঞ্চায়েত তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে। ছিলেন ক্যানিং পূর্ব ও পশ্চিম কেন্দ্রের তৃণমূলের বিধায়ক শওকাত মোল্লা, পরেশরাম দাস। এছাড়া ছিলেন বাসন্তী ও গোসাবার বিধায়ক শ্যামল মন্ডল ও সুব্রত মন্ডল। সেখানে বাসন্তীর তৃণমূলের বিধায়ক শ্যামল মন্ডল শ্রাবন্তী চট্টোপাধ্যায়ের সামনেই তিনি এখন তৃণমূলের বলে দাবিও করেন। সেই সঙ্গে অভিনেত্রী নিজেও ভাষণে মমতা বন্দোপাধ্যায়কে ধন্যবাদ জানান। সোমবার সুন্দরবনের



প্রত্যন্ত এলাকায় গোসাবার বিধায়ক সুব্রত মন্ডলের সংবর্ধনা সভায় হাজির হয়ে শ্রাবন্তী ও আকার ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিলেন তিনি মমতা ব্যানার্জীর তৃণমূল কংগ্রেসের একজন সদস্য।

# শিক্ষা সামগ্রী ও হুইল চেয়ার প্রদান

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** নদীনালা বেষ্টিত সুন্দরবনের গোসাবা ব্লকের দ্বীপ দয়াপুর। এলাকায় অধিকাংশ দরিদ্র অসহায় আদিবাসী মৎস্যজীবী পরিবারের বসবাস। রয়েছে প্রতিবন্ধী মানুষজন। যাদের নুন আনতে পান্তা ফুরায় তাদের পক্ষে স্কুলের সরঞ্জাম কিনে পড়াশোনা করা দুরহ কষ্টসাধ্য। পাশাপাশি বিকলাঙ্গ মানুষজন অর্থনৈতিক অনটনের জন্য তাঁদের চলাফেরা করার জন্য সরঞ্জাম কিনতে অক্ষম।

এমন সব অসহায় আদিবাসী সম্প্রদায় মানুষের জন্য সাহায্যের হাত বাড়ালেন এলাকার জেলাপরিষদ সদস্য অনিমেষ মন্ডল। তাঁর সহযোগিতায়



এবং সেভিং টাইগার সোসাইটির উদ্যোগে এদিন দয়াপুর আদিবাসী স্কুল ময়দানে ১৫০ জন আদীবাসী স্কুল পড়ুয়ার হাতে শিক্ষা সামগ্রী তুলে দেওয়া হয়। পাশাপাশি এলাকার কয়েকজন প্রতিবন্ধীর হাতে তুলে দেওয়া হয় হুইল চেয়ার।

# ছাত্রছাত্রীদের জন্য উদ্যোগ দুই প্রবাদপ্রতীম শিক্ষকের

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** অন্ধকার পথ থেকে আলোর পথে আনে শিক্ষা। সেই শিক্ষার কারিগর পরিবারের বাবা–মা সহ শিক্ষক। প্রবাদেও আছে শিক্ষক জাতির মেরুদণ্ড। যাঁরা কিনা সভ্য সমাজগড়ার মূল কারিগর। সেই শিক্ষক মহল এবার এগিয়ে এলেন দরিদ্র অসহায় ছাত্র–ছাত্রীদের সাহায্যার্থে। এ এক অভিনব বিরল উদ্যোগ যা জেলা তথা রাজ্যে প্রথম।

প্রত্যন্ত সুন্দরবনের বাসন্তী ব্লক। অত্যন্ত পিছিয়ে পড়া এলাকা বলেই চিহ্নিত। তবে বর্তমানে শিক্ষার আলোয় আলোকিত হলেও এখনও অসহায় দীনদরিদ্র পরিবারের ছেলে মেয়েরা গভীর অন্ধকারে রয়েছে। শিক্ষার আলো সঠিক ভাবে পৌঁছাতে পারেনি প্রত্যন্ত প্রান্তিক এলাকায়। চাইলেই তো আর সম্ভব নয়! যাদের দিন কাটে নুন আনতে পান্তা ফুরায়, স্থানীয় ভাবে মাথা গোঁজার ঠাঁই নেই! তবে এমন কঠিন বাস্তব সত্য কে হার মানিয়ে শিক্ষার আলো কে প্রসারিত করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন এলাকার দুই প্রবাদ প্রতিম বিশিষ্ট শিক্ষারত্ন প্রাপ্ত শিক্ষক বিবেকানন্দ পাল, নিমাই মালি। বিগত দিনে অসংখ্য স্কুলছুট পড়ুয়াকে স্কুলমুখী করতে সক্ষম হয়েছেন। বিপ্ত গোল বাধে আমফান সাইক্লোনের পর।

একদিকে করোনার করাল গ্রাস আর অন্যদিকে ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড় আমফানের ভয়াবহ আক্রমণে সুন্দরবনের মানুষ দিশেহারা। কাজ হারিয়ে খাদ্য কষ্টে কোনও রকমে দিনযাপন করছে। বেশকিছু দরিদ্র ছাত্র–ছাত্রীর বাসস্থান সাইক্লোনে তছনছ হয়ে গিয়েছে। প্রথমত দারিদ্রতা এবং দ্বিতীয়ত মাথা গোঁজার ঠাঁই হারিয়ে আবারও স্কুল ছুট হওয়ার পথে এলাকার বেশ কিছু পড়ুয়া।এমন হতে থাকলে অচিরে স্কুলছুট সংখ্যাটা ক্রমেই যে বাড়বে না তার নিশ্চয়তা নেই। ছাত্র ছাত্রীদের এমন করুণ পরিস্থিতির কথা গভীর ভাবে রেখাপাত করে সহৃদয় দুই শিক্ষকের। উদ্যোগ নেন তাঁরা।

যাতে করে বিকশিত হওয়া ছাত্র–ছাত্রীরা অদূর ভবিষ্যতে হারিয়ে না যায়। শিক্ষারত্ন পুরস্কার পাওয়া অর্থ মূল্য এবং নিজেদের বেতনের টাকা থেকে বেশ কিছু অর্থ দিয়ে অসহায় ছাত্র ছাত্রীদের মাথা গোঁজার ঠাঁই তৈরি করার কাজ শুরু করেন। কিন্তু তাতে করেও সম্ভব নয় এমন বিশাল কর্মযজ্ঞ। চিন্তায় পড়ে যায় দুই শিক্ষক। ইতিমধ্যে তাঁদের এমন উদ্যোগকে বাস্তবায়িত করার জন্য হাত বাড়িয়ে দেন 'কর্নেল ভুপাল লাহিড়ি মেমোরিয়াল নিউট্রিশন এনহান্সমেন্ট'। দুই শিক্ষক বাসন্তীর নফরগঞ্জ এলাকার বিরিঞ্চিবাড়ি, ঠাকুরঘেরী এরপানখালি, দক্ষিণ গরানবোস, হিরন্ময়পুর চুনাখালী গ্রামে নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্য দ্রব্য ফিনাইল, হ্যান্ড স্যানিটাইজার মাস্ক নিয়ে মানুষের পাশে দাঁড়ানোর চেষ্টা করেন। পরে এলাকার প্রায় সাড়ে তিন হাজার পরিবারের হাতে সাহায্য তুলে দেয়। বিরিঞ্চিবাড়ি, ঠাকুরঘেরী ও চুনাখালি গ্রামে একদিক্রমে কুড়িদিন কমিউনিটি কিচেন সেন্টারও চালু করেন। সেখানে প্রতিদিন প্রায় ৪০০ পরিবারের দুবেলারের ব্যবস্থা করেন। সাহিত্যিক শুভ্রেন্দু রায়চৌধুরী ও তাঁর সহধর্মিনী ঝর্না রায়চৌধুরী সহ তাঁদের দেশে বিদেশের একাধিক বন্ধুবান্ধব উদারহস্তে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন। ঝড়ে বিধ্বস্ত মানুষের খাদ্যের সমস্যা মিটলেও বহু পরিবারের মাথার উপর ছিল ছাদ। অসহনীয় অবস্থার মধ্যে খোলা আকাশের নীচে কোনও রকমে বসবাস করতে থাকেন দুর্গতরা। গৃহহীন ছাত্রছাত্রীদের পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত বাড়ির পুনঃনির্মানের কাজ শুরু করেন । বিরিঞ্চিবাড়ি গ্রামের কামনা বেরার বাড়ি পুনর্নির্মাণের কাজ দিয়ে শুরু হয় পথচলা। আমফান ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত ছাত্রছাত্রীর গৃহ নির্মাণের কাজ । একে একে বিরিঞ্চিবাড়ির কামনা বেরার সঙ্গে সোমাশ্রী গায়েন, শংকর সরদার, নফরগঞ্জের কৃষ্ণেন্দু দাস, রেবতী সিং, দীপক সর্দার এর বাড়ি। মাত্র পনের মাসে নফরগঞ্জ, বিরিঞ্চিবাড়ি, হিরন্ময়পুর, চুনাখালি, ভরতগড়, জয়গোপালপুর, রানীগঞ্জ প্রভৃতি গ্রামে পঞ্চাশ জন ছাত্রছাত্রীর বাড়ি নির্মিত হয়েছে। শিক্ষক সাহিত্যিকদ্বয়ের এমন মিলত প্রচেষ্টা কে আরো সুদূর প্রসারী করে অদুর ভবিষ্যতে আরো এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানিয়ে পরবর্তী সময়ে পাশে দাঁড়িয়েছে কবি সুনীল করণ, প্রবাসী বাঙালী রণবীর দেব, হীরেন সিংহরায়, পার্থ সরকার সহ অন্যান্য বিশিষ্টরা।

অন্যদিকে বাসন্তীর চুনাখালি গ্রাম পঞ্চায়েতের রুনা পিয়াদা, নার্গিস মোল্লা, কাজলি মালিক, রাজদ্বীপ সর্দার।

শিক্ষক ও সাহিত্যিকদের কাছ যেকে এমন সহযোগিতা খুশি, তেমন ভাবে খুশি তাদের পরিবার পরিজনেরা। সম্মিলিত প্রচেষ্টা আগামী দিনে জেলা স্তরে পৌঁছে দিয়ে আরও বেশি সংখ্যক ছাত্রছাত্রীদের পাশে দাঁড়িয়ে কাজ করতে অঙ্গীকার বদ্ধ।

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫৬ বর্ষ, ৬ সংখ্যা, ৪ ডিসেম্বর – ১০ ডিসেম্বর, ২০২১

# কেন্দ্র বাহিনীতে আপত্তি কেন?

দীর্ঘদিন পর নানা জটিলতা অতিক্রম করে কলকাতা পুরসভার নির্বাচন হতে চলেছে। এ বছরেই রাজ্য বিধানসভা নির্বাচন কেন্দ্রীয় বাহিনী নিয়ে সম্পন্ন হয়েছিল। অনেকগুলি পর্যায়ে সে নির্বাচন পর্বে হিংসা ও রক্তপাত থেমে থাকেনি। তারও আগে পঞ্চায়েত নির্বাচনে বহু নির্বাচন পদপ্রার্থী তাদের মনোনয়ন পত্র জমা দিতে পারে নি বলে অভিযোগ তুলেছিলেন। কয়েক মাসের ব্যবধানে এই পুরো নির্বাচনের হিংসা হবে না এমন নিশ্চয়তা কোন রাজনৈতিক দলই দিতে পারেনি। এ বিষয় নিয়ে রাজ্যপালের দায়িত্ব অনেক বেশি। কোনও কোনও বিরোধী দল কেন্দ্রীয় বাহিনীর সাহায্যে পুরভোট করানোর দাবি নানা জায়গায় উত্থাপন করেছে। স্বাভাবিক ভাবেই শাসক দল এ ব্যাপারে নিরুত্তাপ। যারা লোকসভা এবং বিধানসভায় হিংসা আশ্রয় করতে পারে তারাই পুরসভার ভোটে অনুপস্থিত থাকবে এমন কোনও ঐন্দ্রজালিক শক্তির উপস্থিতি জানা যাচ্ছে না। তবু ভোটের কাজে সরকারি দায়িত্ব নিয়ে অজস্র ভোটকর্মী গণতন্ত্রের শ্রেষ্ঠ উৎসবকে সার্থক করে তোলার দায়িত্ব নেন। রাজনৈতিক হিংসায় যে সমস্ত দায়িত্ববান ভোট কর্মী প্রাণ হারান তারা দ্রুত হারিয়ে যান এবং অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়েন রাজনীতির আঙিনায়। শুধু যে ভোট কর্মীরা হিংসার বলি হন তাই নয় নিরীহ ভোটাররাও বিপদের মধ্যে থাকেন ক্ষেত্র বিশেষে প্রাণ হারানোর খবরও পাওয়া যায়। বিগত কলকাতা পুরসভা নির্বাচনে বহু হিংসার খবর এসেছিল। আগামী নির্বাচনে সাম্প্রতিক বিধানসভা ফলের নিরিখে আরও বেশি হিংসার আবহাওয়া তৈরি হবার সম্ভাবনা রয়েছে। শাসকের মতো বিরোধী দলগুলিও ভোটের ময়দানে এক ইঞ্চি জমি ছাড়তেও রাজি নয়। এই প্রেক্ষিতে রাজ্যের প্রধান বিরোধীদল তাকিয়ে রয়েছে প্রশাসনিক প্রধান রাজ্যপালের দিকে। রাজ্যপালের সিদ্ধান্ত, রাজ্য নির্বাচনী কমিশনের সিদ্ধান্তের ওপর নির্ভর করছে কলকাতা মহানগরের নির্বাচন আবহাওয়া।

কোভিড পরিস্থিতিতে স্বাভাবিক ভাবেই এবারের নির্বাচন অবশ্যই ঝুঁকি পূর্ণ। প্রাক্ নির্বাচন প্রচারে লক্ষ্য করা যাচ্ছে নিয়ম নীতি ভাঙার প্রবণতা। গত বিধানসভা নির্বাচনেও এমন প্রবণতা প্রবলভাবে দেখা গিয়েছিল এবং তার ভয়ঙ্কর ফলাফলে মিলেছিল অনেকগুলি প্রাণহানির সংবাদ।

এবারের পুর ভোটে রাজ্য নির্বাচন কমিশন অনেকগুলি গুণগত পরিবর্তন এনেছে। এবারের ভোটে ভিভিপ্যাট মেশিনটি থাকছে না অর্থাৎ টেস্ট ভোটের কোনও জায়গা নেই। নোটার বিষয়টিও ব্যালটে থাকছে না অর্থাৎ পছন্দ অপছন্দ অনেকটাই গৌণ হয়ে গেছে। পুর ভোটে এবারের ৫০টি মক পোলের বিধান বলবৎ হচ্ছে না। ভোটের সময়সীমা এখনও পর্যন্ত সকাল ৭টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত রাখা হয়েছে। অন-লাইন ভোটের দাবি কোনও নির্বাচন কমিশনই মান্যতা দিতে রাজি নয়। ফলে সম্পূর্ণ দুর্নীতিমুক্ত, হিংসামুক্ত নির্বাচন প্রক্রিয়া সোনার পাথরবাটির মতোই সত্য। রাজনৈতিক হিংসা কমাতে সংশ্লিষ্ট দলগুলির আরও অনেক বেশি দায়িত্ববান হওয়া কর্তব্য। নেতাদের কোনও প্রকার উসকানি মূলক বক্তব্য কিংবা আচরণ পরিস্থিতি ভয়ংকর দিকে নিয়ে যেতে পারে। প্রতিটি নির্বাচনেই ভোট কর্মীদের ওপর যে মানসিক চাপ সৃষ্টি করার কৌশল চলে সেখানে কেন্দ্রীয় বাহিনী অনেকটাই নিরাপত্তা দিতে সক্ষম। দেখা গেছে কোনও ভোট কেন্দ্রে গণ্ডগোল হলে পুলিশ কর্মীরা অসহায় হয়ে পড়েন এবং কখনও কখনও তারা বুথ থেকে অদৃশ্য হয়ে যান এমন অভিযোগও অনেক ভোট কর্মী করে থাকেন। যখন রাজনৈতিক দলগুলি, নির্বাচক মণ্ডলী লোকসভা বিধানসভার মতোই অপরিবর্তিত তখন কেন্দ্রীয় বাহিনী দিয়ে ভোট করানোই বাস্তবসম্মত এবং কাম্য।

## শ্রীঈশোপনিষদ

**মন্ত্র চোদ্দ**

সম্ভূতিং চ বিনাশং চ যস্তদ্ বেদোভয়ং সহ
বিনাশের মৃত্যুং তীর্ত্বা সম্ভূত্যামৃতমশ্নুতে।।১৪।।

**অনুবাদ**

পরমপুরুষ ভগবান, তাঁর অপ্রাকৃত নাম এবং অস্থায়ী দেবতাকুল, মানুষ এবং পশুকুল সহ অনিত্য সম্বন্ধে পরিপূর্ণভাবে জানা উচিত। কেউ যখন এই সম্বন্ধে জানেন, তিনি তখন মৃত্যু ও ক্ষণস্থায়ী জড় জগৎ অতিক্রম করেন এবং সনাতন ভগবৎ–ধামে তিনি তাঁর সচ্চিদানন্দময় জীবন উপভোগ করেন।

**তাৎপর্য**

ভগবদ্গীতায় শ্রীভগবান তাঁর ব্যক্তিগত রশ্মি ব্রহ্মজ্যোতি অর্থাৎ তাঁর সাকার রূপের উজ্জ্বল জ্যোতির ব্যাখ্যা করে বলেছেন যে–

ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহমমৃতস্যাব্যয়স্য চ।
শাশ্বতস্য চ ধর্মস্য সুখস্যৈকান্তিকস্য চ।।

"আমিই নির্বিশেষ ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা বা আশ্রয়।" (ভঃ গীঃ ১৪/২৭)

ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান হচ্ছেন একই পরমতত্ত্বের তিনটি প্রকাশ। পরমার্থ অনুশীলনে সর্বপ্রথমে ব্রহ্মানুভূতি হয়। অনুশীলনে আরও উন্নতি হলে পরমাত্মা অনুভব হয় এবং ভগবান উপলব্ধি হচ্ছে পরমতত্ত্বের চরম উপলব্ধি। এটি ভগবদ্গীতায় প্রতিপন্ন হয়েছে, যেখানে ভগবান বলেছেন যে, তিনিই হচ্ছেন ব্রহ্মজ্যোতি ও সর্বব্যাপী পরমাত্মার মূল উৎস পরমতত্ত্বের চরম ধারণা। ভগবদ্গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন যে, তিনিই হচ্ছেন পরমতত্ত্বের নির্বিশেষ ধারণা ব্রহ্মজ্যোতির অন্তিম উৎস এবং তাঁর অসীম শক্তি ব্যাখ্যা করার কোন প্রয়োজন নেই। তিনি বলেছেন–

অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জুন।
বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ।।

"কিন্তু অর্জুন এই সমস্ত কিছুর পুঙ্খানুপুঙ্খ জ্ঞানের কি প্রয়োজন?

## ফেসবুক বার্তা

### হুগলীতে এই প্রথম

চন্দননগরের বড়বাজারে রবিবারের সন্ধ্যে, পরিবার, আত্মীয়-স্বজনকে সাক্ষী রেখে বড়বাজারের বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের চাকরিরত যুবক উৎসব ও পঞ্জাবের অম্বলার তরুণীর চার হাত এক হল, যিনি করলেন তিনি একজন মহিলা পুরোহিত অনীতা মুখোপাধ্যায়, জেলায় যা প্রথম।

THE HOOGHLY BUZZ



# তুমি অধম, ভাবিও না আমি উত্তম হইব

নির্মল গোস্বামী

বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতির রুটি সেঁকা হচ্ছে ত্রিপুরার রাজনীতির তাওয়ায়। পুর ভোটকে নিয়ে ত্রিপুরার রাজনীতির যে উত্তাপ প্রবাহ বইছে তার উষ্ণতার তাপে স্বর স্বর অবস্থা পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতির। তর্কবিতর্ক আলোচনায় টিভির সান্ধ্য আড্ডা সরগরম। শাসক বিরোধীদের চাপান উতর শুনতে শুনতে একটা জনপ্রিয় বাংলা গানের কলি মনে উদয় হল। গানটির লাইন হল 'সোনার হাতে সোনার কাঁকন, কে কার তুলনা হবে বলনা' একদল বলছে ত্রিপুরায় বিজেপি জামানায় গণতন্ত্র নেই। আর বিজেপি বলছে যারা পশ্চিমবঙ্গে গণতন্ত্রের শ্মশান যাত্রা করিয়েছে তাদের মুখে গণতন্ত্রের বুলি মানায় না। রাজনীতির লোকজন যা ইচ্ছা তাই বলতে পারে। তবে সাধারণ মানুষের মুখের কথা হল 'চালুনি করে সূচের বিচার'। আবার কেউ কেউ বলছে 'দেখ কেমন লাগে।' 'এই দেখ কেমন লাগে'– স্বস্তির বচন নয়। কারণ রাজনীতির লাটাই থাকে নেতাদের হাতে কিন্তু রাজনীতির জটে জড়িয়ে মরে সাধারণ মানুষ। মার খায়, রক্ত ঝরে, ঘর পোড়ে সেই সাধারণ মানুষেরই। তাই নিরাপদ দূরত্ব বলে কিছু থাকে না। স্বাভাবিক ভাবেই গরজ থাকে দুকথা বলার।

কিছুদিন আগে বিজেপির প্রাক্তন সভাপতি তথাগত রায় প্রায়ই বলতেন যে মমতা বামফ্রন্টের মেধাবী ছাত্রী। কারণ বামফ্রন্ট যা যা করত মমতা সেই ভাবেই রাজ্য চালাচ্ছে কোথাও কোথাও তাকেও ছাড়িয়ে যাচ্ছে। আজ চিত্রটা একটু বদল ঘটেছে। এখন বলা হচ্ছে ত্রিপুরা বিজেপি–তৃণমূল সরকারের মেধাবী ছাত্রের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। বিরোধী বিজেপির সঙ্গে তৃণমূল সরকার যা যা করেছে এবং যা যুক্তি দিয়েছে ত্রিপুরায় শাসক বিজেপি বিরোধী তৃণমূলের সঙ্গে সেই একই যুক্তিতে তাই তাই করছে। পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট, তৃণমূল ও ত্রিপুরার বিজেপি সরকারের মধ্যে গুণগত কোনও পার্থক্য নেই। সন্ত্রাসের মাত্রার হেরফের হতে পারে কিছুক্ষেত্রে। এর বেশি নয়। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হল এই যে যারা আজ সন্ত্রাসে পোক্ত হয়ে উঠেছে তারা কিন্তু একদিন সন্ত্রাসের বিরোধিতা করেই জনগণের আস্থা অর্জন করেছিল। সরকার গড়ার মতো পর্যাপ্ত সাংগঠনিক শক্তি না থাকা সত্ত্বেও তারা গরিষ্ঠতা পেয়েছিল জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত ভোটে। ১৯৭৭ সালে বামফ্রন্ট জনতা দলের কাছে ১৪০টা সিটের দাবি করেছিল। জনতা দলের নেতা প্রফুল্ল সেন বামেদের সাকুল্যে ১০০–র বেশি সিট দিতে রাজী হল না। ভেস্তে গেল জোট। বামফ্রন্ট একা লড়ে ১৯০ মতো সিট পেয়ে গেল। আবার ২০১১ তৃণমূল



ক্ষমতা যখন পেল, তখন তাদের শক্তি ছিল সীমাবদ্ধ। সারা বাংলায় সংগঠন ছিল না। কিন্তু মমতা ব্যানার্জীর অতীত আন্দোলনের উপর ভরসা রেখে জনগণ ঢেলে ভোট দিল। আবার ত্রিপুরায় দীর্ঘ বাম শাসনের অবসান ঘটাতে কিন্তু বিজেপিকে সন্ত্রাসের রাস্তা ধরতে হয় নি। গণতন্ত্রের মসৃণপথেই ক্ষমতা দখল করেছে বিজেপি।

আমাদের মনে রাখতে হবে যে ত্রিপুরা ও বাংলার রাজনীতি চরিত্র মূলত এক হয়ে গেছে দীর্ঘ বাম শাসনের ফলে। তাই বোধ হয় বর্তমান বাংলা আর বর্তমান ত্রিপুরার রাজনীতির শুরুটা একই তারে বাঁধা হয়ে গেছে।

কিন্তু এক জায়গায় ধন্দে পড়তে হয়। সেটা হল বিজেপিকে নিয়ে। গুজরাটে বিজেপি ২০ বছর রাজত্ব করছে সেখানকার বিরোধী কংগ্রেস সরকার বদল হল কিন্তু ভোট সন্ত্রাসের অভিযোগ করে নি কোনও দিন। রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড়ে সরকার বদল হল কিন্তু ভোট সন্ত্রাসের খবর নেই। এমনকি আমাদের গা ঘেষা রাজ্য ঝাড়খণ্ডেও নির্বাচনী হিংসা তেমনভাবে নেই। হ্যাঁ বিজেপির বিরুদ্ধে দল ভাঙানো বা এমএলএ কেনার অভিযোগ অবশ্যই আছে। কিন্তু ভোট সন্ত্রাসের অভিযোগ নেই। এখন প্রশ্ন হল ত্রিপুরা বিজেপির চরিত্র বদল হল কেন? এই বদলটা কি তৃণমূলকে শিক্ষা দেবার জন্য নেহাতই কাকতালীয়? না কি বিজেপি তার রাজনৈতিক ডিএনএ–তে বদল ঘটাচ্ছে যা ত্রিপুরায় আমরা দেখতে পাচ্ছি। তা যদি হয় তবে সামনে খুব অন্ধকার দিন আসছে ভাবতে হবে। একটা সুসংগঠিত দল যারা কেন্দ্রে এবং ১৪–১৫টা রাজ্যে শাসন ক্ষমতায় আসীন, তারা যদি নির্বাচনী সন্ত্রাস শুরু করে তাহলে তা ভয়ংকর রূপ নিতে পারে। আর তা যদি না হয় তাহলে ধরে নিতে হবে পশ্চিমবঙ্গের তৃণমূলের দেখানো পথে চলে ক্ষমতায় টিকে থাকতে চাইছে। এটা নেহাতই আঞ্চলিক রোগ। যে রোগ বাম আমলে ত্রিপুরায় সঞ্চারিত হয়েছিল আজ তৃণমূলকে শিখণ্ডী করে তারা সেই চর্চাই করে চলেছে।

এখন প্রশ্ন হল তৃণমূল যদি পশ্চিমবঙ্গে সন্ত্রাস না করত, তাহলে কি বিজেপি ত্রিপুরায় এ জিনিস করত না? তা কিন্তু হলফ করে বলা যাবে না। যেমন বলা যাবে না ৭২–এর কংগ্রেস যদি নির্বাচনী সন্ত্রাস না করত তাহলে বামফ্রন্ট কি গণতন্ত্রের শ্রেষ্ঠ পূজারী হত? আবার বাম আমলে যদি সন্ত্রাস না হতো তাহলে তৃণমূল সত্যি সত্যি পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে বদল আনত কি? রাজনীতিতে এসব যদি'র কোন স্থান থাকে না। সবদলই তার পূর্বতন শাসকের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বলছে 'ওরা কি করেছে'। ভাবখানা এমন যে পূর্বতন সরকার গণতন্ত্র হত্যা করেছে তাই আমারও সেই অধিকার আছে। অদৃষ্টের অন্ধ বিচার এই যে প্রত্যেক দলই কিন্তু গণতন্ত্র বাঁচাবার প্রতিশ্রুতি দিয়েই ক্ষমতায় আসে মানুষের ন্যূনতম সংবিধান প্রদত্ত অধিকার ভোটদানের অধিকার সেটাকে সিঁড়ি করে। আর তারপর সেই সিঁড়িটাই প্রথমে ভাঙতে চায়। যাতে সহজে আর কোনও দল না উঠতে পারে। দলগুলো যদি আন্তরিক হতো তবে এই নির্বাচনী সন্ত্রাস বন্ধ করতে পারত। পূর্বে গো–বলয়ের নির্বাচনে ব্যাপক সন্ত্রাস হতো। সময়ের সাথে সাথে সেখানকার দলগুলোর আন্তরিকতায় আজ তা বন্ধ হয়েছে। কেবল পশ্চিমবঙ্গে এবং ত্রিপুরায় সন্ত্রাস দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে নিত্য নতুন অছিলায় এবং পদ্ধতিতে।

আলাদা দল, আলাদা আদর্শ, আলাদা কর্মসূচি। তাদের রাজনৈতিক সাংস্কৃতি তো আলাদা হওয়ার কথা ছিল। অথচ কার্যক্ষেত্রে সকলেরই রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক এক হয়ে যায় বঙ্গের মাটিতে। তবে কী এটা মাটির দোষ! অধম রাজনীতির পরম্পরা থেকে কেউই বের হতে চাইছে না। কংগ্রেস বিজেপির অন্য রাজ্যে অন্য ভূমিকা আমরা দেখেছি। কিন্তু অন্য রাজ্যে তৃণমূল শাসক এটা দেখা হয়নি। যদি সুযোগ আসে এবং ভিনরাজ্যে যদি তৃণমূলের অন্য ভূমিকা দেখা যায় তাহলে ধরে নিতে হবে দল নয়–বাংলার মাটি বাংলার মানুষই এর জন্য দায়ী।

# সাতটি অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টরি

নিজস্ব প্রতিনিধি : দেশের অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টরিগুলি স্বাধীনতার পরে দীর্ঘকাল অবহেলিত হয়েছিল। কিন্তু অমৃত মহোৎসব বছরে তাদের পুনরুজ্জীবনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এটি দেশকে প্রতিরক্ষা খাতে স্বনির্ভর করবে এবং সেনাবাহিনীর অস্ত্রের চাহিদা পূরণ করবে। ফলে আগামিদিনে ভারত প্রতিরক্ষা সরঞ্জামের একটি প্রধান রপ্তানিকারক দেশ হিসাবে আবির্ভূত হবে।



ভারতের অস্ত্র কারখানাগুলির দীর্ঘ দুই শতাব্দীরও বেশি প্রাচীন ইতিহাস রয়েছে যা একসময় বিশ্বের অন্যতম শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান হিসাবে গণ্য করা হতো। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ভারতের অস্ত্র কারখানাগুলির শক্তি সম্পর্কে অবহিত হয় সারা বিশ্ব। তখন উন্নতমানের সম্পদ এবং দক্ষতা ছিল। কিন্তু স্বাধীনতার পর দীর্ঘ সময় ধরে কারখানাগুলির আধুনিকীকরণ হয়নি। ফলস্বরূপ, ভারত প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে সরঞ্জামের জন্য বিদেশের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। কিন্তু বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার সামরিক সক্ষমতা বৃদ্ধির উপর নজর দিচ্ছে, সেনাবাহিনীর জন্য অস্ত্র ও গোলাবারুদের প্রয়োজনীয়তা পূরণের লক্ষ্যে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দশেরা উপলক্ষ্যে সাতটি নতুন প্রতিরক্ষা সংস্থাদেশকে উৎসর্গ করেছেন যা সেনাবাহিনীকে শক্তিশালী এবং আধুনিক করবে।

# সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম

নিজস্ব প্রতিনিধি : ৩৭০ ধারা বিলুপ্তির মাধ্যমে কাশ্মীর উপত্যকায় উন্নয়নের পথ প্রশস্ত হয়েছে। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের জন্য কাশ্মীরকে পৃথিবীর স্বর্গ হিসাবে অভিহিত করা হয়। গত ৩১ বছর ধরে প্রতিবেশী দেশের ঘৃণ্য উদ্দেশ্য এবং চক্রান্তের কারণে কাশ্মীরে সন্ত্রাসবাদ মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিল। এখন সেই কাশ্মীরেই বিকাশের নতুন ধারার সূচনা হয়েছে। কাশ্মীর সফরে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ একাধিক উন্নয়ন প্রকল্পের সূচনা করেছেন। সন্ত্রাসী হামলায় শহিদ পুলিশ কর্মীদের পরিবার পরিদর্শন বা বিএসএফ জওয়ানদের সঙ্গে সময় কাটিয়েছিলেন। সন্ত্রাসবাদ অবসানে তাঁর দৃঢ় অভিপ্রায়ের ইঙ্গিত পাওয়া যায় যখন তিনি মঞ্চে দাঁড়িয়ে বুলেটপ্রুফ গ্লাসটি সরিয়ে বলেছিলেন আমি উপত্যকার যুবকদের সাথে বন্ধুত্ব করতে এসেছি'।

দেশের তরুণরাই যে কোনও ক্ষেত্রে ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে পারেন। জম্মু ও কাশ্মীরের জনসংখ্যার প্রায় ৭০ শতাংশের বয়স ৩৫ বছরের নিচে। সেক্ষেত্রে সহজেই অনুমেয় যে আগামী দিনে কাশ্মীরের অগ্রগতিতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করবেন সেই রাজ্যের তরুণরা। আগে কাশ্মীর থেকে পাথর নিক্ষেপ এবং হিংসার ঘটনাগুলি খবরের শিরোনামে থাকত কিন্তু আজ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে জম্মু ও কাশ্মীরের যুব সম্প্রদায় উন্নয়ন, শিক্ষা এবং কর্মসংস্থানের কথা বলছে। এই কারণেই স্বরাষ্ট্র ও সহযোগিতা মন্ত্রী অমিত শাহ তাঁর চার দিনের জম্মু ও কাশ্মীর সফরে বলেছিলেন, এখন যতই চেষ্টা করা হোক না কেন, পরিবর্তনের এই হাওয়া কেউ প্রতিরোধ করতে পারবে না। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহ কাশ্মীরের তরুণদের উদ্বুদ্ধ করেন। কেন্দ্রীয় সরকার জম্মু ও কাশ্মীরের যুবকদের রাজ্যের শান্তি ও উন্নয়নের দূত হিসাবে গড়ে তুলতে বদ্ধপরিকর। এখন আর কেউ কাশ্মীরের শান্তি নষ্ট করতে পারবে না।

কেন্দ্রীয় সরকার চায় কাশ্মীরের যুবকরা হাতে বই তুলে নিক, পাথর নয়, অস্ত্র নয়। দেশের বাকি সকল রাজ্যের পড়ুয়াদের মতো এখানকার শিক্ষার্থীরাও আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষা গ্রহণ করুক। শিক্ষাই মানুষ এবং সমাজ জীবনে পরিবর্তন আনে। এই রাজ্যের যুবকরাও উন্নতির অগ্রদূত হয়ে উঠুক এবং তাঁদের জীবনকে সমৃদ্ধশালী করে তুলুক।

৩৭০ ধারা বাতিল করার পর, কেন্দ্রীয় সরকার জম্মু ও কাশ্মীরের জনগণকে তাঁদের ন্যায্য এবং প্রাপ্য অধিকার ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এর ফলে জম্মু ও কাশ্মীরকে দ্রুত অগ্রগতির পথে নিয়ে যেতে অন্যায়ের অবসান হয়েছে। এখন জম্মু ও কাশ্মীর উভয়ের বিকাশযাত্রা দ্রুত হয়েছে। এখন সংবিধান অনুযায়ী জনগণ তাঁদের অধিকার ও বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের সুবিধা পাচ্ছেন। আজ, জম্মু ও কাশ্মীরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী উন্নয়নের এক নতুন যুগের সূচনা করেছেন এবং সেখানকার মানুষদের জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তন আনা তাঁর অগ্রাধিকারে পরিণত হয়েছে।

# প্রধানমন্ত্রী আত্ম নির্ভর স্বাস্থ্য ভারত

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২০২১ সালের ১ ফেব্রুয়ারি সাধারণ বাজেট পেশ করার সময় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন প্রধানমন্ত্রী আত্মনির্ভর স্বাস্থ্য ভারত প্রকল্প ঘোষণা করেছিলেন। এই প্রকল্পটির একমাত্র উদ্দেশ্য হল দেশের স্বাস্থ্যসেবা পরিকাঠামোকে শক্তিশালী করা। পাঁচ বছরের মধ্যে স্বাস্থ্য পরিকাঠামোর উন্নতিতে ৬৪,১৮০কোটি টাকা ব্যয় করা হবে। ২৫ অক্টোবর বারাণসী থেকে এই প্রকল্পটি উদ্বোধন করার সময়, প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন, স্বাধীনতার পরে দীর্ঘ সময় ধরে, স্বাস্থ্য পরিকাঠামোর উন্নয়নের দিকটি অবহেলিত ছিল। আমাদের দেশে দরিদ্র ও মধ্যবিত্তদের মধ্যে স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রাপ্যতার মধ্যে বিশাল ব্যবধান রয়েছে। এই প্রকল্পটি দেশের স্বাস্থ্যসেবায় ত্রুটিগুলির সমাধান করবে। আমাদের স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে এমনভাবে প্রস্তুত করা হচ্ছে যাতে আমরা ভবিষ্যতে যে কোনও মহামারী মোকাবেলা করতে সক্ষম হই। প্রকল্পটির লক্ষ্য হল দেশের গ্রাম থেকে ব্লক, জেলা, আঞ্চলিক এবং জাতীয় স্তরে গুরুত্বপূর্ণ স্বাস্থ্যসেবা নেটওয়ার্ককে শক্তিশালী করা।এই মিশনের তিনটি প্রধান দিক রয়েছে। প্রথমটি রোগ নির্ণয় এবং চিকিৎসার জন্য সুবিধা তৈরির সঙ্গে সম্পর্কিত। ডায়াগনস্টিক সিস্টেমের অধীনে, স্বাস্থ্য ও সুস্থতা কেন্দ্র স্থাপনের সঙ্গে বিনামূল্যে রোগ শনাক্তকরণ হবে। সময়মতো রোগ নির্ণয় হলে মানুষের প্রাণের ঝুঁকি কমে। ৬০০টিরও বেশি জেলায় গুরুতর অসুস্থদের চিকিৎসার জন্য ৩৫ হাজারের বেশি নতুন শয্যা প্রস্তুত করা হবে। বাকি ১২৫টি জেলায় রেফারেল সুবিধা দেওয়া হবে। দ্বিতীয় বিষয়টি রোগ নির্ণয়ের জন্য নেটওয়ার্কের সঙ্গে সম্পর্কিত। এই মিশনের আওতায় রোগ নির্ণয় ও পর্যবেক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গড়ে তোলা হবে। ৭৩০টি জেলায় সমন্বিত জনস্বাস্থ্য পরীক্ষাগার স্থাপন করা হবে। তৃতীয় বিষয়টি হল মহামারি সংক্রান্ত গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সম্প্রসারণ ও ক্ষমতায়ন। এর অধীনে, দেশের প্রতিটি অংশে চিকিৎসা থেকে সমালোচনামূলক গবেষণা পর্যন্ত একটি সামগ্রিক ব্যবস্থা গঠন করা হবে।

# মহিলাদের নিরাপত্তা জোরদার করা হচ্ছে

নিজস্ব প্রতিনিধি : যে সমাজে নারীদের সম্মান করা হয়, সেই সমাজের উন্নতি হয়। নারীরা শিক্ষিত হলে তাঁরা তাঁদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হন এবং নিজেরাই নিজেদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেন। শিক্ষাকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে, যা অর্থনৈতিক স্বাধীনতা নিয়ে আসে। এই প্রেক্ষাপটে, গত কয়েক বছরে, মহিলাদের সুরক্ষা থেকে স্বনির্ভরতা পর্যন্ত, কেন্দ্রীয় সরকার অনেকগুলি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে, ফলে মহিলারা আজ পুরুষদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করতে সক্ষম হয়েছেন। দীর্ঘদিনের দাবি ছিল নারী নির্যাতনের জন্য কঠোর শাস্তির বিধান করা হোক। এর জন্য কেন্দ্রীয় সরকার ভারতীয় দণ্ডবিধিতে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সাধন করেছে। ১২ বছরের কম বয়সি নাবালিকা ধর্ষণের ক্ষেত্রে মৃত্যুদণ্ডের বিধান দেওয়া হয়েছে এবং আগে ১৬ বছরের কম বয়সি নাবালিকা ধর্ষণের ক্ষেত্রে শাস্তি ছিল মাত্র ১০ বছর, যা এখন বাড়িয়ে ২০ বছর করা হয়েছে। নারীদের দ্রুত ন্যায়বিচার প্রদানের জন্য দুমাসের মধ্যে তদন্ত ও বিচার শেষ করার বিধান রাখা হয়েছে যাতে আক্রমণকারীরা নির্যাতিতদের পরিবার ও সাক্ষীদের ভয় দেখাতে না পারে।

হিংসার শিকার নারীদের জন্য সর্বজনীন হেল্পলাইন (১৮১) চালু করা হয়েছিল, মহানগর এবং শহরাঞ্চলে সরকারি ও বেসরকারি কর্মক্ষেত্রে মহিলাদের নিরাপত্তার জন্য শি–বক্স' তৈরি করা হয়েছিল। গার্হস্থ্য হিংসার মতো মামলা চালানোর জন্য ওয়ান–স্টপ সেন্টার' স্থাপন করা হয়েছে। দেশে ফাস্ট ট্র্যাক কোর্ট, মহিলা হেল্প ডেস্ক এবং হিম্মত অ্যাপ নির্ভয়া তহবিল দিয়ে শুরু হয়েছিল, যা পুলিশ এবং মহিলাদের মধ্যে সেতু হিসাবে কাজ করে। নাবালিকা ও নারী পাচার রোধ করার জন্য সংসদে বিল উত্থাপন করা হয়েছিল।এই বিল নিশ্চিত করে যে এই ধরনের মামলাগুলি অবিলম্বে ট্র্যাক করা যাবে এবং দ্রুত ন্যায়বিচার করা যাবে। বিলের অধীনে জোরপূর্বক শ্রম, পতিতাবৃত্তি, যৌন শোষণ, জোরপূর্বক বিবাহ ইত্যাদির বিরুদ্ধে শাস্তির বিধান রয়েছে। শুধু আইনি সুরক্ষাই নয়, কেন্দ্রীয় সরকার মহিলাদের আত্মসম্মান রক্ষার জন্য মিশন মোডে কাজ করছে, তা সে বাড়ি বাড়ি শৌচাগার নির্মাণ হোক বা প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার অধীনে সম্পত্তির মালিকানা মহিলাদের হাতে তুলে দেওয়া। মুদ্রা ঋণ যোজনায় ৭০ শতাংশ সুবিধাভোগী নারী। উজ্জ্বলা স্কিমের অধীনে বিনামূল্যে এলপিজি গ্যাস সংযোগের মতো উদ্যোগ মহিলাদের মর্যাদা বৃদ্ধি করেছে।

জম্মু ও কাশ্মীরের বাসিন্দা নয় এমন কোন পুরুষকে বিয়ে করলে উক্ত রাজ্যের মহিলা এবং তাঁদের সন্তানরা পৈতৃক সম্পত্তির অধিকার থেকে বঞ্চিত হতেন। কিন্তু ৩৭০ এবং ৩৫এ–ধারা বাতিল হওয়ার পর এই অঞ্চলের মহিলারা তাঁদের প্রাপ্য অধিকার পেয়েছেন। এনআরআই পাত্রদের বিয়ে এবং পরবর্তী সময়ে স্ত্রীদের পরিত্যাগ করার ক্ষেত্রেও আইনটি কঠোর করা হয়েছে।

কেন্দ্রীয় সরকারের নারী–কেন্দ্রিক উদ্যোগ থেকে এখন সামাজিক উপলব্ধির সংজ্ঞা পরিবর্তিত হয়েছে। মহিলাদের সমান সুযোগ দেওয়ার জন্য, কেন্দ্রীয় সরকার সারদা আইন– ১৯৭৮ সংশোধন করার জন্য একটি টাস্ক ফোর্স গঠন করেছে। এই টাস্ক ফোর্সের প্রধান দায়িত্ব হবে বিয়ের ন্যূনতম বয়স নির্ধারণ করা। বর্তমানে মেয়েদের বিয়ের ন্যূনতম বয়স ১৮ বছর। হিংসার শিকার নারীদের ত্রাণ প্রদানের জন্য, সরকার সম্প্রতি মেডিক্যাল টার্মিনেশন প্রেগন্যান্সি অ্যাক্ট' অনুমোদন করেছে, যেখানে গর্ভপাতের সময়সীমা ২০ সপ্তাহ থেকে বাড়িয়ে ২৪ সপ্তাহ করা হয়েছে। মাতৃত্বকালীন ছুটির সময়সীমাও ১২ থেকে ২৬ সপ্তাহ বৃদ্ধি করা হয়েছে। সামাজিক নিষেধাজ্ঞার চোখরাঙানি উপেক্ষা করে, প্রথমবার একজন প্রধানমন্ত্রী লালকেল্লা থেকে মহিলাদের জন্য সহজে এবং সস্তায় স্যানিটারি ন্যাপকিনের প্রাপ্যতার গুরুত্ব উল্লেখ করেছেন।

নিঃসন্দেহে আজকের নারীরা স্বাধীন, আর্থিকভাবে ক্ষমতাশালী, সংকল্পে অটল,নিরাপত্তা বোধের অধিকারী। তাঁরা প্রতিটি ক্ষেত্রে সমানভাবে তাঁদের শক্তি, যোগ্যতা এবং দক্ষতা প্রদানে সক্ষম। সমাজের তথাকথিত চিন্তাধারায় পরিবর্তন এসেছে। বহুকাল ধরে একটি মেয়ে বা মহিলাকে নিকৃষ্ট মনে করা হত, তাঁদের একজন পরিপূর্ণ সামাজিক মানুষ হিসাবেও গণ্য করা হত না। কিন্তু এখন সময় এসেছে বদলের। এমতাবস্থায় সমাজেরও দায়িত্ব হল অঙ্গীকার করা যে, আমরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে নারীদের বিরুদ্ধে সংঘটিতহিংসা ও অপরাধের অবসান করব।

# এনসিসি প্রতিষ্ঠা দিবস



**নিজস্ব প্রতিনিধি :** রবিবার সকালে সিউড়ি বিদ্যাসাগর কলেজ মাঠে ১৫ নং বেঙ্গল এনসিসি ব্যাটেলিয়ানের উদ্যোগে ৭৩তম এনসিসি প্রতিষ্ঠা দিবস পালন করা হলো। জেলাশাসক বিধান রায়, পুলিশ সুপার নগেন্দ্রনাথ ত্রিপাঠী, ১৫ নং ব্যাটেলিয়ান এনসিসি সিও এলবি সিং সহ বিশিষ্টজনেরা উপস্থিত ছিলেন।

# স্কুলমুখী করতে উদ্যোগ



**নিজস্ব প্রতিনিধি :** সরকারি নির্দেশনা অনুযায়ী কোভিড প্রটোকোল মেনে গত ১৬ নভেম্বর বিদ্যালয়ে নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর পঠনপাঠন শুরু হয়েছে। কিন্তু বাজিতপুর উচ্চ বিদ্যালয়ে অধিকাংশ ছাত্র ছাত্রী বীরভূম জেলার পিছিয়ে পড়া এলাকার এবং প্রথম প্রজন্মের শিক্ষার্থী। দীর্ঘদিন স্বাভাবিক পঠনপাঠন বন্ধ থাকায় বেশ কিছু ছেলেমেয়ে পড়াশোনার প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছে। খবর নিয়ে দেখা গেছে কিছু ছেলে জীবিকার কাজে যুক্ত হয়ে গেছে। আর বেশ কিছু মেয়েদের বিয়ের ব্যবস্থা অভিভাবকরা করে ফেলেছেন এবং কিছুক্ষেত্রে বিয়ে হয়েও গেছে। ফলস্বরূপ স্কুলছুট ছাত্রছাত্রী হওয়ায় সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে এই পিছিয়ে পড়া ছাত্রছাত্রীদের খোঁজে এবং বাল্যবিবাহের মতো দণ্ডনীয় সামাজিক অপরাধ থেকে সচেতনতা করার লক্ষ্যে কন্যাশ্রী ক্লাবের মেয়েদের নিয়ে প্রধান শিক্ষক প্রশান্ত কুমার দাসের নেতৃত্বে ২৭ নভেম্বর বাজিতপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে বর্ণাঢ্য সাইকেল যাত্রা করা হয়। প্রশান্তবাবু বলেন, এই স্কুলে তিনটি পঞ্চায়েতের অধীনে প্রায় ১৪টি গ্রামের দরিদ্র পরিবারের ছেলেমেয়েরা পড়তে আসে। এই সকল গ্রামের দরিদ্র পরিবারের মেয়েদের যাতে পড়া বন্ধ করে অভিভাবকরা অল্প বয়সেই বিয়ে না দেন তারজন্য সচেতনতা ও প্রচার খুব প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্য নিয়ে বাজিতপুর উচ্চ বিদ্যালয় প্রায় দেড়শ কন্যাশ্রী ক্লাবের মেয়েরা বাজিতপুর আদিবাসীপাড়া, হরিশড়া মালপাড়া, পাথাই, তকিপুর মানিককুণ্ডকরী গ্রামে সাইকেল যাত্রা করা হয় । এই সাইকেল যাত্রায় পঞ্চায়েত সমিতির শিক্ষা কর্মদক্ষ সূর্য মন্ডল, পঞ্চায়েত প্রধান পরশমণি সরেন, স্কুল ইন্সপেক্টর দীপেন্দু রানা সহ বিশিষ্টজনেরা উপস্থিত ছিলেন।

# সুলভ শৌচালয় খোলার দাবী

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** মানুষের ব্যবহার যোগ্য সুলভ শৌচালয় টি আচমকা বন্ধ করে দেয় পুরসভা। আর তার বিরুদ্ধেই এবার পোস্টার মেরে আন্দোলনের পথে নামলো জয়নগর মজিলপুর টাউন কংগ্রেস। জানা যায়, রাজ্যের একমাত্র কংগ্রেস পরিচালিত ১৫০ বছরের পুরোনো জয়নগর মজিলপুর পুরসভার বিভিন্ন ওয়ার্ডে পুরসভার পক্ষ থেকে সুলভ শৌচালয় নির্মাণ করা হয়েছে। জয়নগর থানার মোড়,মিত্রগঞ্জ বাজার,ধন্বন্তরির মোড়, স্টেশন মোড় সহ একাধিক জায়গায় এই শৌচালয় নির্মাণ করা হয়েছিল সাধারণ মানুষের ব্যবহারের উদ্দেশ্যে। গত তিন বছর আগে জনবহুল জয়নগর স্টেশন মোড়ের মানুষের সুবিধার কথা ভেবে পুরসভার ৮ নং ওয়ার্ডের কাঁসারি পাড়ার মুখে একটি সুলভ শৌচালয় নির্মাণ করে দেয় পুরসভা। দেখাশোনা করতো স্থানীয় পিন্টু ভট্টাচার্য নামে এক ব্যক্তি। উল্লেখ্য,গত ১৭ আগস্ট থেকে কংগ্রেসের পুর প্রশাসক সুজিত সরখেলকে সরিয়ে তৃণমূল নেতা সুকুমার হালদারকে পুর বোর্ডের চেয়ারপার্সন পদে বসানো হয়। গত মঙ্গলবার থেকে আচমকা শৌচালয়টি বন্ধ করে দেন বর্তমান পুর প্রশাসনিক বোর্ড বলে অভিযোগ। আর কেন এই ভাবে বন্ধ করে দেওয়া হল তা নিয়ে এবার জয়নগর মজিলপুর টাউন কংগ্রেসের পক্ষ থেকে বুধবার পোস্টার মারা হয় জয়নগর স্টেশন এলাকায়। এ ব্যাপারে পুরসভার




বর্তমান পুর প্রশাসক সুকুমার হালদার বলেন, এটি পুরসভার সম্পত্তি। কোনো রকম টেন্ডার ছাড়া এটি ব্যবহার করা যায় না। সরকারি নিয়ম না মেনে এই শৌচালয়টি ৮ নং ওয়ার্ডের পুর কো অর্ডিনেটর দেবাশীষ পালের নেতৃত্বে চলছিল। তাই বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে সরকারি নিয়ম মেনে টেন্ডার দিয়ে এখানে লোক নিয়োগ করে আবার সুলভ শৌচালয় টি চালু করা হবে। কংগ্রেস এতদিন অনৈতিক ভাবে এগুলো ব্যবহার করছিলো। এ ব্যাপারে তাঁর বিরুদ্ধে তোলা সব অভিযোগ অস্বীকার করে ৮ নং ওয়ার্ডের পুর কো অর্ডিনেটর দেবাশীষ পাল বলেন,পিছনের দরজা দিয়ে পুরসভা দখল নিয়ে সাধারণ মানুষ কে ধোঁকা দিচ্ছেন তৃণমূল। আর আমার বিরুদ্ধে তোলা অভিযোগ আগে প্রমাণ করুক ওরা। ওখানে স্থানীয় এক ব্যক্তি ওটি দেখাশোনা করতো। এর সাথে আমি কোনও ভাবেই যুক্ত নয়। এ শৌচালয়টির কেয়ারটেকার পিন্টু ভট্টাচার্য নিজে ৩-৪ টি ওয়ার্ডের কাউন্সিলাররা মিলে আমাকে ওটি দেখার জন্য নিয়োগ করে। কিন্তু বর্তমান পুর প্রশাসক বোর্ডের চেয়ারপার্সন আচমকা এটি বন্ধ করে দেয়। আর এটি বন্ধ হয়ে যাওয়ায় এলাকার ব্যবসায়ী থেকে শুরু করে গাড়ি চালক ও পথচারীরা সবাই সমস্যায় পড়েছে। আমি চাইবো দ্রুত এটি আবার চালু করা হোক। পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান সুজিত সরখেল বলেন, জনবহুল স্টেশন এলাকার মানুষের কথা ভেবে আমরা তখন ওখানে একটি সুলভ শৌচালয় নির্মাণ করে দিই। আর ওরা পিছনের দরজা দিয়ে পুরসভায় ঢুকেই ক্ষমতা দেখিয়ে সব বন্ধ করে দিচ্ছে। ওরা পুরসভার কোনো উন্নয়ন চায় না। পুরসভাকে শেষ করে দিতে চায়। তাই তো আমাদের তৈরি সব কাজ ওরা বন্ধ করে দিচ্ছে। আমরা করি সৃষ্টি আর ওরা করে ধ্বংস। সাধারণ মানুষের কথা ভেবে অবিলম্বে ওই শৌচালয়টি চালু না করলে আমরা আরো বড় আন্দোলনের পথে নামবো।

# পুর নির্বাচনে স্বার্থসিদ্ধিই মুখ্য, পরিষেবা তুচ্ছ

প্রথম পাতার পর

দিনে অন্তত এক প্রতিটি বাড়ি থেকে জঞ্জাল সংগ্রহ হয় কী না? সে বিষয়টি তার কাছে অজানা। বাড়ির সবজির জঞ্জাল পাড়ার রাস্তায় পলিথিন ভর্তি অবস্থায় পড়ে থাকে কেন? ভোটাররা কলকাতা পুরসংস্থার সম্পত্তি করের বিল সময় মতো পাচ্ছে কী না? সে বিষয়ে ওই প্রার্থী অজ্ঞ। এরই সঙ্গে ওই প্রার্থী ওয়ার্ডের স্থায়ী বাসিন্দা না হওয়ায় ভোটাররা তাদের বিপদেআপদে রাত–বিরেতে পুরপ্রতিনিধির সাহায্য–সহায়তা থেকে বঞ্চিত হবে। আবার ওয়ার্ডের বাসিন্দা না হওয়ায় ওয়ার্ডবাসীরাও তাকে চেনে না। ওয়ার্ডে কোনও দিন দেখেও নি। ভোটের সময় দেখার ফলে তার কাছে গিয়ে নিজের সমস্যার কথা বলতেও সংকোচ বোধ করছে।

এবার দেখা যাক কে কোন্ ওয়ার্ডে প্রতিনিধিত্ব করতে বেড়িয়েছেন। ৬ নম্বর বরোর ৫২ নম্বর ওয়ার্ডটি এবার মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত হওয়ায় ওই ওয়ার্ডের পুর প্রতিনিধি সন্দীপন সাহা এবার ৭ নম্বর বরোর ৫৮ নম্বর ওয়ার্ড থেকে তৃণমূলী প্রার্থী নির্বাচিত হয়েছেন। আবার ওই ওয়ার্ডের পুর প্রতিনিধি প্রাক্তন মেয়র পারিষদ স্বপন সমাদ্দার এবার ৫৬ নম্বর ওয়ার্ড থেকে প্রতিনিধিত্ব করবেন। ১৯৯৫ – '১৫ তে তিনি ৩ নম্বর বরোর ৩০ নম্বর ওয়ার্ড থেকে পুর প্রতিনিধিত্ব করতে বেড়িয়েছিলেন। সদ্য প্রয়াত সুব্রত মুখোপাধ্যায়–এর বোন তনিমা চট্টোপাধ্যায় এবার তৃণমূলী প্রার্থী রূপে ৮ নম্বর বরোর ৬৮ নম্বর ওয়ার্ড থেকে প্রতিনিধিত্ব করবেন। তিনি ২০১০ – '১৫ তে নিজ বাড়ির এলাকার ৮ নম্বর বরোরই ৮৭ নম্বর ওয়ার্ড থেকে প্রতিনিধিত্ব করেছেন। আবার তফসিলি জাতির প্রার্থীদের জন্য সংরক্ষিত হওয়ায় ৭৮ নম্বর ওয়ার্ডের পুর প্রতিনিধি নিজামউদ্দিন শামস এবার ওই ৯ নম্বর বরোই ৭৫ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূলী প্রার্থী নির্বাচিত হয়েছেন। ১১ নম্বর বরোর ১১০ নম্বর ওয়ার্ডের দীর্ঘ সাড়ে ছ'বছরের পুর প্রতিনিধিত্বকারীর ওয়ার্ডটি এবার তফসিলি জাতির প্রার্থীদের জন্য সংরক্ষিত হওয়ায় অরূপ চক্রবর্তীকে এবার উড়িয়ে নিয়ে গিয়ে ১০ নম্বর বরোর অন্তর্ভুক্ত ৯৮ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূলী প্রার্থী নির্বাচিত করা হয়েছে। বাঘাযতীন থেকে যাচ্ছেন নেতাজি নগরে। এদিকে প্রাক্তন মেয়র পারিষদ বৈশ্বানর চট্টোপাধ্যায়ের ৯০ নম্বর ওয়ার্ডটি মহিলা সংরক্ষিত হওয়ায় তিনি ওই আসনটি ২০১০ এর মতো স্ত্রী চৈতালি চট্টোপাধ্যায়কে ছেড়ে দিয়ে নিজে পাশের ৯১ নম্বর ওয়ার্ড থেকে প্রতিনিধিত্ব করবেন। আবার প্রাক্তন মেয়র পারিষদ দেবব্রত মজুমদারের ২০০০ থেকে অত্যন্ত পরিচিত ৯৬ নম্বর ওয়ার্ডটি মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত হওয়ায় দেবব্রতবাবু নিজের পুরাতন ৯৭ নম্বর ওয়ার্ড থেকে এবার প্রতিনিধিত্ব করবেন। আর ওই ওয়ার্ডের তৃণমূলী প্রাক্তন মেয়র মিতালী বন্দ্যোপাধ্যায় লাফ মেরে ৯৯ নম্বর ওয়ার্ড থেকে এবার প্রতিনিধিত্ব করবেন। যেন পুর নির্বাচনে প্রতিনিধিত্ব করে নির্বাচনে জেতাটাই মুখ্য। সেই ওয়ার্ডে কী কাজ করতে যাচ্ছি সেসব পরে হবে। তৃণমূল কংগ্রেসে তো আছি! এটা হলেই সব মুশকিল আসানের অবসান হবে।

# চেতনা যাত্রা

প্রথম পাতার পর

বাংলাদেশে নেতাজী ও বঙ্গবন্ধুর স্মৃতিধন্য স্থানসমূহে যাবে চেতনা যাত্রা অনুষ্ঠানে আয়োজক কমিটির আহ্বায়ক অধ্যাপক ডা. উত্তম কুমার বড়ুয়া জানান, নেতাজী–বঙ্গবন্ধু জনচেতনা যাত্রার আয়োজন মূলত দুই মহান নেতার জন্মোৎসবকে ঘিরে। নেতাজীর ১২৫ জন্মবর্ষ ও বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবর্ষে এই চেতনা যাত্রার মধ্য দিয়ে দেশের বিভিন্ন জনপদে তাদের স্পর্শধন্য স্থানসমূহে গিয়ে শ্রদ্ধা জানানোর পাশাপাশি তরুণ প্রজন্মকে নেতাজী–বঙ্গবন্ধুর মহান আদর্শ চর্চায় উদ্বুদ্ধ করব।

# গণতন্ত্রের আস্ফালন

প্রথম পাতার পর

তাঁরা এও বলছেন নেতারা আদর্শ নেতা হিসাবে তাঁদের প্রতিষ্ঠা করতে অক্ষম। তাই বারবার চোখে পড়ছে দল বিরোধী কাজকর্ম। নমিনেশন জমা দেওয়ার জন্য ইলেকশন কমিশনের বিধিনিষেধ থাকা সত্ত্বেও প্রার্থীর সঙ্গে বহু মানুষ জড়ো হয়ে জটলা করছে নমিনেশন কেন্দ্রের সামনে। উত্তর থেকে দক্ষিণ সর্বত্রই একই চিত্র চোখে পড়ছে। উত্তর কলকাতার নমিনেশন কেন্দ্র নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে পুলিশ বাধ্য হয় মূল দরজা বন্ধ করে দিতে। দলের প্রতি আনুগত্য হওয়া শুধু যে মুখের কথাই তা প্রমাণ করে দিচ্ছে ঝান্ডাধারী ক্যাডাররা। আলিপুর মহকুমা শাসকের দফতরের সামনের রাস্তা কয়েকশো বাইক রেখে প্রায় অর্ধেকটা বন্ধ করে চলছে স্লোগান। এবং বেকার রোড ধরে লম্বা লাইন পড়ে গিয়েছিল গাড়ির। যেই রাস্তা ধরে গোপাল নগর পৌঁছতে লাগে মাত্র ৩ মিনিট সেই রাস্তা পৌঁছতে লেগেছে প্রায় আধ ঘন্টার কাছাকাছি সময়। বাইক আরোহীদের তাণ্ডবে অতিষ্ঠ হয়ে গিয়েছে নিত্য যাত্রীরা, বিভিন্ন ব্যক্তিগত কাজের দেরি হয়ে যায় যাত্রীদের। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক ব্যক্তি বলেন, জেলা শাসকের দফতরে তিনি এসেছেন তার একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ নিয়ে কিন্তু পৌঁছতেই পারছেন না তারা। এক পুলিশ অফিসারের কথায় তিনি বলেন, এই সব রাজনৈতিক ব্যক্তিদের শৃংখলাবদ্ধ করা তাদের সাধ্যের বাইরে। এহেন পরিস্থিতিতে তারা এইসব কর্মীদের কিছু বলতে গেলেই বিপদ ডেকে আনবে তাদের নিজের। তাই তারা নিশ্চুপ। সাধারণ মানুষের বক্তব্য, 'গণতন্ত্র' এখন এক খেলার মাঠের 'খেলা'য় পরিণত হয়েছে। তাই তাদের বক্তব্য এখন আর 'সব খেলার সেরা বাঙালির ফুটবল' নেই, পরিণত হয়েছে ভোটের 'খেলা'য়। গণতন্ত্রের মৃত্যু ঘটেছে 'হরি বল' ধ্বনিতে গণতন্ত্র এখন শ্মশানের পথে। এখন একটাই প্রশ্ন পুর প্রতিনিধিরা মানুষের সুবিধা অসুবিধার কথা এখন থেকেই যদি না ভাবেন তবে ভোটে জিতে কতটা ভাববে তা সন্দেহের।

# গরু–কয়লা উদ্ধার

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** সোমবার প্রতাপপুর মোড়ের কাছে কুড়ি টন কয়লা ভর্তি ট্রাক উদ্ধার করলো মারগ্রাম থানার পুলিশ। কয়লার গাড়িটি ঝাড়খন্ড থেকে আসছিল কোনো বৈধ কাগজপত্র ছিল না বলে থানাসূত্রে জানা গিয়েছে। রজব আলীকে গ্রেফতার করেছে। গোপনসূত্রে খবর পেয়ে গাড়ি ভর্তি প্রায় তেষট্টি টি গরু আটক করল ২৭ নভেম্বর ভোরে রামপুরহাট থানার জেন্দুর গ্রামের কাছে। গরু ভর্তি গাড়িগুলিকে আটক করে রামপুরহাট থানার পুলিশ। ঘটনায় আটক করা হয়েছে পাঁচজনকে গরুগুলি ঝাড়খণ্ডের দিক থেকে রামপুরহাটের দিকে আসছিল বলে জানা গিয়েছে। সেই সময় রামপুরহাট থানার পুলিশের টহলদারি ভ্যানের নজরে আসে। গাড়ি ভর্তি গরুগুলির কোনও বৈধ কাগজপত্র দেখাতে পারেনি পাচারকারীরা বলে থানাসূত্রে জানা গিয়েছে।

# মাঠ বাঁচাতে পথসভা

প্রথম পাতার পর

বাঁচানোর জন্য। ইতিমধ্যেই পুলিশ প্রশাসনকে জানানো হয়েছে কিন্তু তেমন কোনও পদক্ষেপ চোখে পড়ে নি। এরপর পদযাত্রার করারও পরিকল্পনা রয়েছে আমাদের। ইতিমধ্যেই সকলকে অন্তরালে রেখে প্রোমোটিংয়ের কাজ শুরু করবার জন্য জিনিস পত্র নিয়ে আসা হয়েছে। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষককে ভয় দেখিয়ে চুপ করে রাখা হয়েছে কিন্তু আমরা চুপ থাকব না এর শেষ দেখে ছাড়ব। মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আমাদের আবেদন বিদ্যালয়ের এই মুক্ত জায়গাকে বাঁচানোর জন্য তিনি যেন আমাদের সঙ্গে থাকেন।

# গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের জন্যই কী

প্রথম পাতার পর

এবং সর্বোপরি মুখ্যমন্ত্রীকে সামনে রেখেই হবে পুর নির্বাচন। শংকর আঢ্যকে পুর প্রশাসকপদ থেকে সরিয়ে গোপাল শেঠকে আনার কারণ সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট পুর নাগরিকদের বক্তব্য, 'বাইশটি ওয়ার্ড বিশিষ্ট বনগাঁ পুর এলাকায় শংকর আঢ্যর আমলে যে উন্নয়ন হয়েছে, ইতিপূর্বে কোনও পুরপ্রধানের আমলে তা হয়নি। বনগাঁ পুরসভা হল একটি গ্রামীণ পুরসভা। শংকরবাবু সেই পুরসভাকে অর্থাৎ পুর এলাকাকে কলকাতা বানিয়ে দিয়েছে। তার আমলেই বনগাঁ পুরসভা কার্যত উন্নয়নে নজির সৃষ্টি করেছে।' অথচ এ সত্ত্বেও তাকে কেন সরিয়ে দেওয়া হল? এ প্রশ্নের উত্তরে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক জনৈক তৃণমূল কর্মী বলেন, 'কার্যত শংকর আঢ্য অত্যন্ত অহঙ্কারী। তিনি নিজেকে ছাড়া অন্য কোনও পুর কাউন্সিলরদের পাত্তা দিতে চান নি। এজন্যে দলীয় কাউন্সিলরদের মধ্যে তার বিরুদ্ধে যথেষ্ট ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছিল। সেই ক্ষোভের আগুনে ঘৃতাহুতি হয়, সাম্প্রতিক বিধানসভা নির্বাচনে মাত্র একটি ওয়ার্ড ছাড়া বাকি সবকটি ওয়ার্ডে তৃণমূলের পরাজয়।' এ প্রসঙ্গে শংকর আঢ্যর প্রতিক্রিয়া জানতে চাইলে তিনি বলেন, 'আমি এ প্রসঙ্গে থাকাকালীন পুর এলাকার উন্নয়নের কথা মাথায় রেখে কাজ করেছি। কোনও দুর্নীতির সঙ্গে কখনও আপোস করিনি। তবে দলের সিদ্ধান্তই শেষ কথা। আমি দলের একজন কর্মী মাত্র। দল যেটা ভাল বুঝেছে তাই করেছে। এ ব্যাপারে আমার কোনও বক্তব্য নেই।' অন্যদিকে বনগাঁ বর্তমান পুরপ্রশাসক গোপাল শেঠ তার প্রতিক্রিয়ায় বলেন, স্থানীয় সমস্যাগুলি যেমন রাস্তাঘাট, নদী সংস্কার, নিকাশি ব্যবস্থার উন্নয়ন এসব নিয়েই ভাবনা চিন্তা করছি। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের যে সমস্ত উন্নয়নমূলক প্রকল্পগুলি আছে, সেই সব প্রকল্পগুলিকে বাস্তবায়ন করাই হচ্ছে আমার মূল লক্ষ্য। তবে প্রশাসনিক কাজের সঙ্গে রাজনীতির কোনও সম্পর্ক নেই। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নীতি–আদর্শকে পাথেয় করে রাজনীতির ঊর্ধ্বে উঠে আমি প্রশাসনিক কাজ করতে চাই।'

তবে, শংকর আঢ্য ও গোপাল শেঠ দুজনেই এলাকায় গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের কথা অস্বীকার কালেও স্থানীয় সূত্রের খবর, বনগাঁ তৃণমূল এই মুহূর্তে দুই ভাগে বিভক্ত। পুর নির্বাচন যত এগিয়ে আসবে, বনগাঁ তৃণমূলের অবস্থান ততই প্রকাশ্যে আসবে।

# দুর্যোগের আশঙ্কা

প্রথম পাতার পর

কলকাতা পুরসভার ৭৬টি পাম্পিং স্টেশনকে যথাযথ ব্যবস্থা নিতে বলা হয়েছে। শহরে জল জমলে খুব দ্রুত যাতে নিষ্কাষণ করা যায়, তা খতিয়ে দেখতে বলা হয়েছে। ঘূর্ণিঝড়ে গাছ পড়লে, যাতে দ্রুত সরানো যায় তারও ব্যবস্থা করতে বলা হয়েছে। দিঘা–মন্দারমণিতে সমুদ্রে নামতে পর্যটকদের নিষেধ করা হয়েছে। তবে শুক্রবার যখন এই প্রতিবেদন লিখছি, তখনও রোদ ঝলমলে আকাশ– আগামী ২৪ ঘন্টায় এই আবহাওয়া সত্যিই কি বদলে যাবে? 'জাওয়াদ' কি আবারও জনজীবন জেরবার করবে? এই প্রশ্ন নিয়েই অপেক্ষায় থাকলাম। তবে আতঙ্ক নয়– সতর্ক থাকুন।

# দারিদ্র রেখাই কি

প্রথম পাতার পর

ক্রমশ তীব্র হচ্ছে উত্তরের কান্না। উত্তরকন্যায় বাৎসরিক প্রশাসনিক বৈঠক এমনভাবে ব্যর্থ হওয়ার কারণ কী আদৌ খতিয়ে দেখছে সরকার। কয়েকদিন আগে অন্ধ্রপ্রদেশের অনন্তপুরমে সত্য সাঁই ইনস্টিটিউটের সমাবর্তনে এসে দেশের প্রধান বিচারপতি এনভি রমানা বলেছিলেন, প্রত্যেক শাসকের উচিত প্রতিদিন নিজের আত্মসমীক্ষা করা। তারা যে সিদ্ধান্তগুলি নিচ্ছে সেগুলি জনহিতকর না জনবিরোধী তা খতিয়ে দেখা দরকার। তিনি মনে করিয়ে দিয়েছেন, শাসকের ১৪টি খারাপ গুণ রয়েছে। সেগুলি অবশ্যই পরিত্যাগ করতে হবে।কিন্তু এসব পরামর্শ যে ক্ষমতার অলিন্দে চিরকাল কোনঠাসা হয় তা বারবার প্রমাণিত। এ রাজ্যও তার ব্যতিক্রম নয়। প্রমাণ উত্তরবঙ্গের অভিমান। বারবার তারা শাসককে ফিরিয়ে দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছে নিজেদের বঞ্চনার কথা। কামতা, লেপচা, গোর্খারা তাই চায় নিজেদের অধিকার। উত্তরবঙ্গের ৬টি ও নিম্ন অসমের ৭টি জেলা নিয়ে পৃথক রাজ্য গড়ার দাবি নিয়ে ২৫ বছর ধরে আন্দোলন চালিয়ে যাওয়া কামতাপুর লিবারেশন অর্গানাইজেশন অর্থাৎ কেএলও সম্প্রতি স্বাভাবিক জীবনে ফেরার ডাক দিয়েছে। এমনকি অসমের মুখ্যমন্ত্রীর ডাকে শান্তি আন্দোলনে বসতে চলেছে তারা। তাদের দাবি পূরণ হবে নাকি বঞ্চনার অবসান হবে তা বলতে আগামী দিন কিন্তু দারিদ্র মোচনের উদ্যোগ যে এখনই নিতে হবে তাতে কোনও সন্দেহ নেই। তা নাহলে হয়ত একদিন দীর্ঘদিন ধরে চলা বঞ্চনার দাগ বড় হতে হতে দারিদ্র রেখাই হয়ে উঠবে রাজ্য সীমান্তের রেখা। তাই বঞ্চনার দাগ মুছতে এখনই সকলের ঝাঁপিয়ে পড়া জরুরি।

# স্বপ্নের মা ক্যান্টিন

প্রথম পাতার পর

কিন্তু পুজোর আগে থেকে এটি বন্ধ করে দেওয়া হল কেন জানি না। তবে তাড়াতাড়ি চালু হলে আমরা খুশি হব। এ ব্যাপারে পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান তথা বর্তমান কো–অর্ডিনেটর সুজিত সরখেল বলেন, আমার হাত দিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর এই প্রকল্পের সব রকম আয়োজন করা হয়। আমি টেন্ডারের মাধ্যমে পুর এলাকার একটি স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের হাতে এই দায়িত্বটা তুলে দিই। কিন্তু এই প্রকল্পের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের দিনই আচমকা আমাকে পুরপ্রশাসক পদ থেকে সরিয়ে তৃণমূলের দলীয় এক নেতাকে এই পদে বসিয়ে দেওয়া হয়। আর এখন তাদের পক্ষ থেকে এই গরিব মানুষদের এই প্রকল্প বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে বিনা কারণে। এলাকার গরিব মানুষদের জন্য এই প্রকল্প দ্রুত চালু করা হোক। এ ব্যাপারে পুরসভার বর্তমান প্রশাসক মণ্ডলীর চেয়ারপার্সন সুকুমার হালদার বলেন, মা ক্যান্টিনে খাদ্য পরিবেশক হিসাবে যে মহিলা গোষ্ঠী ছিল তাঁরা আর এই প্রকল্পে থাকতে না চাওয়ায় বর্তমানে এই মা ক্যান্টিনটি বন্ধ আছে। তবে কয়েক দিন আগে বোর্ড মিটিং এ আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি দ্বিতীয় কোনো স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের হাত দিয়ে খুব শীঘ্রই আবার মা ক্যান্টিন চালু করে দেওয়া হবে জয়নগর মজিলপুর পুরসভায়।

# বিস্ফোরণে তপ্ত বাংলা

প্রথম পাতার পর

বৃহস্পতিবার সিআইডিও ফরেনসিক দল দুর্ঘটনাগ্রস্ত বাড়িটিই পরিদর্শন করে নমুনা সংগ্রহ করে। সাতগাছিয়ার বিধায়ক মোহনচন্দ্র নস্কর বলেন, খুবই মর্মান্তিক ঘটনা, পুলিশ তদন্ত করছে, সঠিক ব্যবস্থা নেওয়া হবে। ওই অঞ্চলের তৃণমূল সভাপতি কামালউদ্দিন মল্লিক বলেন, এই অবৈধ বাজি ব্যবসা নিয়ে এলাকার ক্ষোভ বাড়ছে। যেভাবে প্রাণহানী ঘটছে প্রশাসনের উচিত অবিলম্বে এই ব্যবসা বন্ধ করা। বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার বলেন, বিষয়টি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীকে জানাব, এবং কেন্দ্রীয় ভাবে তদন্ত করার অনুরোধ করব। বজবজ–২ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সহকারী সভাপতি বুচান ব্যানার্জী বলেন, ইতিমধ্যেই পুলিশ রেড করেছে, আগামী দিনে যাতে এই বাজি তৈরির বেআইনি ব্যবসা হয়, সেটা দেখার।

# কম্বল বিতরণ



**নিজস্ব প্রতিনিধি :** মহেশতলা টাউন মিডিয়া সেল ইউনিট–এর যৌথ উদ্যোগে পুরাতন ডাকঘর সুতৃপ্তি ভিলায় গত ২৮ নভেম্বর রবিবার বিকাল ৫টায় গরিব মানুষদের কম্বল বিতরণ অনুষ্ঠান করেন। প্রথমে পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত মন্ত্রী সুব্রত মুখোপাধ্যায় ও মহেশতলা প্রাক্তন বিধায়ক কস্তুরী দাসের ছবিতে পুষ্প ও মাল্যদান করেন। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মহেশতলা টাউন তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি অভিজিৎ মুখার্জী, মহেশতলা পুরসভার প্রশাসনিক মণ্ডলীর সদস্য সুকান্ত বেরা, সঞ্জয় বেচ, অলোকা মাইতি প্রমুখ। মিডিয়া সেল ইউনিট–এর সদস্য মির আলি মোল্লা বলেন, তাঁরা পিছিয়ে পড়া ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার বই, খাতা, পেন, পেন্সিল, ব্যাগ দিয়ে সাহায্য করে থাকেন। গরিব দুঃস্থ ও প্রতিবন্ধী ১০০ জন মানুষদের কম্বল বিতরণ করেন।

# শিবসুন্দরের রক্তে প্রাণ বাঁচলো ছোট্ট রেশমার

**নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং :** প্রত্যন্ত সুন্দরবনের বাসন্তী ব্লকের চুনাখালির বছর উনিশ বয়সের শিবসুন্দর বৈরাগীর রক্তে প্রাণ বাঁচলো থ্যালাসেমিয়া আক্রান্ত বছর এগারো বয়সের দাঁড়িয়ার শিবনগরের রেশমা সরদার।

ক্যানিং থানার অন্তর্গত দাঁড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের শিবনগর গ্রামের বাসিন্দা সাহানারা সরদার। দুবছর বয়স থেকেই থ্যালাসেমিয়া ধরা পড়ে তাঁর একমাত্র মেয়ে রেশমা সরদারের। তারপর থেকেই একান্ত ভাবেই প্রতিমাসে দু ইউনিট করে রক্তের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। সেই মতো মেয়ের জন্য বিভিন্ন জাগয়া থেকে কোনওক্রমে রক্ত জোগান



দিয়ে আসছিলেন সাহানার। এমনকি ক্যানিং মহকুমা হাসপাতাল থেকে প্রায় প্রতিনিয়ত রক্ত পেয়ে যেতেন। লকডাউনেও কোন সমস্যা হয়নি। গোলবাধে ডিসেম্বর মাসের জন্য। রক্তের প্রয়োজন হয়। হাসপাতালেও রক্তের অকাল। ডোনার ছাড়া রক্ত অমিল। দীর্ঘ প্রায় ১৫ দিন এখানে ওখানে খোঁজ নিয়ে রক্ত না পেয়ে হতাশ হয়ে হাসপাতাল চত্বরে কান্নায় ভেঙে পড়েন তিনি।

অন্যদিকে নিজের পিসিমা ৪৭ বছর বয়স্কা সুষমা মন্ডলের শারীরিক জটিলতার জন্য অপারেশন জরুরি হয়ে পড়ে। অপারেশনের জন্য রক্তের প্রয়োজন। কোথায় রক্ত না পেয়ে পিসিমার জীবন হানি ঘটতে পারে রক্তের অভাবে। পিসিমা কে বাঁচাতে রক্ত দিতে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে এসেছিলেন বছর উনিশ বয়সের শিবসুন্দর বৈরাগী ও তার দুই বন্ধু সুশান্ত সরদার, রুপম সরদার।

হাসপাতাল চত্বরে ওই গৃহবধুকে কান্নাকাটি করতে দেখে তিন বন্ধু থমকে দাঁড়ায়। সমস্ত ঘটনার কথা কথা শুনলেন।

নিজের পিসিমাকে বাঁচাতে যদি নিজেরাই রক্ত দিতে পারেন, তাহলে রক্তের অভাবে ছোট্ট রেশমার কেন জীবনহানি হবে? সিদ্ধান্ত নেন পিসিমা ও ওই শিশুকন্যার জন্য তাঁরা তিনজনই রক্ত দেবেন। সেইমত ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালের চিকিৎসকদের সাথে কথা বলে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালের ব্লাড ব্যাঙ্কে রক্ত দেয় তিনজনই। দীর্ঘদিন রক্তের জন্য হন্যে ঘুরে কান্নায় ভেঙে পড়েছিলেন সাহানারা। তিনি তাঁর থ্যালাসেমিয়া আক্রান্ত একমাত্র মেয়ের জীবন বাঁচানো জন্য রক্ত পেয়ে প্রশংসা করছেন তিন যুবককে। অবশ্য অপরের প্রাণ বাঁচাতে জীবনে প্রথম রক্ত দিয়ে এক অনন্য অনুভূতির কথা জানিয়েছেন শিবসুন্দর সহ তার বন্ধুরা। আবারও রক্ত দিয়ে মানুষের সেবা করার কাজ করবেন বলে জানিয়েছেন।

নিজের বোন এবং থ্যালাসেমিয়া আক্রান্ত রেশমাকে রক্ত দিয়ে প্রাণ বাঁচানোয় নিজের একমাত্র সন্তান সহ তার দুই বন্ধুর প্রশংসা করছেন সমাজসেবী দেবাশীষ বৈরাগী। তিনি বলেন, ধন সম্পদ থাকলেই হয় না। তারপর বিশেষ করে রক্ত তৈরি হয় না। একমাত্র একে অপর কে রক্ত দিতে হয়। ফলে আজ যে ভাবে আমার বোন ও রেশমার প্রাণ সংশয়ের হাত থেকে বাঁচালো,তার জন্য কোনও প্রশংসা যথেষ্ট নয় ওদের জন্য। ওরা আগামী দিনে এমন কাজের মধ্যে মানুষের পাশে দাঁড়াক সেই কামনা করব।

মহানগরে

# পাচার রুখে দৃষ্টান্ত স্থাপন করছে বিএসএফ

## ৫৭তম প্রতিষ্ঠা দিবস পালন

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** ১৯৬৫ সালের ১ ডিসেম্বর ভারতের পূর্ব ও পশ্চিম সীমান্তের নজরদারি হিসাবে গঠিত হয়েছিল। ৫৬ বছরের কঠিন এবং চ্যালেঞ্জিং যাত্রা সফলভাবে সমাপ্ত করার পরে বিএসএফ তার ৫৭তম প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপন করছে।

১৯৬৫ সালের ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের পর, ভারতীয় সংসদে ১ ডিসেম্বর, ১৯৬৫-এ ভারতীয় সীমান্তে অনুপ্রবেশ, চোরাচালান এবং সামরিক আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষার প্রথমলাইন হিসেবে কাজ করার সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য নিয়ে বিএসএফ উত্থাপিত হয়েছিল। বিএসএফ গঠনের আগে ভারতীয় সীমান্তে অবস্থানরত ভারতীয় রাজ্যগুলির পুলিশবাহিনীকে সীমান্ত পাহারা দেওয়ার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। প্রাথমিক ভাবেবি বিএসএফ ২৫ ব্যাটালিয়নের বাহিনী নিয়ে গঠিত হয়েছিল, যার মধ্যে রাজ্যের বিভিন্ন সশস্ত্র পুলিশবাহিনীর সদস্যরা অন্তর্ভুক্ত ছিল। এখন সময়ের সাথে সাথে এই বাহিনীর শক্তি প্রায় ২.৫ লক্ষ জনবল সহ ১৮৬টি ব্যাটালিয়নে উন্নীত হয়েছে যার মধ্যে রয়েছে আর্টিলারি উইং, ওয়াটার উইং এবং এয়ার উইং। এটি পশ্চিম সীমান্তে পাকিস্তানের সাথে এবং পূর্ব সীমান্ত বাংলাদেশের সাথে ভারতীয় সীমান্ত পাহারা দেয়। বিএসএফ ১৯৬৫ সাল থেকে জাতির সেবায় দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়েছে। একটি কেন্দ্রীয় সশস্ত্রবাহিনী হিসাবে, বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স তার সূচনা থেকেই শুধু মাত্র ভারতের সীমানা সুরক্ষিত করেনি, বিভিন্ন সময়ে বেসামরিক শাসনেও সহায়তা করেছে। ১৯৭১ সালের যুদ্ধের সময় এর ভূমিকা, আশির দশকে পঞ্জাবে বিদ্রোহ দমন করা, ছত্তিশগড় ও ওড়িশায় নকশালবাদের বিরুদ্ধে এবং জম্মু ও কাশ্মীরের বিদ্রোহে এরকম পদ্ধতি এবং উপলব্ধির একটি বিশিষ্ট মহত্ব রয়েছে।

১৯৬৫ সালে বিএসএফ গঠনের সাথে সাথে এর পূর্ব সীমান্তের সদর দপ্তর কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত হয়। অসম, মেঘালয়, মণিপুর এবং নাগাল্যান্ড (এএমএম অ্যান্ড এন) সীমান্তকে ৩ জুন ১৯৭১ সালে পূর্ব সীমান্ত সদর দফতরের এক্তিয়ার থেকে আলাদা করে নতুন সীমান্ত হিসাবে বানানো হয় এবং পূর্ব সীমান্ত সদর দফতর কলকাতার নাম পরিবর্তন করে পশ্চিমবঙ্গ সীমান্ত রাখা হয়েছিল। ২৩ এপ্রিল ১৯৮৮-এ, পশ্চিমবঙ্গ সীমান্তকে আবার দুটি ফ্রন্টিয়ার হেডকোয়ার্টারে যথাক্রমে দক্ষিণবঙ্গ এবং উত্তরবঙ্গসীমান্ত-এ বিভক্ত করা হয়। দক্ষিণবঙ্গ সীমান্তের সদর দপ্তর স্থাপিত হয় লর্ড সিনহা রোড, কলকাতা ৭১ এবং উত্তরবঙ্গ সীমান্তের সদর দপ্তর কদমতলায় প্রতিষ্ঠিত হয়। ০৭ জুলাই ২০১৯-এ, দক্ষিণবঙ্গ সীমান্তের সদর দফতর লর্ডসিনহা রোড, কলকাতা-৭১ থেকে তার বর্তমান নতুন স্থান রাজারহাট, নিউটাউন, কলকাতায় স্থানান্তরিত করা হয়েছিল।

বিএসএফএর সমস্ত সদর দফতর এবং ক্ষেত্রীয় এলাকায় রাইজিং ডে পালিত হচ্ছে। অতিরিক্ত ডিজিইস্টার্ন কমান্ড এবং ফ্রন্টিয়ার হেড কোয়ার্টার বিএসএফ দক্ষিণবঙ্গ দ্বারা রাজারহাট কমপ্লেক্সে কলকাতায় বিএসএফের উত্থাপন দিবস উদযাপন করা হচ্ছে। বিএসএফের উত্থাপন দিবস উদযাপন উপলক্ষে ওয়াই বিখুরানিয়া, আইপিএস, এডিজি, ইস্টান কমান্ড, অনুরাগ গর্গ, আইজি, সাউথ বেঙ্গল ফ্রন্টিয়ার, অজিত কুমার টেটে, ভিএসএম, ডিআইজি/পিএসও সমস্ত জওয়ানদের অভিনন্দন জানিয়েছেন।

২০২০-২১ বছরে, সাউথ বেঙ্গল ফ্রন্টিয়ার অপারেশনাল ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে। বিএসএফ জওয়ানদের অক্লান্ত এবং ধারাবাহিক প্রচেষ্টার কারণে, গবাদি পশুপাচার প্রায় নগণ্য হয়ে উঠেছে, পাশাপাশি অন্যান্য আন্তঃসীমান্ত অপরাধগুলিও অনেকাংশে দমন করা হয়েছে। দক্ষিণবঙ্গ সীমান্তের অধীনস্থ ইউনিটগুলির দ্বারা নিম্নলিখিত অপারেশনাল সাফল্য গুলি অর্জিত হয়েছে:-

বিভিন্ন প্রকার বাজেয়াপ্ত সামগ্রী ০১/১২/২০২০ থেকে ৩০/১১/২০২১ পর্যন্ত।

মোট বাজেয়াপ্ত মূল্য - ৩৪,৩৩,৯০,৬৬০ টাকা, গবাদি পশু (সংখ্যায় ২,২৩৭) ২,৮২,৫৯,৯৮৪ টাকা, ফেনসিডিল (বোতলে) ১,৮১,৭১১, ৮২,৮৪৬ টাকা, জাল ভারতীয় মুদ্রার নোট ১৭,২০,৫০০ টাকা, সোনা (কেজিতে ৩২,৯০৫) ১৬,০১,৭৪,০৬৬ টাকা, রূপা (কেজিতে ৩১৮.১৫৮) ১,৫৯,০৭,৬৫২ টাকা, গাঁজা (কেজিতে ১৮৯১), মাদকদ্রব্য (কেজিতে ৭.৮৫০), ইয়াবা ট্যাবলেট (সংখ্যায় ৯৭২১) ৪৭,৮২,৭১৮ টাকা,অস্ত্র (সংখ্যায় ২৪) কার্তুজ (সংখ্যায় ২৮)

অপারেশনাল কৃতিত্ব ছাড়াও, ২০২০-২১সালে দক্ষিণবঙ্গ ফ্রন্টিয়ার সীমাবর্তী জনসংখ্যার কল্যাণের জন্য বিভিন্ন কার্যক্রম করেছিল, যা নিম্নরূপ: -

বিভিন্ন কার্যক্রম এবং ঐতিহাসিক মৈত্রী সাইকেল র‍্যালি আয়োজন: বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপনের জন্য বাংলাদেশ মুজিব বর্ষ এর আয়োজন করেছে। বাংলাদেশ এবং বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের সাথে সংহতি প্রকাশ করে, বিএসএফ ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে একটি ফ্রেন্ডশিপ সাইকেল র‍্যালি আয়োজন করে। ১০ জানুয়ারি, ২০২১ তারিখে সীমা চৌকি পানিটার, ১৫৩, বিএসএফ, আঞ্চলিক সদর দফতর কলকাতা, উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ থেকে শুরু করে, ১৭ মার্চ, ২০২১ তারিখে সীমা চৌকি সিঙ্কোর, ৬০ ব্যাটালিয়ন, মিজোরামে শেষ হয়। এই সাইকেল র‍্যালিতে ১৩ জন সাইকেল আরোহী অংশগ্রহণ করেন। র‍্যালিটি ৬৬ দিনে পশ্চিমবঙ্গ, অসম, ত্রিপুরা, মণিপুর, মেঘালয় রাজ্যের সাথে লাগোয়া ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের ৪০৯৭ কিলোমিটার যাত্রা করে।

দক্ষিণবঙ্গ সীমান্তের বিভিন্ন স্থানে সংগঠিত মেডিকেল ক্যাম্প এবং সিভিক অ্যাকশন প্রোগ্রাম এই সময়ের মধ্যে সীমান্ত জনগোষ্ঠীর সুবিধার জন্য দক্ষিণ বঙ্গ সীমান্তের ইউনিট গুলিদ্বারা ২২টি মেডিকেল ক্যাম্প এবং ৬৭টি সিভি অ্যাকশন প্রোগ্রাম সংগঠিত হয়েছিল।

কোভিড-১৯ মহামারী চলাকালীন মানুষের মধ্যে স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতনতা তৈরি করতে ফিটইন্ডিয়া মুভমেন্ট রান সংগঠিত করা ০৮ সেপ্টেম্বর ২০২১ অনুরাগ গর্গ, আইপিএস, আইজি, বিএসএফ দক্ষিণবঙ্গের নেতৃত্বে ফ্রন্টিয়ার হেড কোয়ার্টার, দক্ষিণবঙ্গ, নিউটাউন, রাজারহাট কলকাতায় ফিট ইন্ডিয়া মুভমেন্ট সংগঠিত হয়েছিল। ফিট ইন্ডিয়া মুভমেন্ট প্রচারাভিযানে, ১০ কিলোমিটার দৌড়, ফিটনেসের গুরুত্বের উপর দক্ষিণবঙ্গ সীমান্তের অধীনে সমস্ত সেক্টর সদর দফতর, ব্যাটালিয়নের সদর দফতর এবং সীমা চৌকিগুলিতে আয়োজিত করা হয়েছিল। এতে বাহিনীর আধিকারিক, অধস্তন আধিকারিক, জওয়ানদের পাশাপাশি স্থানীয় জনগণও উৎসাহের সাথে অংশ নেন। এই কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য ছিল করোনা মহামারীর সময়ে শারীরিক সুস্থতায় দৌড়ানোর প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করা।

কম্পোজিট হাসপাতাল,সাউথ বেঙ্গল ফ্রন্টিয়ারে সংগঠিত কোভিড-১৯ টিকাদান কর্মসূচি: ৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২১ তারিখে, কম্পোজিট হাসপাতাল, ফ্রন্টিয়ার সদরদফতর দক্ষিণবঙ্গে কোভিড-১৯ টিকা দেওয়া শুরু হয়েছিল। সল্টলেক হাসপাতাল, কলকাতা পশ্চিমবঙ্গের তিনটি হাসপাতালের মধ্যে একটি যা সিএপিইএস-এর মধ্যে প্রথম ভ্যাকসিন কেন্দ্র হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে। যেখানে টিকা সংরক্ষণের জন্য কোল্ড চেইনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এ পর্যন্ত, এই কর্মসূচির অধীনে প্রথম ডোজ থেকে ৭৩৭১জন এবং উভয় ডোজ থেকে ৬৮১৫জন উপকৃত হয়েছেন।

সবুজ ও পরিচ্ছন্ন পরিবেশের জন্য বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি: সীমান্ত নিরাপত্তা বাহিনী সবসময় পরিবেশ রক্ষাও সংরক্ষণে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। সাউথ বেঙ্গল ফ্রন্টিয়ারের অধীনে সমস্ত সেক্টর হেডকোয়ার্টার এবং ব্যাটালিয়ন এই অ্যাকশনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। বিএসএফ দক্ষিণ বঙ্গ ফ্রন্টিয়ার কর্মীদের দ্বারা ০৫ জুন ২০২১ এবং ১২ জুলাই ২০২১ তারিখে বিশ্ব পরিবেশ দিবস উদযাপনের জন্য সীমান্ত এলাকায় বৃক্ষরোপণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। এই কর্মসূচি চলাকালে সদর দপ্তর ও ব্যাটালিয়নের সীমান্ত এলাকায় বিভিন্ন ধরনের চারা রোপণ করা হয়। এই কর্মসূচিতে, বেঙ্গল ফ্রন্টিয়ার, বিএসএফ একদিনে সীমান্ত এলাকায় ৫৩৪৪টি চারা রোপণ করেছে। সাউথ বেঙ্গল ফ্রন্টিয়ার, বিএসএফ তার এলাকায় মোট ৪৪৫৬৬টি চারা রোপণের লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে যা উপযুক্ত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। ভারতীয় সীমান্ত রক্ষার পাশাপাশিপরিবেশ পরিচ্ছন্ন করার দায়িত্বও পালন করছে সীমান্তরক্ষী বাহিনী।

স্বচ্ছতা পখবাড়া: বিএসএফ সাউথ বেঙ্গল ফ্রন্টিয়ার ০১ ডিসেম্বর ২০২০ থেকে ১৫ ডিসেম্বর ২০২০ পর্যন্ত স্বচ্ছতা পখবাড়া আয়োজন করেছে। এই সময়ে, বিএসএফ ইউনিটগুলি বিএসএফ ক্যাম্পাস এবং সীমা এলাকার আশে পাশের গ্রামগুলির স্যানিটেশন এবং স্বাস্থ্যবিধির উন্নতির জন্য কাজ করেছে। ভাল স্যানিটেশন এবং স্বাস্থ্যবিধি, পরিচ্ছন্নতা অভিযানের জন্য স্থানীয় জনগণকে সংবেদনশীল করার জন্য, হাসপাতাল, বাজার, বাসস্টপ, রেল স্টেশন ইত্যাদির মতো গুরুত্বপূর্ণ পাবলিক স্থানে শ্রমদান করেছে।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠান:- বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বিজয়ের ৫০ বছর পূর্ণ হওয়ার এবং বিএসএফ এর অতুলনীয় অবদানের প্রেক্ষাপটে দক্ষিণ বেঙ্গল ফ্রন্টিয়ার কর্তৃক বিভিন্ন অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। যেমন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, ফটো প্রদর্শনী, অস্ত্র প্রদর্শনী, তথ্যচিত্র এবং শর্ট মুভি প্রদর্শনী। এসব কর্মসূচির দ্বারা মুক্তিযুদ্ধে ভারতও বিএসএফের অতুলনীয় অবদানের কথা জনগণকে জানানো হয়।

৭.বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স ভারতের পূর্ব এবং পশ্চিম সীমান্ত রক্ষা করার জন্য প্রতিরক্ষার প্রথম লাইন এই নীতি বাক্য জীবন পর্যন্ত কর্তব্য পুরো করতে চব্বিশ ঘন্টা বদ্ধপরিকর করছে।

১৯৬৫ সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকে বিএসএফ একটি শক্তিশালী সীমান্তরক্ষী হিসাবে আবির্ভূত হয়েছে। ১৯৭১ সালের ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধে সীমান্তে কঠোর নজরদারি রেখে বিএসএফ তাদের অদম্য সাহস দেখানোর সুযোগ পেয়েছিল।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বিজয়ের ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে এবং বিজয়ে বিএসএফ-এর অতুলনীয় অবদানের প্রেক্ষাপটে দক্ষিণবঙ্গ সীমান্ত দ্বারা বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে, যেমন - সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, ফটো প্রদর্শনী, অস্ত্র প্রদর্শনী, ডকুমেন্টারি , সংক্ষিপ্ত প্রেক্ষাপট এবং চলচ্চিত্র প্রদর্শনী ইত্যাদি।

এইসব কর্মসূচির আওতায় মুক্তিযুদ্ধে ভারত ও বিএসএফের অতুলনীয় অবদানের কথা জনগণকে জানানো হচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতায় দক্ষিণবঙ্গ সীমান্ত স্বর্ণজয়ন্তী শৌর্য প্রদর্শনী যাত্রার আয়োজন করছে। গত ৩ ডিসেম্বর ২০২১, দক্ষিণবঙ্গ ফ্রন্টিয়ার, নিউ টাউন, রাজারহাট, কলকাতা থেকে শুরু হবে এবং ২০ ডিসেম্বর ২০২১ ফ্রন্টিয়ার হেডকোয়ার্টার গুয়াহাটিতে শেষ হবে। যাত্রাটি ১৮ দিনের মধ্যে শেষ হবে এবং পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মধ্য দিয়ে অসমের গুয়াহাটি ফ্রন্টিয়ার পর্যন্ত ১২০০ কিলোমিটার যাত্রা করবে।

এই প্রদর্শনী যাত্রা দক্ষিণ বেঙ্গল ফ্রন্টিয়ার থেকে ওয়াই বি খুরানিয়া, আইপিএস, অতিরিক্ত মহাপরিচালক, স্পেশাল ডিজি (ইস্টার্ন কমান্ড) এবং বাংলাদেশের ডেপুটি হাই কমিশনার তৌফিক হাসান কর্তৃক ৩ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখে বেলা ১১ টায় সীমান্ত রক্ষী বাহিনী, দক্ষিণবঙ্গ সীমান্তের বরিষ্ঠ অধিকারী, অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিদের উপস্থিতিতে পতাকা দেখিয়ে রওনা করা হয়। এই যাত্রায় স্থানীয় সরকারি কর্মকর্তা এবং সীমান্ত এলাকার লোকজন উপস্থিত থাকবেন, যাঁরা এই যাত্রাকে উৎসাহিত করবেন।

এই স্বর্ণজয়ন্তী শৌর্য প্রদর্শনী যাত্রার উদ্দেশ্য, বাংলাদেশের স্বাধীনতার ৫০ বছর পূর্তি এবং পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বিজয় এবং মুক্তিযুদ্ধে বিএসএফ-এর অতুলনীয় অবদান সম্পর্কে জনসাধারণকে সচেতন করা। সীমান্ত রক্ষী বাহিনী পূর্ণ প্রচেষ্টায় এই স্বর্ণ জয়ন্তী শৌর্য প্রদর্শনী যাত্রাকে সফল করতে বদ্ধপরিকর।

## লেন্স বার্তা

চলমান পথ বিক্রেতা।

চাকার চাপে, রাস্তা মিশেছে নালায়।

ভবঘুরে নামাতে ব্যস্ত পুলিশ।

মনের মতো বারান্দা।

ঝুঁকি হাতে চলাচল। ছবি : অভিজিৎ কর

# পুর ভোটে প্রচারের ব্যয়সীমা

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** কলকাতা পুরসংস্থার আসন্ন অষ্টম পুর নির্বাচন অবাধ ও শান্তিপূর্ণ করতে রাজ্য নির্বাচন কমিশন বিবিধ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। নির্বাচন কমিশন সূত্রে খবর, কলকাতা পুরসংস্থার নির্বাচনে প্রার্থীদের খরচের উর্ধ্বসীমা বেঁধে দিয়ে রাজ্য নির্বাচন কমিশন এক বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে। ওই বিজ্ঞপ্তি অনুসারে কোনও ওয়ার্ডে ৬ হাজার বা তার কম ভোটার থাকলে প্রার্থীরা প্রচারের কাজে ৪২ হাজার টাকা পর্যন্ত ব্যয় করতে পারবে। গতবার ছিল ৩০ হাজার। অন্যদিকে ৬ হাজার থেকে ১০ হাজার ভোটার বিশিষ্ট ওয়ার্ডের প্রার্থীদের প্রচারের ক্ষেত্রে এই উর্ধ্বসীমা ধার্য হয়েছে ৮০ হাজার টাকা। গতবার এই ক্ষেত্রে ৬০ হাজার ছিল। এছাড়া ১০ হাজার থেকে ৫০ হাজার ভোটার থাকলে সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের প্রার্থীরা ৪ লক্ষ টাকা পর্যন্ত প্রচারকার্যে ব্যয় করতে পারবেন। গতবার সর্বাধিক ৩ লক্ষ টাকা ছিল। শেষবার কলকাতা পুরসংস্থার নির্বাচন হয়েছিল ২০১৫ - র ১৮ এপ্রিল। দীর্ঘ ছ'বছর সাত মাস পর ফের পুর নির্বাচন। সেকথা মাথায় রেখেই এবার কমিশন প্রার্থীদের প্রচারের ব্যয় সীমা কিছুটা বাড়ল। তবে এই খরচের সীমা বৃদ্ধিতে খুশি নয় অধিকাংশ প্রার্থী। দেওয়াল লিখনের খরচ গত ছ'বছরে অনেক বেড়েছে। সোশ্যাল মিডিয়াতেও ব্যয় করতে হবে এবার।

# করোনাকালে হোম ডেলিভারিতে নজর কাড়ছে দাঁইহাটের ফুলচাঁদের ফুচকা

**দেবাশিস রায়, কাটোয়া :** ছোটখাটো গাট্টাগোট্টা চেহারার শ্যামল সরকার। এই নামে অবশ্য তাঁকে কার্যত প্রতিবেশীরাও চেনে না। কিন্তু, যদি বলা হয় ফুলচাঁদের ফুচকা তাহলে এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্তের ভোজনরসিক শত শত মানুষের কাছে শ্যামল ওরফে ফুলচাঁদ যেন কত আপনজন। পূর্ব বর্ধমান জেলার সীমান্তবর্তী প্রাচীন ছোট্ট পুরশহর দাঁইহাটের বেড়া প্রমোদ দাশগুপ্ত কলোনির বাসিন্দা ফুলচাঁদ সরকার করোনাকালের প্রায় প্রথম থেকেই নানান স্বাদের ফুচকা নিয়মিত হোম ডেলিভারি দিয়ে আশপাশ এলাকায় আমজনতার নজর কেড়ে নিচ্ছেন। বছর পঁয়তাল্লিশের শ্যামল সরকার দীর্ঘদিন ধরে বছরভর ফুচকা সহ মরশুমি নানাবিধ চটজলদি খাবারদাবারের ছোটখাটো ভ্রাম্যমাণ স্টল দিয়ে পরিবারের ভরণপোষণ চালিয়ে যাচ্ছেন। তবে, তাঁর নিজস্ব রেসিপিতে তৈরি নানা স্বাদের ফুচকার জনপ্রিয়তা ফুলচাঁদকে যেভাবে ভোজনরসিক মানুষের দরজায় দরজায় পরিচিতি দিয়েছে তা নিঃসন্দেহে চমকপ্রদ। তিনি এখন প্রতিনিয়ত হোম ডেলিভারির পাশাপাশি ভ্রাম্যমাণ স্টলেও ফুচকা

বিক্রি করে চলেছেন। প্রতিদিন সকাল থেকেই ফুলচাঁদের ব্যস্ততা শুরু হয়ে যায়। কাঠের উনুন ধরানো থেকে শুরু করে ময়দা মাখা, লেচি কেটে বেলা, হাজার খানেক ফুচকা ভাজার পর সেগুলি কাঁচের বড় বাক্সে ভরে রোদে দেওয়া। ফুলচাঁদের এসব কাজে তাঁকে সহায়তা করে স্ত্রী-পুত্র সহ পরিবারের আরও কয়েকজন। দিনকয়েক আগে নিজের বাড়িতে ফুচকা ভাজার কাজ করতে করতে ফুলচাঁদ বলেছিলেন তাঁর জীবনসংগ্রামের কথা। তিনি বলেন, হোম ডেলিভারি ও স্টলের জন্য আমাকে এমনিতেই প্রতিদিন হাজার দেড়েক ফুচকা ভাজতেই হয়। তবে, বিয়ে সহ বিভিন্ন অনুষ্ঠানে সরবরাহের অর্ডার পেলে, মেলা এবং উৎসবের কারণে ফুচকা ভাজার পরিমাণ অনেকটাই বেড়ে যায়। তিনি আরও বলেন, দীর্ঘদিন ধরে এই কারবার করে অসংখ্য মানুষের যতটা ভালোবাসা পেয়েছি তা বলে বোঝাতে পারব না। মানুষের সেই ভালোবাসাই করোনাকালে একটানা লকডাউনে আমার পরিবারের মুখে হাসি ফুটিয়ে তুলিয়েছিল। মানসিক ও আর্থিকভাবে সেই কঠিন সময়টায় আমি আশপাশ এলাকায় মানুষের বাড়ি বাড়ি মোবাইলে অর্ডার অনুযায়ী ফুচকা পৌঁছে দিতে শুরু করি। যা এখনও চলছে। করোনা অনেকের মতো আমাকেও হোম ডেলিভারির পথ দেখিয়ে দিয়েছে বলতে পারি।

# মাঙ্গলিকী



## নব রীতির নাটক 'গন্ধরাজের হাততালি'



**কৃষ্ণচন্দ্র দে :** মহানির্বাণ ভাবনা প্রযোজিত, মোহিত চট্টোপাধ্যায় রচিত এবং শ্যামল সরকার নির্দেশিত নাটক 'গন্ধরাজের হাততালি' যেন এক স্বপ্নের উড়ান। নাটকের আঙ্গিক অনুযায়ী এ নাটক কিমিতিবাদী নাটকের গোষ্ঠীভুক্ত (Drama of absurd) কেউ কেউ আবার অ্যাবস্ট্রকট বা অমূর্তবাদী নাট্যরীতিও বলে থাকেন। অর্থাৎ অনিত্য বস্তু জগৎ থেকে সেই নিত্যকালের সত্য জগতে উত্তরণ।

অ্যারিস্টটলের আমল থেকে যে নাট্যধারা চলে এসেছে তাকে

**নাটক**

সামগ্রিকভাবে চ্যালেঞ্জ করেছে এই নব রীতির নাটক। এই ধারার প্রবর্তক যারা তাদের পুরোভাগে রয়েছেন ইউর্সা ইউনেস্কো এবং স্যামুয়েল বেকেট। বর্তমান কালের এই নাট্যের উদ্ভব ফ্রান্সে। বাংলায় এ নাটকের সার্থক ও সফল রচয়িতা মোহিত চট্টোপাধ্যায়।

অমূর্তবাদী নাট্যকারগণ ট্রাডিশনাল অর্থাৎ পরম্পরাগত নাট্যরীতির বিরোধী। বাস্তব জগৎ সীমাবদ্ধ ও ক্ষণস্থায়ী। কিন্তু যে জগৎ কল্পনায় আমরা অনুমান করতে পারি, তাই অসীম ও চিরস্থায়ী। উইলিয়াম ব্লেক একবার বলেছিলেন- The world of imagination is the world of Eternity. The World of imagination is infinite and eternal. মেটারলিঙ্ক, ইয়েটস্, রবীন্দ্রনাথ সকলেই পার্থিব মৃত্যুর মুক্তিজনক রূপ দেখিয়েছেন। দেহের বন্ধন ছিল বলেই তো মানুষ সেই সব পেয়েছির দেশে Land of the heart's desire–এ যেতে পারে।

শ্যামলবাবু মনে হয় নন রিয়ালিস্টিক ড্রামাতেই বেশি স্বচ্ছন্দ। আসলে এই নন রিয়ালিস্টিক ড্রামাতে টাইমপেসকে ভেঙে দেওয়া যায়। মানুষের ভিতরকার প্রেম-যৌনতা-মুক্তি-কষ্ট-যন্ত্রণাকে প্রকাশ করা যায়। এই নাটকে একটা উড়ান আছে। আছে আকাশ মুক্তি, আছে ভিতরের স্বাধীনতা। বিশ বছর আগেও যা প্রাসঙ্গিক ছিল, আজও প্রাসঙ্গিক বিশ বছর পরেও তাই থাকবে।

অভিনয় প্রসঙ্গে বলি সব চরিত্রই সুঅভিনীত। অরূপ দত্ত, সব্যসাচী দাশগুপ্ত, প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং মিনাক্ষী মুখোপাধ্যায় প্রত্যেকেই দক্ষ শিল্পী। পুরনো চাল তো ভাতে বাড়বেই। ভোলা চরিত্রে সঞ্জয় দাস কী করবেন বা তার কী ভূমিকা ঠিক মতো বুঝে উঠতে পারেন নি। ওকে স্ক্রিপ্টে একটু যেন উপেক্ষিত মনে হলো। তবে আরও ভাল করার অবকাশ আছে।

আমাদের পরিচয় জানা চেনার অবক্ষয় চলছে। যদি একটু ধৈর্য্য ও সহমর্মিতায় পরস্পরকে কাছে টানতে পারি সমাজটা ফুলে ফলে ভরে উঠবে। পৃথিবীটা আরও সুন্দর হবে। চাবিকাঠিটা আমাদেরই হাতে। নির্দেশক শ্যামল সরকারকে বলবো এভাবেই নো অ্যাক্টিং জোনে নাটককে মঞ্চায়িত করে যান। আমার খুব ভালো লেগেছে। আমার উষ্ণ অভিনন্দন রইলো। আরও ভাল কাজের প্রত্যাশায় রইলাম।

## 'আর্টভার্স'-এর অভিনব উদ্যোগ



**সিদ্ধার্থ সিংহ :** কবিতার সঙ্গে ছবির সম্পর্ক নিয়ে কবিদের একটি সুন্দর আলোচনা এবং কবিতা পাঠের আসর হয়ে গেল বিড়লা আর্ট অ্যান্ড কালচারে।

৭০ জন শিল্পীর ১৭০টি চিত্র, স্থিরচিত্র এবং ভাস্কর্য নিয়ে ছ'দিন ব্যাপী যে বার্ষিক প্রদর্শনীর আয়োজন করেছিল 'আর্টভার্স', তার শেষ দিনে।

বিশিষ্ট শিল্পী রিন্টা চক্রবর্তী, নুপুর মিত্র, আমি সুজিতা, দেবজ্যোতি ভট্টাচার্য, তানিয়া সান্যাল, রোমি ভট্টাচার্য, বীরেন্দ্র সাঁতরা নীলাঞ্জন চৌধুরী, শচীন শর্মা, প্রিয়দর্শিনী চিত্রাঙ্গদা'র ছবির পাশাপাশি খ্যাতি গলায় আলোচনা এবং কবিতা পাঠে অংশ নেন মধুবন চক্রবর্তী, অদীপ ঘোষ, সত্যপ্রিয় মুখোপাধ্যায়, রামকিশোর ভট্টাচার্য, অমিতাভ মিত্র, চন্দ্রাণী চ্যাটার্জি, সুমিত বৈদ্য, বর্ণালী সরকার, দিলীপ বাইন, নীতি, সিদ্ধার্থ সিংহ এবং সঞ্চালনায় ছিলেন শুভদীপ রায়।

এ দিন দর্শকদের ভিড় একেবারে উপচে পড়ে। প্রদীপ জ্বালিয়ে এই প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন শিল্পী বাদল পাল। উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট শিল্পী সুজিত কুমার ঘোষ, বাপ্পা ভৌমিক, প্রতীক মল্লিক, রুচিরা মজুমদার পাল, শিখা রায়, মানবেন্দ্র সরকার, সুদীপ্ত অধিকারী, কাজল ভট্টাচার্য, মিহির কয়াল এবং 'আর্টভার্স'-এর সর্বময় কর্তা, 'গড : এনসিয়েন্ট এলিয়েন অর আ মিথ'-খ্যাত ইংরেজি সাহিত্যের লেখক, পেশায় মেরিন ইঞ্জিনিয়ার, চিত্রশিল্পী শুভঙ্কর সিংহ।

এই প্রদর্শনীর মূল আকর্ষণ ছিল--- ওয়াল অব ফেম। বিশিষ্ট শিল্পী অতীন বসাক, ওয়াসিম কাপুর, দেবব্রত চক্রবর্তী, সুমন চৌধুরীদের মতো দশ জন প্রথিতযশা চিত্রশিল্পীর বাছাই করা ১৩টি ছবি দিয়ে আলাদা ভাবে প্রদর্শিত হয়েছিল প্রেক্ষাগৃহের একটি অংশ।

সারা বছর ধরে এরা কলকাতার পাশাপাশি ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে আয়োজন করে কম করেও ছ'-ছ'টি প্রদর্শনী।

এই প্রসঙ্গে 'আর্টভার্স'-এর প্রেসিডেন্ট শুভঙ্কর সিংহ জানালেন, এর পর থেকে আমরা শিল্পকলা প্রদর্শনীর পাশাপাশি কবিতাকেও সমান গুরুত্ব দেব। চেষ্টা করব ছবির সঙ্গে কবিতার একটি মেলবন্ধন ঘটানোর।'

## শ্রীমদ অন্নদাঠাকুর মহোদয়ের ১৩১তম জন্মোৎসব

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** গত ২৬ নভেম্বর থেকে ২৮ নভেম্বর ২০২১ পর্যন্ত সংঘ প্রতিষ্ঠাতা শ্রীশ্রী অন্নদাঠাকুর মহোদয়ের ১৩১ জন্মোৎসব দক্ষিণেশ্বর রামকৃষ্ণ সংঘ আদ্যাপীঠ কলকাতা ৭৬ প্রাঙ্গণে কোভিড বিধি মেনে যথোচিত মর্যাদায় অনুষ্ঠিত হয়। ২৬ নভেম্বর মঙ্গলারতির মাধ্যমে সূচনা হয়। এই উপলক্ষ্যে বিশেষ পুজো হোম, ভোগারতি ও নরনারায়ণ সেবার আয়োজন করা হয়। সকাল সাড়ে দশটায় মন্দিরের আরতি সাড়ে বারটায় মন্দিরের সেবকগণ কর্তৃক স্বপ্নজীবন অবলম্বনে শ্রীশ্রী অন্নদাঠাকুরের কথা ও গান পরিবেশিত হয় বিকাল সাড়ে চারটে ধর্মসভা আলোচ্য বিষয় মানব প্রেমিক শ্রীশ্রী অন্নদাঠাকুর। সভায় পৌরহিত্য করেন সংঘ সভাপতি ব্রহ্মচারী ঋতেন ভাই। সংঘ সম্পাদক ব্রহ্মচারী মুরালভাই তার মনোজ্ঞ ভাষণে সকলকে মুগ্ধ করেন। ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন বিশিষ্ট শিল্পী দেবারতি চক্রবর্তী সঙ্গতে ছিলেন অন্নদা ঠাকুরের নাতি সুতীর্থ ভট্টাচার্য। ২৭ নভেম্বর ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন দীপ্তি গুহ ও শোভন দত্ত লীলাকীর্তন পরিবেশন করেন কীর্তনীয়া মহুয়া চট্টোপাধ্যায় ও সম্প্রদায়। সন্ধ্যারতি পরে ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন সারেগামা খ্যাত কৌশিক চক্রবর্তী। ২৪ নভেম্বর সকাল ৭টায় সংঘগুরু শ্রীমদ অন্নদা ঠাকুরের প্রতিকৃতি সহ নগর সংকীর্তন শোভাযাত্রা অঞ্চলের বিভিন্ন পথ পরিক্রম করে সকাল ১১টায় গীতি আলেখ্য সাধক রামপ্রসাদ পরিবেশনা শিল্পী সম্মিলনী পরিচালনায় সুপ্রিয় বন্দোপাধ্যায়, দুপুর ১২ টা ৪৫ মিনিটে মধ্য সুন্দরম গোষ্ঠীর শিল্পী বৃন্দ হাওড়া গীতিনাট্য পরিবেশন করেন দুপুর ১-৪৫ থেকে সাড়ে ৬টা পর্যন্ত বিভিন্ন উদীয়মান শিল্পীর ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন। সন্ধ্যায় ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন বিশিষ্ট শিল্পী তৃষিত চৌধুরী। পরে বাউল ও লোকগীতি পরিবেশন করেন পিয়ালী ও রাজদীপ। বিভিন্ন সময়ে বাদ্যযন্ত্র সহযোগী শিল্পীরা হলেন সুতীর্থ ভট্টাচার্য, কুমারেশ মণ্ডল, মলয় দাস, পার্থ সেন, পানু চৌধুরী, গৌতম পাল, শঙ্কর বোস। সঞ্চালনায় ছিলেন তপন বণিক, মৌ ভট্টাচার্য সহ আরও ভক্তমণ্ডলী উপস্থিত ভক্তমণ্ডলীকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন সংঘ সম্পাদক ও ট্রাস্টি ও সকলের একান্ত আপনজন ব্রহ্মচারী মুরাল ভাই। সমগ্র অনুষ্ঠান সাফল্য মণ্ডিত করতে অক্লান্ত পরিশ্রম করেন সংঘ সহ সম্পাদক ব্রহ্মচারী শুভ ভাই।

## ছবি ও শিল্প মেলা



**নিজস্ব প্রতিনিধি :** অভিবন্দনার ২৩ নভেম্বর থেকে ২৫ নভেম্বর গ্যালারি গোল্ডে ছবি ও শিল্প মেলার আয়োজন করেছিল। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এবং প্রদর্শনী চলাকালীন উপস্থিত ছিলেন প্রখ্যাত চিত্রকর অমর সরকার, এনএসএইচএম কলেজের সহকারী অধ্যাপক সুমন বন্দ্যোপাধ্যায়, মেট্রোরেল কলকাতার ডিজিএম প্রত্যুষ ঘোষ, প্রখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ পণ্ডিত মল্লার ঘোষ এবং প্রখ্যাত লেখিকা তথা অভিনেত্রী মল্লিকা ঘোষ। অভিবন্দনার এই শীতকালীন শিল্প প্রদর্শনীতে নতুন সংযোজন হল শিল্প মেলা। প্রায় ছয়টি বিভিন্ন শিল্পকলার সম্ভার নিয়ে প্রস্তুতকারকরা বসেছিল। ৪৫ জন নবীন-প্রবীণ চিত্রকরের আঁকা ছবির প্রদর্শিত হয়। অঙ্কন সাহা, আর্যমা কর, অতনু দেবনাথ, বর্ণালী পাল, চান্দ্রেয়ী রায়, তমাল কুমার ঘোষ, এনায়েত রাব্বি ফারদিন হাসানের শিল্প ভাবনার কিছু অত্যন্ত সুন্দর নিদর্শন শোভিত হয় গ্যালারি গোল্ডের দেওয়ালে। গায়েত্রী কুমারী, মেঘা নন্দী, প্রণয় সূত্রধর, শিবানী মাঝি, শ্রীজিতা ভট্টাচার্য, সুপালী মণ্ডল, তন্ময় দাস এঁদের পোর্ট্রেট দর্শকের মন কেড়েছে। সুলগ্না ঘড়ুই এবং তাপসী ঘড়ুইয়ের পদ্মফুলের ওপর দুর্গা এবং বুদ্ধের মুখ এক অন্যরকম মাধুর্য সৃষ্টি করেছে। ক্ষুদে চিত্রকরদের মধ্যে ছিল কৌশিকী রায়চৌধুরী, পায়োজা ভাঁজা, রৌনক শিট, তানিশা সাহা এদের ছবিও বড়দের সঙ্গে সমান টক্কর দিয়েছে। এবছর আর এক নতুন সংযোজন হল মোবাইলের দ্বারা তোলা ছবি। চিত্রগ্রাহক জয়ন্ত গোস্বামী, জয়ন্ত শীল, সালমা রাব্বি, সৌরভ ঘোষের মোবাইলের তোলা ছবিগুলিও নজর কেড়েছে সকলের। অনেক ছবি বিক্রি হয়েছে প্রদর্শনী থেকে। শেষ দিনে পণ্ডিত মল্লার ঘোষ এবং প্রত্যুষ ঘোষের গান-তালের যুগলবন্দী সকল দর্শক এবং অংশগ্রহণকারীদের দুলিয়ে দিয়ে যায়।

## স্মরণ উৎসব

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** গত ৩০ নভেম্বর মঙ্গলবার ২০২১ আদ্যাপীঠ মন্দির প্রতিষ্ঠাতা শ্রীমদ্ অন্নদাঠাকুর মহোদয়ের একমাত্র পুত্র শ্রীমদ্ শঙ্কর ভট্টাচার্য মহোদয়ের ১৪তম স্মরণ উৎসব কোভিড বিধি মেনে সন্ধ্যায় আদ্যাপীঠ মন্দিরস্থ ওনার স্মৃতিকক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। পারিবারিক সদস্যগণ সহ ভক্তবৃন্দ এবং আদ্যাপীঠ মন্দির পরিবারের সদস্যারা শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করে ও সঙ্গীত পরিবেশন করে শ্রোতাদের মুগ্ধ করে। এই অনুষ্ঠানকে সাফল্যমণ্ডিত করতে অক্লান্ত পরিশ্রম করেন আদিনাথ ভট্টাচার্য্য, সোমনাথ ভট্টাচার্য। পরিশেষে, পরিবারের পক্ষ থেকে প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

## সব পেয়েছির আসরের কেন্দ্রীয় কর্মী সম্মেলন

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** সব পেয়েছির আসরে কেন্দ্রীয় কর্মী সম্মেলন ও প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে ১০, ১১ এবং ১২ ডিসেম্বর ২০২১ 'শ্রীমা মহিলা সমিতি' নদিয়ার দত্তফুলিয়ায়। তরুণিমা সব পেয়েছির আসরের ব্যবস্থাপনায় এই শিবির অনুষ্ঠিত হবে। গত দুই বছর যাবত কোভিডের কারণে সব কিছু স্তব্ধ হয়ে যাওয়ার পর নতুন করে আগামী দুই বছরের সব কিছু সাজিয়ে তুলতে সংগঠনকে সুদৃঢ় ও সমৃদ্ধ করবার জন্য সকল কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যদের এবং প্রশিক্ষকদের যোগ দেওয়ার জন্য অনুরোধ এবং আবেদন করা হয়েছে। এছাড়াও বিশেষভাবে সকলের কাছে আবেদন করা হয়েছে ১১ জানুয়ারি ২০২২ পতাকা দিবসের অনুষ্ঠানে সকলকে উপস্থিত থাকার জন্য। সব পেয়েছির আসরে অন্যতম বৃহৎ কর্মসূচি হল পতাকা দিবস। সকলের সহযোগিতা আশা করেন কেন্দ্রীয় পরিচালকগণ। মূল সত্যসেবী অর্থাৎ সাধারণ সম্পাদক দিলীপ চক্রবর্তী এবং সংগঠন সচিব তিমিরবরণ সরস্বতী উপরিউক্ত কর্মসূচিকে সাফল্যমণ্ডিত করবার জন্য আমন্ত্রণ করেন।

## সিঙ্গুর বইমেলা

**মলয় সুর, সিঙ্গুর :** রজত জয়ন্তী বর্ষে সিঙ্গুর বইমেলা অনুষ্ঠিত হবে বীণাপানি ক্লাব ময়দানে (কামরাঙা মাঠ) অপূর্বপুরে। আগামী ১১ ডিসেম্বর থেকে শুরু হতে চলেছে। চলবে ১৯ ডিসেম্বর পর্যন্ত। এই মেলার আয়োজক সিঙ্গুর বইমেলা পরিচালন কমিটি। এবারে উদ্বোধন করবেন সাহিত্যিক স্বপ্নময় চক্রবর্তী, হিঙ্গলগঞ্জ কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ শেখ কামাল উদ্দিন এবং প্রাবন্ধিক মীরাতুন নাহার। প্রতিদিন সন্ধ্যায় গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা সভা থাকছে। সেমিনারে বক্তব্য রাখবেন অধ্যাপক শ্রুতিনাথ প্রহরাজ। বইমেলা কমিটির কোষাধ্যক্ষ সোমনাথ বসাক বলেন, এবার রজত জয়ন্তী বর্ষে আগের তুলনায় খুবই ছোট মাঠে প্রচন্ড অসুবিধার মধ্যে বইমেলা হচ্ছে। তারই মধ্যে বইমেলায় ২৫টি স্টল থাকছে। কলকাতার বেশ কিছু নামী প্রকাশনা সংস্থা আছে। যেমন দে'জ পাবলিশার্স, আনন্দ প্রকাশনা সংস্থা, দক্ষভারতী, কানন প্রকাশনী, ইংরাজি প্রকাশনা টেডি উইসডম, পুরানো বুক স্টল, লিটিল ম্যাগাজিনের স্টল। এবারের থিম থাকছে 'বিবিধের মাঝে দেখ, মিলন মহান।' বইমেলা কমিটির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক জগন্নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও অমর চন্দ্র বলেন, সরকারি ও বেসরকারি লাইব্রেরিকে বই ক্রয় করার জন্য বইমেলা কমিটির তহবিল থেকে ৫ শতাংশ ছাড় আলাদাভাবে দেওয়া হবে। মেলার নয় দিন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে গান, বসে আঁকো প্রতিযোগিতা, কুইজ, কবিতা পাঠ, অনুগল্প প্রতিযোগিতা থাকছে।

## মহিলা পুরোহিত বিয়ে দিলেন



**নিজস্ব প্রতিনিধি :** আজকাল মহিলারা সমাজে কোনও কাজেই পিছিয়ে নেই। আর এবার এক নতুন ভূমিকায় অবতীর্ণ হল তাঁর চাক্ষুস প্রমাণ করলেন প্রমীলারা। চন্দননগর বড় বাজারের একটি বহুতল আবাসনে রবিবার (২৮ নভেম্বর) শীতের সন্ধ্যায় অভিনব উদ্যোগে মহিলা পুরোহিত দ্বারা সাত পাঁকে বাঁধা পড়লেন পঞ্জাবী কনে সাক্ষী অরোরা এবং চন্দননগরের বর উৎসব নায়েক। দু'জনেই সফট ইঞ্জিনিয়ার। কর্মস্থলে প্রেম পরিণতি পায় বর-কনের ইচ্ছায় আরামবাগের বাসিন্দা অনিতা মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে মহুয়া চক্রবর্তীসহ জনা কয়েক মহিলা পুরোহিত চার হাত এক করেন বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণ ও হোম যজ্ঞ মধ্য দিয়ে।

## শুরু হল মাসিক সাহিত্য সভা

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** বৈষ্ণবঘাটা-পাটুলি অঞ্চল থেকে প্রকাশিত ষাণ্মাসিক পত্রিকা শ্রীশ-এর ১৬ বছর চলছে । গত দু-বছর করোনা আবহে এঁদের মাসিক সাহিত্য সভা বন্ধ ছিল। পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতির সাথে সাথে ফের মাসিক সাহিত্যের আসর বসালেন গত ২৭ নভেম্বর ২০২১ শনিবার কেন্দুয়া শান্তি সঙ্ঘে। এই উদ্যোগের নেপথ্যে শ্রীশ পত্রিকার সম্পাদক ইলা দাসের সঙ্গে পূর্ণ সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন শান্তি সঙ্ঘের সভাপতি আলোক মুখার্জী। এ দিনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে সভাপতি হিসাবে হাজির ছিলেন এই প্রবীণ সংস্কৃতিপ্রাণ মানুষটি । আমন্ত্রিত অতিথিদের মধ্যে ছিলেন বিশিষ্ট লেখক/কবি তারাশংকর দত্ত, তারুণ্য-র সম্পাদক সুকুমার মণ্ডল ও প্রবীণ আবৃত্তিকার কানাইলাল পালোধি। শ্যামল বিশ্বাসের উদ্বোধনী সঙ্গীতে মাধ্যমে সূচনা হল এদিনের আড্ডা। কবিতা পাঠে অংশ নিলেন অভিজিত মিত্র, তরুণ কুমার দাস, শিপ্রা আঢ্য ব্যানার্জী, স্বপ্না পুততুণ্ড বন্দোপাধ্যায়, আরতি দে, বাসন্তী দেস, স্মৃতি দত্ত, দীপক মুখার্জী, রাঘবেন্দ্র নাথ দাস, বিজন চন্দ, ইলা দাস প্রমুখ । স্বরচিত গল্প পাঠ করলেন দেবযাণী চক্রবর্তী ও গৌর দাস । মণিকা গুপ্ত ও কানাইলাল পালোধি আবৃত্তি করলেন । মধ্যে মধ্যে গানের প্রয়োগে অনুষ্ঠানটি অন্য মাত্রায় পৌঁছেছিল – আশুতোষ বন্দোপাধ্যায়, মালা চন্দ, মিনু প্রধান মণ্ডল গান শোনালেন ।

## শারদ সংখ্যা প্রকাশ

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** অতিমারির ভ্রুকুটি কাটিয়ে উঠে ৮ম বর্ষের ষাণ্মাসিক কৃষ্ণচূড়া পত্রিকার শারদ সংখ্যা প্রকাশিত হল ২৮ নভেম্বর ২০২১। এদিন সন্ধ্যায় নেতাজী নগরে সম্পাদক সুজিত দেবনাথের বাড়ির প্রশস্ত ছাতে বসেছিল এক সাহিত্য আসর। সাঁঝবাতি গোষ্ঠীর সদস্যারা উদ্বোধনী গানে শোনালেন বিখ্যাত কয়েকটি বাংলা গানের কিছু কলি নিয়ে গড়া এক মনোজ্ঞ গানমালা। বিশিষ্ট অতিথিদের মধ্যে হাজির ছিলেন সাহিত্যিক ও সমাজকর্মী অরিন্দম আচার্য, শিশু সাহিত্যিক প্রবীর জানা, সাহিত্যিক তারাশংকর দত্ত, তারুণ্য সম্পাদক সুকুমার মণ্ডল প্রমুখ। সম্পাদকের স্বাগত ভাষণের পর পরই উন্মোচিত হল এবারের শারদ সংখ্যা কৃষ্ণচূড়া। বারোটি গল্প, তিনটি নিবন্ধ, একটি করে ভ্রমণ ও নাটিকা রয়েছে, রয়েছে একগুচ্ছ কবিতার সমাহার। কবিতা পাঠ করলেন অরুণ ভট্টাচার্য, অদৃশানাথ, আরতি দে, অশোকানন্দ, বিশ্বনাথ অধিকারী, শেফালি সরকার, অণিমা বিশ্বাস, অভিজিত মিত্র, বিজন চন্দ, বুদ্ধদেব নাগ মজুমদার, বিশ্বজিত দে, স্বপন দাস, সুরজিত মণ্ডল, সুমিত্রা মণ্ডল, বিকাশকলি পোল্যে, ইলা দাস প্রমুখ বহু কবি, সেইসঙ্গে আবৃত্তি পরিবেশন করলেন মণিকা গুপ্ত। গল্প শোনালেন দেবযানী চক্রবর্তী। সংক্ষিপ্ত ভাষণ প্রদান করলেন অরিন্দম আচার্য ও প্রবীর জানা। সঙ্গীত পরিবেশনে শ্যামল বিশ্বাস, শিবুলাল শীল, বাবুরাম কর্মকার, রঞ্জিত মিত্র, বর্ষীয়ান সঙ্গীত শিক্ষক তড়িৎ সাহা, মালা চন্দ, ঝিমলি চক্রবর্তী, জয়ন্তী দেবনাথ, লীনা ঘোষ দস্তিদার, টিনা পাল, সবিতা বসুঠাকুর, রেশমি বসুঠাকুর ও আরও বেশ কিছু প্রবীণ শিল্পী। একফাঁকে গানও শোনালেন অরিন্দম আচার্য। সব মিলিয়ে একটি মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সুচারু ভাবে সঞ্চালনা করলেন শ্রীশ সম্পাদক ইলা দাস।

## বক্তৃতা প্রতিযোগিতা

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** নেহেরু যুব কেন্দ্র বীরভূম-র পক্ষ থেকে সিউড়ি সাহিত্য পরিষদ হলে রবিবার সকালে এক বক্তৃতা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। দেশপ্রেম এবং দেশ গঠন এই শীর্ষক বক্তৃতা দেন ১৩ জন প্রতিযোগী। বিচারক ছিলেন অ্যাডভোকেট সিমন্ত মুখার্জি, অধ্যাপক রাজদূত মুখার্জি, সমাজসেবী রমারঞ্জন চ্যাটার্জী। নেহরু যুবকেন্দ্র আধিকারিক রায়া দাস, হেতমপুর কৃষ্ণচন্দ্র কলেজের অধ্যাপিকা জয়া মুখোপাধ্যায়, বীরভূম স্নেহ কর্ণধার শ্রীকান্ত ঘোষ সহ বিশিষ্টজনেরা উপস্থিত ছিলেন। প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানাধিকারীকে পুরস্কৃত করা হয়। এর পর হবে রাজ্য বক্তৃতা প্রতিযোগিতা।

## কবিতা উৎসব

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** ৪৫ বর্ষ অতিক্রান্ত হাওড়ার সোনাতলা থেকে প্রকাশিত কবিতার পত্রিকা সায়ন্তন ১৬ নভেম্বর সন্ধ্যায় এক আন্তরিক কবিতা পাঠের আসর বসালেন জীবনানন্দ সভাঘরে। করোনা আবহে দীর্ঘদিন বাংলা আকাদেমির জনপ্রিয় হলগুলি বন্ধ রাখা ছিল। লকডাউন বিধি শিথিল হওয়ার সঙ্গে তাল মিলিয়ে ছন্দে ফেরার চেষ্টা করছে বাংলা ভাষা চর্চার এই আশ্রয় গুলি। অর্ধেক সংখ্যক উপস্থিতির অনুমতি মেনে আয়োজিত আজকের এই কবিতা উৎসব কিন্তু হাউসফুল। চন্দ্রাদিত্য চন্দ্রের সম্পাদনায় সায়ন্তন পত্রিকার একটি স্মারক সংখ্যার প্রকাশ হল এই সন্ধ্যায়। এদিনের অনুষ্ঠানের সভাপতি ছিলেন ড. অলক নাথ পাঁজা, প্রধান অতিথি কবি অরুণ কুমার চক্রবর্তী। বিশিষ্ট অতিথিদের মধ্যে মঞ্চে পাওয়া গেল ব্রত চক্রবর্তী, দীননাথ চক্রবর্তী ও অধ্যাপক সুখরঞ্জন চক্রবর্তীকে। আগত কবি, সাহিত্যিকদের স্বাগত ভাষণ দিলেন চন্দ্রাদিত্য চন্দ্র। কবিতা পাঠে অংশ নিলেন চল্লিশ জনেরও বেশি কবি। দীর্ঘ বিরতির পর জীবনানন্দ সভাঘর কবিতায় কবিতায় আবার সজীব ও সচল হয়ে উঠল ।

## পত্র-পত্রিকার আলোচনা

### জ্ঞান ও চেতনা

(সম্পাদক - মিঠু মিশ্র / অষ্টম বার্ষিক সংখ্যা ফেব্রুয়ারী ২০২১/ দাম - উল্লেখ নেই) - জ্ঞান ও চেতনার এই বার্ষিক সংখ্যাটি ২১ ফেব্রুয়ারি ২০২১ কলকাতার কৃষ্ণপদ মেমোরিয়াল হলে উদ্দীপনার সাথে প্রকাশিত হল । অতিমারী-র ঝাপটা সামলেও মাসুন্দী মহিমাচরণ মিশ্র মেমোরিয়াল চারিটেবল সোসাইটির উদ্যোক্তারা পত্রিকাটি প্রকাশের যে প্রয়াস নিয়েছেন, তা সাধুবাদার্হ । সংখ্যাটিকে কবিতার ডালি হিসাবে উৎসর্গ করা হয়েছে । ১২০ জনেরও অধিক কবির কবিতা সংকলিত হয়েছে । মূলতঃ মানবতার কথা তুলে ধরা কবিতাগুলির মধ্যে শেফালী সরকার, অমিত কাশ্যপ, সুনীল মুখোপাধ্যায়, লোপামুদ্রা ব্যানার্জী, ইলা দাস, অণিমা বিশ্বাস, ভারতী বন্দোপাধ্যায়, আরতি দে, নিতাই মৃধা, অরূপ পান্থী, অমিত মিত্র প্রমুখদের লেখা গুলি মনে দাগ কাটে । কেবল পত্রিকা প্রকাশ নয়, সামাজিক আরও দায়বদ্ধতাও এঁরা পালন করে আসছেন । দরিদ্র ছাত্রদের পাঠ্যপুস্তক ও গ্রামের মানুষদের মধ্যে বস্ত্র, কম্বল বিতরণের নিয়মিত কর্মসূচী ছাড়াও গত বছরের করোনা কালে খাদ্য বিতরণেও এগিয়ে এসেছিলেন এঁরা । নানা কর্মসূচীর সচিত্র সংবাদ পাওয়া গেল পাতায় পাতায়। তবে ছবিগুলির ছাপার গুণগত মান হতাশ করে ।

### আমার গীতাঞ্জলি

(মানস চক্রবর্তীর গীতিকাব্যের বই / প্রকাশক - প্রেরণা, নোদাখালী, দঃ ২৪ পরগণা / মূল্য ৫০ টাকা) - তরুণ কবি প্রেরণা পত্রিকার সম্পাদনার পাশাপাশি এ সময়ের বহু পত্র-পত্রিকায় ছড়া/কবিতা লিখছেন । আলোচ্য গ্রন্থটি ক্ষীণতনু (১৬ পাতার) কিন্তু কবিকে সফল গীতিকার হিসাবে তুলে ধরতে সক্ষম হবে । গানের জন্য লেখাকে কাব্য-স্বীকৃতি দিতে বাঙালীর মনে একটা খটকা কাজ করে এসেছে বরাবর, যে কারণে গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার, পুলক বন্দোপাধ্যায় প্রমুখদের কবি-খ্যাতি অধরাই থেকে গেল । এঁদের পরবর্তী প্রজন্মও যে গীতি-কবিতা রচনায় উদ্যমী হয়েছেন, এটা অবশ্যই আশা জাগায় । তবে গানে এগুলো কেমন ভাবে বিকশিত হল সেটা বই পাঠে জানা হয়ে ওঠে না । পত্রিকাটির প্রচ্ছদ আকর্ষণীয় ।

### মানস চক্রবর্তীর একশো ছড়া

(প্রেরণা প্রকাশনী, মূল্য - ১৫০ টাঃ) - ছড়া, কবিতা ও গীতি কবিতা রচনায় এসময়ের পরিচিত নাম মানস চক্রবর্তী। ইতিমধ্যেই একাধিক গ্রন্থের অধিকারী । আলোচ্য বইটির ছড়া গুলি মূলতঃ শিশু কিশোরদের জন্য রচিত । অধিকাংশ ছড়া শরত তথা দুর্গা পূজাকে কেন্দ্র করেই লেখা । এছাড়া শীত ঋতু, ভূত প্রভৃতির উপর লেখাও রয়েছে । রয়েছে বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথ ও বঙ্গবন্ধুর ওপর লেখা কয়েকটি ছড়া । ছড়াগুলি সাবলীল, সহজ ভাষায় লেখা । ছোটরা পড়ে আনন্দ পাবে । ছড়ার সঙ্গে পাতায় পাতায় রয়েছে চিত্রণ । প্রচ্ছদে আরও একটু চিন্তা-ভাবনার অবকাশ ছিল । ছোটদের পড়ার বই-এর প্রচ্ছদ জুড়ে লেখকের পোর্ট্রেট, আর সেই ছবির দুই কোণ ঘিরে ফুলের মালা দেখলে আচমকা বুক-টা হিম হয়ে যায় বুঝি !

### ভ্রমণ বিলাস

(রণজিত কুমার সরকারের ভ্রমণ-বিষয়ক গ্রন্থ, প্রকাশক - সৌমিত্রি রঞ্জন সরকার, ঠিকানা - উল্লেখ নেই, মূল্য - ২৩০ টাঃ) - সম্ভবত লেখকের এটি প্রথম ভ্রমণ-কাহিনীর বই । ফেব্রুয়ারী ২০২১ এ প্রকাশিত প্রায় পৌনে দু-শো পাতায় লেখক নানা সময়ে বেড়িয়ে আসার কথা পাঠকদের জন্য তুলে ধরেছেন । এই বর্ণনার মাঝে উঠে এসেছে কোথায় কখন কি কি খাওয়া হয়েছে, কেমন রাত-কাটানোর আস্তানা জুটেছিল কিংবা কখনও চলমান (বেশ কিছু ভ্রমণ সম্পূর্ণ বাসে করেছেন) বাস থেকে বাইরের দৃশ্যাবলী । যখন ট্রেনে ভ্রমণ করেছেন, উল্লেখ করেছেন কোচ নম্বরও ! উত্তর ভারত, দক্ষিণ ভারত, নেপাল, সিকিম, উত্তর-পূর্বাঞ্চলের শিলং-গুয়াহাটি, পুরী, কলকাতা, সুন্দরবন গঙ্গাসাগর, শান্তিনিকেতন প্রভৃতি অঞ্চলে বেড়ানোর বর্ণনা পাওয়া গেল । কোনও কোনও অঞ্চলের কথা দু-বার বলেছেন (যেমন কলকাতা, গুয়াহাটি, দার্জিলিং ইত্যাদি) সম্ভবতঃ অন্য স্থানের যাত্রা করার পথে সেই যায়গায় দ্বিতীয়বার পদার্পণ করেছেন । লেখকের ভ্রমণ-সূচী কখনও কখনও বিভ্রমও ঘটায়, বাংলা থেকে আগ্রা দেখে ওঁরা দিল্লী-হরিদ্বার অঞ্চল ঘুরে তারপর মথুরা-বৃন্দাবন দেখতে এসেছিলেন, অথচ আগ্রা-দিল্লীর মধ্য পথেই বৃন্দাবন পড়ে । তেমনি দক্ষিণ ভারতে তিরুচিরাপল্লী দেখে মাদুরাইতে পৌঁছানোর কথা না বলে সরাসরি মীনাক্ষী মন্দিরের কথায় চলে এসেছেন । মাদুরাই একটি গুরুত্বপূর্ণ মন্দির-শহর হিসেবে আলাদা উল্লেখের দাবী রাখে না কি ! মাদুরাই থেকে রামেশ্বরমের যাত্রাপথে বিখ্যাত সমুদ্রসেতু পমবান ব্রীজের কোনো উল্লেখ পাওয়া গেল না । বাদ গেল দিল্লীর ঐতিহাসিক সৌধের অনেকগুলির বিস্তৃত বিবরণ । এমনতরো অসংখ্য ফাঁকফোকর রয়ে গিয়েছে যেখানে অঞ্চলের বিবরণ আরও বিশদ করে বললে পাঠকদের কৌতূহল বাড়তো, তার বদলে লেখক নানা জায়গায় সময়ে সময়ে কি কি খেয়েছেন, এমন কি কোথায় কারা প্রাকৃতিক কাজ সেরেছিলেন সেসবও লিখে ফেলেছেন । পড়তে পড়তে বুঝতে অসুবিধা হয় না যে ভ্রমণ ডায়েরীতে লেখাগুলি হুবহু ছাপিয়ে ফেলা হয়েছে, যদিচ গ্রন্থাকারে প্রকাশের আগে সেগুলির সু-সম্পাদনা তথা পরিমার্জনা বাঞ্ছনীয় ছিল । একবিংশ শতকে প্রকাশিত গ্রন্থে সাধু ভাষার বহুল প্রয়োগ পাঠের গতিকে মন্থর করে দিয়েছে । অসংগতি আরও রয়েছে - ভ্রমণের সঙ্গী সাথীদের নামধাম প্রকাশ জরুরী কিনা, লেখকের জন্মস্থান বাংলাদেশের (পুঠিয়া-রাজশাহী) অতীত-গাথা কতটা প্রাসঙ্গিক - এসব প্রশ্ন থেকেই যায় ।

### অপেক্ষা করছি বন্দি কফিনে

( মিলি দাস-এর কাব্য গ্রন্থ, কমলেশ প্রকাশনী, কলকাতা-৭৩, মূল্য ১৫০ টাঃ) - কবির প্রথম কাব্য গ্রন্থ । ষাট টিরও বেশী কবিতা ঠাঁই পেয়েছে । গ্রন্থের নামকরণেই মুক্তির ইচ্ছা সোচ্চার । তরুণ কবির কবিতার ছত্রে ছত্রে প্রতিবাদ, অবরুদ্ধ প্রথা ভেঙে মুক্তির আকাঙ্খা ফুটে উঠেছে । কবির পরিচয় তাঁর কবিতায় । একটি কবিতায় কবি স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন, ..আমিতেই আমি যথেষ্ট / পরিচয়ে কোন কাঁধ-এর প্রয়োজন নেই ..। দে'জ পাবলিশিং থেকে মুদ্রিত বইটির ছাপা ও বাঁধাই নিখুঁত । প্রচ্ছদেও আধুনিকতার ছোঁয়া ।

# সোনা পেল ক্যারাটে ত্রয়ী

**অভীক মিত্র:** গত ২৭,২৮ ও ২৯ নভেম্বর সিকিমের রাজধানী গ্যাংটকের ডেভেলপমেন্ট এরিয়ার তাসি নামগিয়াল উচ্চমাধ্যমিক স্কুলে এই প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের বীরভূম জেলার বোলপুরের বাসিন্দা পারমিতা দত্তরায়,জাহ্নবী বিশ্বাস ও প্রিয়াঙ্কা মূর্মূ এই খেলায় অংশগ্রহণ করার জন্য রওনা দিয়েছিলেন গ্যাংটকের উদ্দেশ্যে। এছাড়াও পুরুলিয়ার বলরামপুরের বাসিন্দা আট বছরের অভিরূপ গড়াইও

ছিল তাদের দলে। পারমিতা ও প্রিয়াঙ্কা চলতি বছরে রাজ্যস্তরের প্রতিযোগীতায় স্বর্ণপদক এবং জাহ্নবী রুপোর পদক জিতে জাতীয় স্তরে খেলার যোগ্যতা অর্জন করে। পাশাপাশি আগামীবছরে রাশিয়ায় হতে চলা আন্তর্জাতিক স্তরের প্রতিযোগীতায় খেলার জন্য সিলেকশনেও অংশগ্রহণ করে বীরভূমের এই তিন ক্যারাটে কন্যা। প্রথমবার জাতীয় স্তরের খেলায় অংশগ্রহণ করার সুযোগ পেয়েই প্রতিযোগিতা থেকে তিন জনেই স্বর্ণপদক ছিনিয়ে নেয়। কাতা প্রতিযোগিতায় প্রিয়াঙ্কা ছিনিয়ে নেয় সোনা, জাহ্নবী রুপো এবং পারমিতা ব্রোঞ্জ। এছাড়াও কুমিতে অর্থাৎ ফাইট করে তিনজনেই সোনা ছিনিয়ে নেয়। পাশাপাশি ওপেন কাতা প্রতিযোগিতায় প্রিয়াঙ্কা রুপো এবং পারমিতা ও জাহ্নবী ব্রোঞ্জ পদক লাভ করে।

রাশিয়ায় হতে চলা আগামী আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার আমন্ত্রণপত্র তুলে দেওয়া হয় তিনজনের হাতে। প্রশিক্ষক কৌশভ সান্যাল বলেন, পারমিতা যখন ক্যারাটে শিখতে শুরু করে তখন সে ছয়মাসের কন্যা সন্তানের জননী। কিন্তু তার খেলার প্রতি অদম্য ইচ্ছা সমস্ত প্রতিবন্ধকতাকে হার মানিয়েছে। সমাজের যাবতীয় ভ্রুকুটিকে তুচ্ছ করে এগিয়ে গিয়ে পারমিতা আজ বীরভূমের গর্ব। হুগলির বাসিন্দা জাহ্নবীর লড়াইটাও ছিল একইরকম। আট বছরের কন্যা সন্তানকে সাথে নিয়েই ক্যারাটের জগতে পা রাখেন তিনি। মাত্র দেড় বছরের মধ্যেই রপ্ত করে নেন ক্যারাটের দাঁও প্যাঁচ। ক্যারাটের রিং-র ভেতরের লড়াইয়ে সাবলীল হয়ে ওঠেন এই দুই রমনী। তাঁরা প্রমাণ করেছেন শিক্ষার কোনো বয়স নেই। ইচ্ছা থাকলে যে কোনো বয়সেই শিক্ষা শুরু করা যায়। বর্তমানে এই দুই রমনী দুই জেলার মহিলাদের কাছে আদর্শ হয়ে উঠেছেন। এদের দেখে অন্যান্য মেয়েরাও খেলার প্রতি আগ্রহ দেখাচ্ছে। বিয়ের পরেও সংসার সামলে পারমিতা ও জাহ্নবীর ক্যারাটের রিং-র ভেতরের লড়াই-এ নামার সাহসকে কুর্নিশ করেছেন।

বোলপুরের হাটতলার বাসিন্দা বিটেকের ছাত্রী প্রিয়াঙ্কা মূর্মূকেও বাহবা দিচ্ছেন স্থানীয় মানুষ। খেলাধুলা করলে পড়াশোনা হয় না, অভিভাবকদের এই ধারণাকে ভেঙেচুরে তছনছ করে দিয়েছেন প্রিয়াঙ্কা। এখন তিনজনেরই স্বপ্ন আন্তর্জাতিক মঞ্চ থেকে সোনা জিতে দেশের মুখ উজ্জ্বল করা। তিন ক্যারাটে কন্যা বলেন, আমাদের প্রশিক্ষক কৌস্তুভ স্যার মেয়েদের বিনা পয়সায় ক্যারাটে শেখান। মেয়েরা যাতে এই খেলার প্রতি আগ্রহী হয় তার জন্য তিনি প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। ইতিমধ্যেই বীরভূম,বর্ধমান ও হুগলি জেলা মিলিয়ে শতাধিক স্কুলের পঞ্চাশ হাজারের ওপর স্কুলছাত্রীকে বিনা পয়সায় আত্মরক্ষার প্রশিক্ষণ দিয়েছেন। এমন প্রশিক্ষকের কাছে প্রশিক্ষণ নিতে পেরে আমরা গর্বিত। আশা করছি আমরা আন্তর্জাতিক মঞ্চে খেলে সোনা জিতে আমাদের স্যারের পরিশ্রম সার্থক করতে পারব এবং দেশের নাম উজ্জ্বল করব।

# বিএসএফ ইন্টার ফ্রন্টিয়ার বাস্কেটবল

**নিজস্ব প্রতিনিধি:** ৩০ নভেম্বর ২০২১ তারিখে , সাউথ বেঙ্গল ফ্রন্টিয়ার দ্বারা আয়োজিত বিএসএফ ইন্টার ফ্রন্টিয়ার বাস্কেটবল প্রতিযোগিতার সমাপনী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। ওয়াই বি খুরানিয়া, আইপিএস, অতিরিক্ত মহাপরিচালক, স্পেশাল ডিজি (ইস্টার্ন কমান্ড) সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন। ওয়াই বি খুরানিয়ার সাথে অনুরাগ গর্গ, আইপিএস, মহাপরিদর্শক, দক্ষিণবঙ্গ সীমান্ত, অজিত কুমার টেটে , ডেপুটি ইন্সপেক্টর জেনারেল, দক্ষিণবঙ্গ সীমান্ত উপস্থিত ছিলেন । সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর অধিকারী, অধস্তন আধিকারিক ও জওয়ানদের উপস্থিতিতে উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে বাস্কেটবল প্রতিযোগিতাটি শেষ হয়।

চার দিনব্যাপী এই জমকালো টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠানের আয়োজন মাঝেরহাট পূর্ব রেলওয়ে স্পোর্টস কমপ্লেক্স, মাঝেরহাট, জেলা

উত্তর ২৪ পরগনায় করা হয়েছিল । এই টুর্নামেন্টে বিএসএফের ১১টি ফ্রন্টিয়ার হেডকোয়ার্টার তাহাদের বাস্কেটবল দল সহ অংশগ্রহণ করেছিলেন। বাস্কেটবল প্রতিযোগিতার এই চতুর্থ ও শেষ দিনে সেমিফাইনাল ও ফাইনাল খেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে । সেমি-ফাইনালে দুটি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়েছিল যেখানে সাউথ বেঙ্গল ফ্রন্টিয়ার গুজরাট ফ্রন্টিয়ারের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিল এবং গুজরাট ফ্রন্টিয়ার ফাইনালে তাদের জায়গা নিশ্চিত করেছে। দ্বিতীয় ম্যাচটি হয়েছিল পাঞ্জাব এবং রাজস্থানের মধ্যে, যেখানে পাঞ্জাব জিতে ট্রফির জন্য তাদের দাবি উপস্থাপন করেছিল।

বাস্কেটবল ইন্টার ফ্রন্টিয়ার-২০২১ এর ফাইনাল খেলা পঞ্জাব এবং গুজরাটের মধ্যে হয়, উভয় দলই ম্যাচের শেষ মিনিট পর্যন্ত জয়ের জন্য চেষ্টা করেছিল। সংঘর্ষপূর্ণ ম্যাচের শেষে গুজরাট ফ্রন্টিয়ার ইন্টার ফ্রন্টিয়ার বাস্কেটবল – ২০২১ ট্রফি জিতেছে।

দ্বিতীয় স্থানে পঞ্জাব ফ্রন্টিয়ার এবং তৃতীয় স্থানে রাজস্থান ফ্রন্টিয়ারকে সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছে।

বিএসএফ-এর উর্ধ্বতন কর্মকর্তা, অধস্তন কর্মকর্তা, জওয়ান এবং বিপুল সংখ্যক দর্শক প্রতিযোগিতার সেমিফাইনাল ও ফাইনাল ম্যাচে উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ওয়াই বি খুরানিয়া, আইপিএস, অতিরিক্ত মহাপরিচালক, স্পেশাল ডিজি (ইস্টার্ন কমান্ড) বিজয়ী ও রানার আপ দলকে ট্রফি তুলে দেন। খেলোয়াড়দের উচ্চ মনোবলের পাশাপাশি দর্শকদের উৎসাহও ছিল দেখার মতো। সমাপন অনুষ্ঠানে শিশুদের দ্বারা মার্শাল আর্টের চমৎকার প্রদর্শন করা হয়, যা দর্শকদের দ্বারা অত্যন্ত প্রশংসিত হয়। বিএসএফ ব্রাস ব্যান্ড খেলোয়াড়দের মনোবল বাড়াতে বিভিন্ন সুর পরিবেশন করে এবং দর্শকদেরও উৎসাহে ভরিয়ে দেয়। শিশুদের চমৎকার পারফরম্যান্সের প্রশংসা করে প্রধান অতিথি তাদের নিজ হাতে পুরস্কার তুলে দেন।

বিএসএফ সবসময় খেলাধুলাকে উৎসাহিত করে আসছে এবং এই ধরনের ক্রীড়া কার্যক্রমে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করছে,যা জওয়ানদের মনোবলকে উৎসাহিত করতে অনেক অবদান রাখে। এই ধরনের টুর্নামেন্ট আয়োজন করলে একে অপরের প্রতি সহযোগিতার অনুভূতিও বৃদ্ধি পায়।

# সারা বাংলা দেহ সৌষ্ঠব প্রতিযোগিতা

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** কলকাতা বরাহনগর প্রগতি সংঘ মাঠে টিম ২ বিট সংস্থার উদ্যোগে প্রথম বর্ষ ২৭ ও ২৮ নভেম্বর (শনি ও রবিবার) দু'দিন ব্যাপী সারা বাংলা দেহ সৌষ্ঠব প্রতিযোগিতার আয়োজন হয়। এতে বিভিন্ন জায়গা থেকে ১৫০ জন প্রতিযোগী অংশ গ্রহণ করেন। মোট ৬টি নানা গ্রুপে প্রতিযোগিতা হয়। প্রতিযোগিতায় সেরার সেরা নির্বাচিত হয়েছেন শিবব্রত দাশগুপ্ত। আর্থিক পুরস্কার মূল্য এক লাখ টাকা পান। অন্যদিকে রানার্স হন অভিজিৎ মণ্ডল। ৫০ হাজার টাকা নগদ পুরস্কার ও ট্রফি পান তিনি। এছাড়া প্রত্যেক গ্রুপের বিজয়ীদের ১০ হাজার টাকা দেওয়া হয়। এই ২ বিট জিম

ট্রেনিং সেন্টারের কর্ণধার জয়ন্ত গুহ জানান, প্রথম দিন ওমেনস মডেল ফিজিক্স প্রতিযোগিতায় ২২ জন মহিলা অংশ নেয়। এতে বিজয়ী হন অঙ্কিতা জৈন। এদিন পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ বডিওয়েট লিফটিংয়ের প্রেসিডেন্ট স্বপন ব্যানার্জী, বিধায়ক তাপস রায়, রাহুল মল্লিক এবং বিশিষ্ট ভারত্তোলক ডক্টর তুষার শীল, মলয় রায়, তিনবারের মিস্টার ইন্ডিয়া চ্যাম্পিয়ন প্রাণতোষ দে, অঞ্জন মিত্র, ক্ষিতিশ চ্যাটার্জী, ইরানী চ্যাটার্জী প্রমুখ।

**চলুন বেড়িয়ে আসি**

# সবুজের দেশ অযোধ্যা পাহাড়ে

**সুকুমার মণ্ডল**

হাওড়া-চক্রধরপুর ফার্স্ট প্যাসেঞ্জার সময়মত সকাল সাড়ে সাতটায় আমাদের পুরুলিয়ার বরাভূম স্টেশনে নামিয়ে দিয়ে প্ল্যাটফর্ম ছেড়ে চলে যেতেই নিঃঝুম চারপাশ। অল্প কিছু যাত্রী স্টেশন ছেড়ে বেরিয়ে যেতেই নিরালা চারপাশ। বরাভূম স্টেশন আসলে বলরামপুর গঞ্জ-শহরটির প্রবেশপথ। স্টেশনের বাইরে ভাড়ার গাড়ি পাওয়া গেল। অল্পবয়সী ড্রাইভারটি জানালো আমাদের গন্তব্য প্রায় তিরিশ কিমি দূরের অযোধ্যা পাহাড়-চূড়ায় সরকারি জোড়া অতিথি-ভবন নীহারিকা-মালবিকা সে বিলক্ষণ চেনে। সময় নষ্ট না করে পুরুলিয়া-ঝালদা সড়ক ধরে আমরা দক্ষিণ-মুখে রওয়ানা হলাম, চমৎকার সুনির্মিত পথ। আকাশে তখন মেঘেরা দলে ভারী হচ্ছে। ডান হাতে অনুচ্চ মাঠা পাহাড়, পাখি পাহাড়ের চূড়াগুলি মেঘে ঢাকা পড়ে গেছে। ক্রমশ আমাদের কাছে এগিয়ে আসছে সেই পাহাড়-শ্রেণী। প্রায় আট কিমি আসার পরে রাজ্য-সড়ক ছেড়ে আমরা অযোধ্যা পাহাড়ের পথ ধরলাম, পর্যটকদের সুবিধার জন্য রাস্তার মোড়ে পরিস্কার নির্দেশিকা বসানো। পাহাড়ের পাদদেশ পর্যন্ত কিলোমিটার দুয়েক পথের অবস্থা বর্ষার দাপটে কিছুটা করুণ হলেও রাস্তার দুপাশে মাথা-সমান কাশের রাজত্ব মন ভরিয়ে দেয়।

অযোধ্যা পাহাড়ের চড়াই শুরু হওয়ার মুখে বাঁদিকে লোয়ার ড্যামের পাথুরে ঢালু দেওয়াল আর ডান দিকে এক বিশাল সরোবর। অযোধ্যা পাহাড়ের নানা দিকে বাঁধের ছাড়া জলে সৃষ্ট এই ধরণের বেশ কিছু জলাশয় একদা-রুক্ষ পুরুলিয়ার জল-ছবি অনেকটা পাল্টে দিয়েছে। কয়েক টি বাঁক পার হতেই আমরা লোয়ার ড্যামের জলাধারের উপরে চলে এলাম। সেখান থেকে কয়েক কিলোমিটারের মধ্যে প্রায় ২৮০০ ফুট উচ্চতায় আপার ড্যামের উপরে পৌঁছে গেলাম। ড্যামের উপরেই হাল্কা সাধারণ মোটর গাড়ি চলাচলের পথ। ডানদিকে বিশাল জলাধার টইটুম্বুর, তাতে দুই-টি লৌহ চতুস্কোণ স্তম্ভ, জলবিদ্যুত তৈরির টারবাইনের সঙ্গে যুক্ত। বেলা প্রায় সাড়ে দশটা নাগাদ আমরা যখন পৌঁছলাম, জলাধার পুরোপুরি মেঘের দখলে। আপার ড্যাম পার হয়ে পিচমোড়া মসৃণ পথ কিন্তু মোটামুটি সমতল। অযোধ্যা পাহাড়ে বেশ কিছু আদিবাসী গ্রামের দেখা পাওয়া গেল। দেখা হল ধান-ক্ষেত, ভুট্টা ও বর্ষার হরেক সবজির চাষ, মাটি-লেপা দেওয়াল, খোলায় ছাওয়া কুঠির। সরকারী উদ্যোগে পথের দুপাশে এবং বসতি-অঞ্চলের মধ্যে প্রচুর সৌর প্যানেল বসানো হয়েছে। পরিশ্রুত জলের নল পৌঁছে গেছে গ্রামগুলিতে। সিমেন্ট বা পিচ-মোড়া সরু পথ

গ্রামগুলির প্রত্যন্তে পৌঁছে গেছে। যেখানে এখনও সেটা হয় নি, সেখানে লাল মাটির পথ।

অযোধ্যার কেন্দ্র স্থলে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রক-পরিচালিত চমৎকার জোড়া অতিথি নিবাস নীহারিকা ও মালবিকা। সঙ্গে অনেকটা জায়গা নিয়ে ফুল, সবজী ও অন্যান্য গাছপালা ঘেরা কম্পাউণ্ড। ইতি উতি অনেকগুলো সুন্দর বসার জায়গা রয়েছে। নীহারিকায় একতলায় বিশাল ভোজন-কক্ষ তো আছেই, এছাড়া বাগানে ছাউনি লাগানো আরও গোটা দুয়েক খাওয়ার ব্যবস্থা। সদাব্যস্ত ক্যান্টিনে ঘরোয়া খাবার। সামনেই খোলা ফুটবল মাঠ, তার একধারে সিমেন্টের গ্যালারী। কয়েকটি চা-মিষ্টি-চপের বেশ জমজমাট দোকান। মাঠের ধারে সরকারি গ্রন্থাগার। পুলিশ চৌকি, স্বাস্থ্য-কেন্দ্র ও ইউথ হোস্টেল ও কিছু সদ্য-নির্মিত হিল রিসর্ট ও হোটেল। সব মিলিয়ে প্রায় দু-কিমি এলাকা জুড়ে অযোধ্যা হিল টপ। পুরুলিয়া থেকে সরকারী ও বেসরকারী কয়েকটি বাস সকালে-বিকালে এই ফুটবল মাঠের প্রান্ত পর্যন্ত নিয়মিত যাওয়া-আসা করে। আজ আর বিশেষ ঘোরাঘুরি না করে পূর্ণ বিশ্রামের পরিকল্পনা নিয়েছিলাম।

পরদিন সকাল ন-টায় অযোধ্যা পাহাড় ও সংলগ্ন দ্রষ্টব্য ঘুরতে বেরুনো হল। গতকাল সন্ধ্যায় অতিথি-নিবাসেই ভাড়া-গাড়ির সঙ্গে যোগাযোগ হয়ে গিয়েছিল । গত রাতের মেঘ-বৃষ্টি কেটে গিয়েছে, হালকা রৌদ্রের আলো মেখে বেরিয়ে পড়লাম। পাথুরে প্রকৃতি সবুজে উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে, দু-পাশে শালের বন, কোথাও কোথাও রাস্তা উপচে জলের ধারা কালকের বৃষ্টির কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে। মাত্র তিন-চার কিলোমিটার গিয়ে গাড়ি থামল এক নির্জন পাহাড়ী ঢালে। সামনের পথ ঢালু হয়ে নেমে গিয়েছে, গাড়ি থেকে দৃষ্টি চলে না। হেঁটে কয়েক-পা যেতেই একটি স্বচ্ছ সরোবরের মুখোমুখি। চারধারের পাথরের দেওয়াল থেকে নিপুণ ভাবে পাথর কেটে নেওয়া হয়েছে। আমাদের চালক-কাম-গাইড ছোট্টু জানালো এই টিলা থেকে প্রস্তর খণ্ড কেটে আপার ও লোয়ার ড্যাম বাঁধানো হয়েছিল। পাথর-খাদানে সৃষ্টি হল মন-জুড়ানো জলাশয়। আদর করে লোকে মার্বেল লেক বললেও, এটির প্রকৃত নাম তারপানিয়া লেক। টলটলে নীল জল-কে ঘিরে পাথরের দেওয়াল, পাথরের খাঁজে খাঁজে মনের আনন্দে কচি ঘাস খাচ্ছে এক ঝাঁক ছাগল। উপভোগ্য নির্জনতা ছেড়ে যেতে ইচ্ছে করছিল না। কিন্তু আমাদের পরবর্তী গন্তব্য আমাদের জন্য অপেক্ষায় রয়েছে, তাই ফের জঙ্গল পথে চলা। কয়েক কিলোমিটার দক্ষিণ-মুখো এগোনোর পরে পাহাড়ের খাদ ঘেঁষে চালক গাড়ি দাঁড় করালো। পথের বাঁদিকে ঢালু পাথুরে জমির মধ্যে দিয়ে কুলকুল করে একটি ধারা বয়ে চলেছে। গাছপালায় ঢেকে রয়েছে চারদিক। এটাই ব্রাহ্মণী কিংবা প্রচলিত উচ্চারণে বামনী নদী। ফুট দশেক পরেই সেটি ঘন জঙ্গলে ঢাকা পাহাড়ের গা বেয়ে নেমে চলেছে। সেখানে ঝর্ণার গর্জন শোনা গেলেও দর্শন মেলে না। দেখা গেল পাহাড়ের গায়ে ধাপে ধাপে পাথরের টুকরো সাজিয়ে পথ করা রয়েছে। অনেকটা নীচে নামার পরেও অবগুণ্ঠিত ঝর্ণা চোখে পড়ল না। সকালের রোদে পরিশ্রমে গায়ের জামা ভিজে গিয়েছে ততক্ষণে। সেইসময় নীচ থেকে উঠে আসা কিছু পর্যটকের মুখোমুখি হওয়ার ফলে জানা গেল প্রায় হাজার ফুট নীচে নামার পরেই বামনী ফলসের ধারার কিছুটা দৃশ্য-গোচর হয়। এই ঝর্ণার প্রায় সবটুকুই গভীর জঙ্গলের আড়ালে ঢাকা। কানে আসছে অবিরাম জলের শব্দ। পাহাড়ী পাকদণ্ডী পথে নামার অর্থ, ততটা উচ্চতা ভেঙে ফের উঠে আসতে হবে। সম্ভাব্য ধকলের কথা চিন্তা করে নীচে নামার ইচ্ছেয় চাবি দিয়ে গাড়িতে ফিরে আসা গেল।

বামনী ফলস্ থেকে মাত্র দু-এক কিমি দূরেই তুর্গা ফলস্। ডানদিকে পাশের পাহাড়ের ঢালে কয়েক ধাপে নেমে এসেছে তুর্গা ফলস্। পাহাড়ী পথের ধার থেকে দর্শন করা গেল । তবে তুর্গা-র জলধারার কাছে যাওয়া সম্ভব নয়। পাহাড়ী খাদে ঘন জঙ্গল, দুর্গম।

তবে সেই আক্ষেপ মিটে যায় দূরে পাহাড়ের এক্কেবারে পায়ের তলে তুর্গার জলধারায় সৃষ্ট তুর্গা ড্যামের কাছে হাজির হলে। উপর থেকেই দেখা যাচ্ছিল, তুর্গা জলাধার ও তার চারপাশের সবুজ সমতলের শ্যামলিমা। সমতলে অবস্থিত এই জলাধার, সেচ ছাড়াও পানীয় জলের চাহিদা মেটায়। নির্জন তুর্গা ড্যাম পিকনিক-উৎসাহীদের প্রবল ভাবে টানে প্রতি বছর। এবং ইতিমধ্যে আমরা অযোধ্যা পাহাড় থেকে সমতলে নেমে এসেছি। আমাদের গাড়ি চলল, প্রায় ২০ কিমি দূরে পুরুলিয়া-ঝালদা রাজ্য সড়কের ধারে চড়িদা গ্রামের দিকে। পুরুলিয়ার লোক সংস্কৃতির অন্যতম পরিচয় এখানকার ছৌ-নাচ। ছৌ নাচে বিভিন্ন পৌরাণিক চরিত্রের মুখোশ ব্যবহার হয় আর সেই মুখোশ নির্মাণে চড়িদা গ্রামের দেশ-জোড়া খ্যাতি। বহু শিল্পীই তাদের দোকান-কাম-কর্মশালায় ব্যস্ত। ঘর-সাজানোর জন্য নানান আকারের বিচিত্র ছৌ মুখোশ, আদিবাসী মুখের আদল কিংবা কেরালার নাচের মুখোশ পাওয়া যাচ্ছে, দামও লাগাম-ছাড়া নয়। বেশ কিছু শিল্পীর কর্মশালা ঘুরে দেখা হল। বেলা প্রায় এগারোটা, আমরা আজকের পরবর্তী গন্তব্যের দিকে চললাম। আক্ষরিক অর্থে ফিরে চললাম সেই ঝালদা-পুরুলিয়া রোড ধরে বলরামপুরের দিকে। গোটা অঞ্চলটিই বাঘমুণ্ডি থানা এলাকার অন্তর্গত। ফিরতি পথে অযোধ্যা পাহাড়-শ্রেণী আমাদের বাঁ-দিকে। সাত কিমি পথ পেরিয়ে আমরা মাঠা ফরেস্ট রেঞ্জ এলাকায় ঢুকে পড়লাম। বর্ষার আশকারা পেয়ে পথের দুপাশে চোখ-জুড়ানো ধানক্ষেতে চাষের কাজ চলছে পুরোদমে। মাঠা পাহাড়ের যমজ চূড়া পেরিয়ে এসে আমাদের গাড়ি বাঁ-হাতি গ্রামের পথ ধরল। শান্ত নিরিবিলি গ্রামের মধ্যে দিয়ে এক চিলতে পিচের পথ। পাঁচ-ছয় মিনিট পার হতে পৌঁছে গেলাম সামনের গম্বুজ-আকৃতির গোড়ায়। সবুজ মাঠের ধারে সেগুন, পলাশ, শালের ঘন-সন্নিবিষ্ট সহাবস্থান। চালক হাত তুলে নির্দেশ করল, ওই দেখুন পাখী পাহাড়। সেই গম্বুজ আকৃতির পাহাড়ের গায়ে অগণিত ডানা-মেলা পাখির রেখাঙ্কন। জানা গেল বেশ কয়েক বছর আগে কলকাতার একদল শিল্পীর অদম্য প্রয়াসের ফসল ওই পাহাড়ের গায়ের রেখাচিত্র । মনে মনে সেলাম জানাতেই হয় সেই অনামী শিল্পীদের। মানুষের এই অতিমানবীয় প্রয়াসের আরও একটু প্রচারের প্রয়োজন।

ততক্ষণে সূর্যদেব মাথার উপর। আমরা গতকালের পথ ধরেই অযোধ্যা পাহাড়ে উঠতে লাগলাম। পথে পড়ল লোয়ার ড্যামের জলাধার ও আপার ড্যামের সুবিশাল জলাধার। আজকে তফাত কেবল একটাই, মেঘমুক্ত রোদ ঝলমল দিনে বিশাল ঝিলের অপরূপ বিস্তার দেখার সুযোগ হল। অসাধারণ ফটোজেনিক। চিত্রগ্রাহকদের পক্ষে অযোধ্যা পাহাড়ের প্রতিটি অংশই আকর্ষণীয়। দুপুর দেড়-টা মধ্যে নীহারিকায় ফিরে এলাম। এখানকার বিশেষত্ব পোস্তর বড়া দিয়ে লাঞ্চ বাদ গেল না।

**তৃতীয় দিন** – আজ রাতের ডাউন চক্রধরপুর ফার্স্ট প্যাসেঞ্জারে কলকাতার জন্য ফিরতি যাত্রা। কিন্তু দিনের বেশ কিছুটা সময় অযোধ্যার আরও কয়েকটি দ্রষ্টব্য দেখে তারপর পুরুলিয়া স্টেশনে পৌঁছানো যেতে কোনও বাধা তো নেই। সেইমত দুপুরে লাঞ্চ খেয়ে নিয়ে মালপত্র ভাড়ার জিপে চাপিয়ে নেওয়া হল। বেলা দেড়-টা নাগাদ নীহারিকা ট্যুরিস্ট আবাস থেকে রওয়ানা হয়ে প্রথম গন্তব্য গোরসা (Gorsha buru)বুরু বা ময়ূর পাহাড়। মাত্র এক কিমি দূরত্বের মধ্যে। উৎসাহীরা ট্যুরিস্ট আবাস থেকে পায়ে হেঁটে প্রভাতী-ভ্রমণেও ঘুরে আসতে পারবেন । ময়ূর চূড়া-টি ঢালু গড়নের, সহজেই পায়ে পায়ে উঠে আসা যায়। চূড়ায় একটি মন্দির নির্মাণের কাজ চলছে। হনুমান মন্দির-টি অচিরেই জমজমাট হয়ে উঠবে আশা করা যেতে পারে। ময়ূর পাহাড়-চূড়া অযোধ্যা পাহাড়-শ্রেণীর সর্বোচ্চ অংশ, উচ্চতা প্রায় তিন হাজার ফুট। চারপাশে যতদূর চোখ যায় সবুজের ঢেউ, শালের জঙ্গলই বেশী। চারপাশের পাহাড়-শ্রেণীর চূড়া ছুঁয়ে আকাশে জলভরা মেঘের অমোঘ উপস্থিতি। তারই ফাঁকে সুযোগ পেলেই রোদের



আলো সবুজ পাতায় পাতায় মুঠো মুঠো রূপালী আলো ছিটিয়ে চলেছে। কিছুক্ষণ ময়ূর পাহাড়ে কাটিয়ে জিপে ফিরে আসা। এবার আমাদের গাড়ি পশ্চিম দিকে চলতে লাগল। আমাদের গন্তব্য প্রায় পঞ্চাশ কিমি দূরের মুরুগুমা জলাধার। পাহাড়ের প্রায় সমতল উপত্যকা চিরে সরু পিচের রাস্তা। মাঝেমাঝে গ্রামের উপস্থিতি, বলা বাহুল্য আদিবাসী-অধ্যুষিত এলাকা এটি। শান্ত সুশৃঙ্খল জীবনযাত্রা এদের। পড়ল তখন ঘড়ির কাঁটা পাঁচের ঘর পেরিয়ে গেছে। প্ল্যাটফর্মে অপেক্ষা করতে করতে কখন যেন আমরা ফের অযোধ্যা পাহাড়ের সরকারী লজে পৌঁছে গেলাম। ছিপছিপে বৃষ্টি-ভেজা গত কাল সন্ধ্যায় এই সময়ে আমরা মুচমুচে গরম পিঁয়াজিতে ডুবে ছিলাম, আর আজ পুরুলিয়া রেল স্টেশনের ঝকঝকে প্ল্যাটফর্মে অপেক্ষমান। রাত আট-টা নাগাদ ট্রেন, হাতে এখনও ঘন্টা তিনেকের সময়।

(অযোধ্যা ভ্রমণের জন্য কয়েকটি জরুরী তথ্য – অযোধ্যা হিলে থাকার জন্য সেরা পঃবঙ্গ সরকারের গ্রামোন্নয়ন ও পঞ্চায়েত দপ্তর পরিচালিত জোড়া অতিথি নিবাস নীহারিকা ও মালবিকা। অন্ততঃ তিন মাস আগে কলকাতাস্থিত অফিসে গিয়ে টাকা জমা দিয়ে ও পরিচয়-পত্রের কপি দিয়ে ঘর বুক করতে হবে, নতুবা খালি পাওয়া মুস্কিল। পুরুলিয়া শহরেও এঁদের একটি বুকিং অফিস রয়েছে। কলকাতা অফিসের ঠিকানা হল – রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারের (কলকাতা-১৩) উত্তর দিকে আর্য ম্যানসনের ৯ তলায়। ফোন নং 033-22377041 / 43। তবে সরাসরি যাওয়াই বাঞ্ছনীয়। প্রতি মাসের গোড়াতেই পরের তিন মাসের বুকিং খোলে। এখানে থাকার সুবিধা অনেক। সুপরিচালিত ক্যান্টিন থেকে সকালের জলখাবার থেকে রাতের আহার পাওয়া যায় খুবই ন্যায্য দামে। বাইরেও দু-একটি হোটেল ও চায়ের দোকান রয়েছে, তবে তাদের মান নিয়ে সংশয় থেকেই যায়। অযোধ্যা হিল টপ এলাকায় ১-২ কিমি দূরত্বের ব্যাসার্ধে কয়েকটি প্রাইভেট গেস্ট হাউস খুলেছে।

কীভাবে যাবেন / ফিরবেন – কলকাতা থেকে হাওড়া – চক্রধরপুর ফার্স্ট প্যাসেঞ্জার ট্রেন রাত ১১-০৫ মিঃ-এ ছেড়ে পরদিন সকাল সাড়ে সাতটায় বরাভূম স্টেশনে পৌঁছায়। স্টেশনের বাইরে ভাড়া-র ট্যাক্সি পাওয়া যায়। যাঁরা বাসে অযোধ্যা পাহাড়ে পৌঁছাতে চান তাঁরা পুরুলিয়া স্টেশনেই নেমে পড়তে পারেন (সকাল ৬-৪৫ মিঃ)। পুরুলিয়া শহরের বাস স্ট্যাণ্ড থেকে অযোধ্যাগামী বাস সকাল ন-টা নাগাদ ছেড়ে বেলা এগারোটায় অযোধ্যা পৌঁছায়। যাঁরা দিনে দিনে পৌঁছাতে চান, ভোরে হাওড়া থেকে রূপসী বাংলা ট্রেন ধরে বেলা ২-৩০ মিঃ নাগাদ পুরুলিয়া স্টেশনে পৌঁছাতে পারেন। ওখান থেকে ভাড়ার গাড়িতে এক ঘন্টার পথ। অযোধ্যা থেকে ফেরার জন্য ডাউন চক্রধরপুর ফার্স্ট প্যাসেঞ্জার পুরুলিয়া স্টেশনে রাত আট-টায় আসে, পরদিন ভোর সাড়ে চারটেয় হাওড়া। অথবা দুপুর একটা নাগাদ ভাড়া গাড়িতে অযোধ্যা থেকে রওয়ানা হয়ে সোজা পুরুলিয়া রেল স্টেশনে চলে এসে ডাউন রূপসী বাংলা ধরুন, রাত দশ-টা নাগাদ হাওড়া পৌঁছায়।)

www.alipurbarta.org facebook.com/alipur.barta.5 9062201905 alipurbarta1966@gmail.com alipur_barta@yahoo.co.in

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি-র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতনে, গ্রাম-সামালি, পোস্ট-ন'হাজারি, থানা-বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৭ (ফোন-২৪৭৯-৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩-২৮৩৯-১৫৪৪, ই-মেল-alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com